৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ৮ পৌষ – ১৪ পৌষ, ১৪২৯ ঃ ২৪ ডিসেম্বর – ৩০ ডিসেম্বর, ২০২২

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 10, 24 December - 30 December, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

কলকাতা ইন্টারন্যাশানাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

ছয়ের পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনায়

পাকিস্তানকে সন্ত্রাসের আঁতুরঘর বলে অভিহিত করেছিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী তার প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বসলেন প্রধানমন্ত্রী মোদিকে।

রবিবার : এর আগে পুলিশ কনস্টেবল পদে তৃতীয় লিঙ্গের

প্রার্থীদের আবেদনের অনুমতি দিয়েছিল বোম্বে হাইকোর্ট। এবার তৃতীয় লিঙ্গের জন্য সংরক্ষণের দাবি তুললেন বিচারক লোকআদালতের জয়িতা মন্ডল।

সোমবার : টাইব্রেকারে ফ্রান্সকে হারিয়ে কাতার বিশ্বকাপ

চ্যাম্পিয়ন হল আর্জেন্টিনা। বহু প্রতিক্ষিত ইচ্ছাপূরণ হল লিওনেল মেসির। নির্ধারিত সময়ে খেলার ফল ছিল ৩–৩।

মঙ্গলবার : উৎস্যশ্রী পোর্টালের মাধ্যমে দেদার বদলিতে

মফস্বলের স্কুলগুলিতে দেখা দিয়েছে শিক্ষকের অভাব। ফলে লাটে উঠতে চলেছে পড়াশুনো। পড়ুয়াদের ক্ষতি করে কোনো বদলি করা যাবেনা বলে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

বুধবার : কোভিড আক্রান্তের বিস্ফোরণ ঘটল চিনে। মৃতের

সংখ্যাও প্রচুর। আশংকা আগামী চিন সহ বিশ্বে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়বে। ভারতে কেন্দ্র সহ রাজ্যগুলিও জরুরি বৈঠকে বসেছে। মাস্ক পরতে বলা হয়েছে সকলকে।

বৃহস্পতিবার : পাকিস্তানের চর সন্দেহে জলপাইগুড়ির

নেতাজি মোড় এলাকা থেকে ধরা হল গুড্ডু কুমার নামে এক যুবককে। বিহারের চম্পারণের বাসিন্দা গুড্ডু জলপাইগুড়িতে থেকে আইএসআই- এর চর হিসাবে কাজ করত।

শুক্রবার : নতুন ইতিহাস গড়লো কলকাতা মেডিকেল

কলেজের ডাক্তারি ছাত্ররা। অনশন করেও কর্তৃপক্ষের সাড়া না পেয়ে নির্ধারিত দিনে নিজেরাই সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করল নিজেদের ছাত্র সংসদের নির্বাচন।

সবজান্তা খবরওয়ালা

কুলতলিতে এখনও চলছে ম্যানগ্রোভ কেটে ভেড়ি নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের বাদাবনকে রক্ষা করতে হলে ম্যানগ্রোভকে রক্ষা করতে হবে। অথচ সুন্দরবনের কুলতলিতে ম্যানগ্রোভ কেটে অবাধে তৈরি চলছে মাছের ভেড়ি। আবার সুন্দরবনের কুলতলিতে ম্যানগ্রোভ কেটে চলছে মাছের ভেড়ি নির্মাণ। এমনকী মাছের ভেড়ি তৈরি করে এলাকা ঘেরার কাজ ও চলছে। আর এমনই ঘটনার আবার সাক্ষী থাকলো কুলতলি। কুলতলির গোপালগঞ্জ পঞ্চায়েতের মধুসূদনপুরে নৈপুকুরিয়া নদীর চরে ও ১ নম্বর গরানকাঠিতে পিয়ালী নদীর চরে চলছে বেআইনি ভাবে ভেড়ি নির্মানের কাজ। আর ম্যানগ্রোভ কেটেই চলছে এই মাছের ভেড়ি নির্মাণ। এমনকী মাছের ভেড়ি তৈরি করে ঘেরার কাজ ও চলছে। অভিযোগ,বন দফতরের বারুইপুর রেঞ্জের পিয়ালী বিট অফিসের কোনও নজরদারি নেই। বিট অফিসে কোনও অফিসারকে ও দেখা যায় না। এই ঘটনার খবর পেয়ে কুলতলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নদীর চরে পড়ে থাকা বেশ কয়েকটি কাঠও বাজেয়াপ্ত করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, এই মধুসূদনপুর এলাকায় প্রায় ৪০-৫০ বিঘা জায়গায় নদীর চরে ম্যানগ্রোভ কাটা হচ্ছিল। একই সঙ্গে রীতিমত জে সি বি মেশিন বসিয়ে ১ নম্বর গরানকাঠি এলাকায় গাছ কাটার পর মাছের ঘেরি ঘেরার কাজ ও চলছিল। দিনের পর দিন এমনভাবে ম্যানগ্রোভ কেটে মাছের ভেড়ি নির্মাণে ক্ষুব্ধ এলাকার লোকজন। এতে পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হচ্ছে বলেও অভিযোগ। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেও এই গোপালগঞ্জ পঞ্চায়েতের নৈপুকুরিয়া নদীর চরে নির্বিচারে ম্যানগ্রোভ কাটা হচ্ছিল। তারপরেও আবার এমন হওয়ায় প্রশাসনের নজরদারি নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। এ ব্যাপারে কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল বলেন, প্রশাসন থেকে নানান উদ্যোগ নিয়ে ম্যানগ্রোভ গাছ লাগানোর কাজ চলছে পুরো কুলতলি জুড়ে কিন্তু কিছু অসাধু সমাজ বিরোধী মানুষ জন এই কাজ করছে। তবে আইন আইনের পথে চলবে । পুলিশ প্রশাসনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে গ্রেফতার করার জন্য। কুলতলির বিডিও বীরেন্দ্র অধিকারী এই ঘটনার সাথে যুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থার নির্দেশ দেন। তবে এলাকার মানুষ ও পরিবেশ প্রেমীরা চায় সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভকে রক্ষা করতে সবাই একজোট হোক।

দলিল জাল করে বৃদ্ধাশ্রমের জমি দখল, থানায় অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণার দত্তপুকুর থানার অন্তর্গত নরসিংহপুর এলাকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক আশ্রম নামের বৃদ্ধাশ্রমটি একেবারে যশোর রোডের ধারে অবস্থিত। এই বৃদ্ধাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা রাধিকামোহন সাহা। প্রায় দুই দশকের উপর বয়স হয়ে গেল বৃদ্ধাশ্রমটির। সরকারি খাতায় ১৯৭৯ সালে রাধিকামোহনের স্ত্রী প্রতিমারাণী সাহার নামে ৫১ শতক জমি কেনা হয়। ২০০৮ সালে সোসাইটি আইনে বৃদ্ধাশ্রমটির রেজিস্ট্রি হয়। সোসাইটির সম্পাদক সৌম্যদীপ কুণ্ডু বলেন, 'নভেম্বরে খাজনা দেওয়ার সময়েও বৃদ্ধশ্রমের ৫১ শতক জমি প্রতিমারাণী সাহার নামেই ছিল। কিন্তু গত ৯ ডিসেম্বর জানতে পারি ৫১ শতক জমির মধ্যে ২৬ শতক জমি এলাকার জনৈক মৃত মহিলার নামে রেকর্ড হয়ে গিয়েছে।' রাতারাতি কিভাবে বৃদ্ধাশ্রমের জমির একটা অংশ অন্যের নামে চলে যায়, তা নিয়ে সৌম্যদীপ বাবু বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'গোপনে কেউ বা কারা বৃদ্ধাশ্রম তুলে দেবার চক্রান্ত চালাচ্ছে।' বৃদ্ধাশ্রমের আতঙ্কিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সোমবার বারাসতের বিএলআরও কার্যালয়ের আধিকারিকের দ্বারস্থ হন। তারা কথাও বলেন আধিকারিকদের সঙ্গে। অভিযোগ খতিয়ে দেখে দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। বিএলআরও পরে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দত্তপুকুর থানায় এফআইআর দায়ের করেন। বৃদ্ধাশ্রমে এই মুহূর্তে ২৮ জন আবাসিক রয়েছেন।

সৌম্যদীপ কুণ্ডু বলেন, 'সম্প্রতি আমরা জানতে পারি, এলাকার জনৈক বাসিন্দা তথা জমি ব্যবসায়ী সমীর ঘোষ তার মা মৃত পুষ্প ঘোষের নামে বৃদ্ধাশ্রমের ২৬ শতক জমি বেআইনিভাবে লিখিয়ে নিয়েছেন।' এই প্রসঙ্গে বারাসতের বিএলআরও সুদীপ্ত বন্দোপাধ্যায় বলেন,'অভিযোগ পেয়েছি।

এরপর পাঁচের পাতায়

আবাস যোজনায় প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

বাগদা

রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে বাদ পড়েনি উত্তর চব্বিশ পরগণার বনগাঁ পুলিশ জেলার অধীন বাগদাও। বাগদার বয়রা পঞ্চায়েত এলাকায় প্রধান অসিত মণ্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ঘর পেতে হলে প্রধানকে দিতে হয় মোটা অঙ্কের টাকার ঘুষ। টাকা দিয়েও ঘর না পেয়ে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ বয়রা পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সদস্যদের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার জন্যে টাকা তোলেন প্রধান। বাসিন্দাদের এই অভিযোগ স্বীকার করে নেন, মালিদা গ্রামের তৃণমূল কংগ্রেস সদস্য দিলীপ দাস। তিনি বলেন, 'প্রধানের কথাতেই ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলেছিলাম। এখন তারা ঘর না পেয়ে টাকা ফেরতের দাবি নিয়ে আমার বাড়ি হানা দিচ্ছে। আমি নিজে একজন গরিব মানুষ। খেটে খাই। প্রধানের উপর ভরসা রেখে টাকা তুলে বিপদে পড়েছি। এখন প্রধান টাকাও ফেরত দিচ্ছেন না।'

স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব অমৃতলাল বিশ্বাস বলেন, 'বয়রায় প্রধানের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ আছে। মানুষের অভিযোগ আছে। এর বিরুদ্ধে আমরা বহুদিন সোচ্চার ছিলাম। প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি, অতি শীঘ্র তদন্ত করে প্রধানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। না হলে, বয়রার মানুষকে সাথে নিয়ে বিজেপি বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে।'

এপ্রসঙ্গে বয়রা পঞ্চায়েতের প্রধান অসিত মণ্ডল বলেন, 'ওই মেম্বারের নাম দিলীপ দাস। আজ প্রায় দুবছর ধরে তিনি পঞ্চায়েতের আসেন না। মালিদহ গ্রামেই তার বিরুদ্ধে নানারকম প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে পাট কেনার নামে, কলাগাছের লোন দেবার নামে অর্থসংগ্রহ করেছে। এমন কি একবার একটা মহিলা ঘটিত ঝামেলা থেকে আমিই ওকে রক্ষা করি। ও নিজেই টাকা তুলে এখন প্রধানের অর্থাৎ আমার কাঁধে দায় চাপিয়ে বৈতরণী পার হতে চাইছে। ওর সঙ্গে তো দু বছর ধরে পঞ্চায়েতের কোনও সম্পর্কই নেই।'

শুরু হল দাবী আদায়ের মেলা

সুন্দরবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা শহর থেকে মাত্র ৬০ কিলোমিটার। তবে কলকাতার যতই কাছে হোক না কেন সুন্দরবন তার নিজস্ব নামেই পৃথিবীতে পরিচিত।সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লক। বাসন্তী ব্লকের নারায়ণতলার কুলতলি গ্রাম। একদা এই অখ্যাত গ্রামেরই নাম অজানা অপরিচিত ছিলো। আজ বাংলা তথা দেশের সর্বত্র এই নাম বিশেষ পরিচিত। পরিচিত হয়েছে একের পর এক দাবী তুলে এবং দাবী আদায়ের মধ্য দিয়ে। মূলত সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের সমস্যা ও দাবী রয়েছে প্রচুর। সেই দাবী আদায়ের জন্য কোন মিটিং মিছিল না করে বিগত প্রায় ২৬ বছর আগে শুরু হয়েছিল মেলা। যে মেলার নামকরণ ও যথেষ্ট ভাবে সার্থকতা লাভ করেছে।কুলিতলি

মিলন তীর্থ সোসাইটির উদ্যোগে শুরু হয়েছিল সুন্দরবন কৃষ্টিমেলা ও লোকসংস্কৃতি উৎসব'। সমগ্র সুন্দরবন নিয়েই ভাবনা। মেলার মূল মঞ্চ থেকেই একের পর এক দাবী তোলা হয়েছে।বিগত ২৫ বছরে সেই সমস্ত দাবীর অনেকাংশ পূরণ হয়েছে।মূলত মেলার মঞ্চ থেকে আন্দোলনের গণবিষ্ফোরণ হয়েই একের পর এক দাবী মিটেছে। তবে বর্তমানে আধুনিকতার সমাজে সামঞ্জস্য রেখে পৃথিবী খ্যাত সুন্দরবনও অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে আধুনিকতার ছোঁয়া পেতে চায়। সেই দাবীও বারে বারে মেলার মঞ্চ থেকে উঠে এসেছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন। নদীনালা, গাছগাছালি,বন্যজন্তর আনাগোনা। রয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। যার আকর্ষণে প্রতি বছরই লক্ষ লক্ষ বিদেশী পর্যটকরা সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য আসেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

রাস্তা মেরামত শুরুই হয়নি ফলকে লেখা পাইলিং শেষ

বেগমপুরে শোরগোল

প্রিয় মুখার্জী

রাস্তা মেরামতের কাজ শুরুই হয়নি। কিন্তু গ্রামের মধ্যে রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় ফলক বসিয়ে দেখানো হয়েছে, রাস্তার পাইলিং- তবে রাস্তার পাশে নয়ানজুলি বা পুকুর থাকলে, সেই নয়ানজুলি বা পুকুরের পাড় বরাবর পাইলিং করা হয়। কিন্তু কামরা তেতুলিয়া এলাকার ওই রাস্তায় এক জায়গায় ফলকে লেখা, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের

এর কাজ শেষ। এই নিয়ে শোরগোল পড়েছে বারুইপুরের বেগমপুর পঞ্চায়েতের তেতুলিয়া এলাকায়। বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ। তাঁদের বক্তব্য, রাস্তা মেরামতই করা হয়নি! এদিকে বিভিন্ন জায়গায় লক্ষাধিক টাকা খরচের ফলক বসানো হয়েছে। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য অজয় মণ্ডলকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, পাইলিং থেকে মেরামত- সব কাজই শেষ! যদিও বেগমপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অমর মণ্ডল বলেন, ফলকে রাস্তা পাইলিংয়ের কাজ শেষ দেখানো হয়েছে। এই রাস্তার কাজ করবে বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতি। এই নিয়ে বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানন দাস বলেন, খোঁজ নিয়ে দেখব।

এদিকে, পূর্ত দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, রাস্তায় আবার পাইলিং কী? রাস্তায় ব্লক বসানো হয়। কিন্তু পাইলিং তো করা হয় না! সাড়ে তিন লক্ষ টাকা খরচ করে শিবতলা কামরা থেকে শচীন নস্করের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পাইলিং করা হয়েছে। কাজটি চলতি বছরের ১৭ অক্টোবর শুরু হয়ে শেষ হয়েছে ১৮ নভেম্বর। আবার আর একটি জায়গায় ফলক বসিয়ে দেখানো হয়েছে, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের দেড় লক্ষ টাকা ব্যায়ে সন নস্করের বাড়ি থেকে ছোট পোল ক্লাব পর্যন্ত রাস্তা পাইলিং করা শেষ হয়েছে নভেম্বরে। এদিকে, বাসিন্দারা বলেন, এক এক জায়গায় শুধু রাস্তা পাইলিংয়ের খরচ দেখানো হয়েছে। আসলে কোনও কাজ হয়নি। রাস্তায় ব্লক বসানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। রাস্তার অবস্থা এতই বেহাল যে চলাচল করা যাচ্ছে না। লক্ষাধিক টাকা খরচের নামে দুর্নীতি হয়েছে। উত্তরপুরীর বটগাছ থেকে কামরা বামনের দোকান পর্যন্ত গোটা রাস্তাই বেহাল হয়ে পড়ে আছে বছরের পর বছর।

অসংখ্য বোমা উদ্ধার

সুভাষ চন্দ্র দাশ

অসংখ্য বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে গোসাবা থানার অন্তর্গত শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাউখালির মিত্রপুর এলাকায়। বোমাগুলো ঘিরে রেখেছে পুলিশ। খবর দেওয়া হয়েছে বোমস্কোয়াডকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সন্ধ্যা নাগাদ ক্ষেতের কাজ সেরে বাড়িতে ফিরছিলেন কয়েকজন দিনমজুর। প্রথমে তাদের নজরে পড়ে। স্থানীয় অমরকৃষ্ণ দাসের খালে অসংখ্য বোমা পড়ে রয়েছে। মুহূর্তে এমন খবর দাবানলের

গোসাবা

মতো এলাকায় চাউর হয়। খবর যায় গোসাবা থানার পুলিশের কাছে। গোসাবা থানার পুলিশ এলাকাটি ঘিরে রেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অন্যদিকে এলাকায় প্রচুর পরিমাণ বোমা উদ্ধারের ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপ শুরু করেছে শাসক দলের স্থানীয় নেতৃত্ব। পাশাপাশি ঘটনায় বিজেপির যোগ রয়েছে বলে দাবী এলাকার তৃণমূল নেতৃত্বের। অন্যদিকে এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে নারাজ বিজেপিও। তারাও শাসক দলের এক হাত নিয়ে কড়া সমালোচনা শুরু করেছে।

ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদার বলেন এলাকায় অসংখ্য বোমা উদ্ধারের ঘটনায় মানুষজন রয়েছেন আতঙ্কে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বার বার জায়গা পরিবর্তন, মোয়া হাব নিয়ে সন্দেহ জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়নগরের মোয়া হাবের বারবার জায়গা পরিবর্তন, আদৌ হাব কিনা সন্দিহান জয়নগর বাসী। গোটা দেশের কাছে জয়নগর মোয়ার শহর হিসেবে পরিচিত। শীত পড়ে গেছে খাদ্য প্রেমিক বাঙালিদের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছে জয়নগর শহরে। ইতিমধ্যেই জয়নগরের মোয়া জিআই নথিভুক্ত হয়েছে আর তা ঠিক পরে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে জয়নগরের মোয়া। কিন্তু বারবার যে জিনিসটি সামনে উঠে এসেছে তা হল মোয়া হাব। এই মোয়া হাব তৈরি হবার কথা গত ২ বছর আগে নিমপীঠে ঠিক হলেও কিছু অসুবিধার কারনে সে জায়গা থেকে মোয়া হাবের জায়গা পরিবর্তন হয়ে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার তৎকালীন পৌরপ্রধান সুজিত সরখেলের উদ্যোগে জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডলের সহযোগিতায় জয়নগর মিত্রগঞ্জ হাটের ভেতর এই মোয়া হাবের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সেই মতো খাদি দপ্তর থেকে জয়নগরের সাংসদের উপস্থিতিতে মাটি পরীক্ষা সহ জায়গা পরিদর্শনের কাজ ও হয়ে যায়। একেবারে পুরোপুরি ঠিক ও হয়ে যায় এই এলাকায় পৌরসভার নির্মিত ঘরে সরকারি উদ্যোগে মোয়া হাবের কাজ হবে এবং সব কিছু ঠিকঠাক চললে এবছরের মধ্যেই মিত্রগঞ্জে মোয়া হাবের কাজ শেষ ও হয়ে যাবে। কিন্তু তার পরেই গত সেপ্টেম্বর মাসে আচমকাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ঐ জায়গায় মোয়া হাবের জন্য গাড়ি ব্যবহারের সমস্যা সহ কিছু টেকনিক্যাল সমস্যার কারনে আবার জায়গা পরিবর্তন হবে। সে মতো পৌরসভার বর্তমান

পৌরবোর্ড খাদি দপ্তরের সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেয় মিএগঞ্জ হাটের পরিবর্তে তাঁরা পুরসভার মাঠের পাশে পড়ে থাকা তিনকাটা জায়গায় ঐ মোয়া হাবের জন্য তুলে দিচ্ছে। সেইমতো খাদি দপ্তর থেকে নতুন জায়গা পরিদর্শন করে পৌরপ্রধানকে নিয়ে। তাঁর পরে নতুন হাবের জায়গা সংক্রান্ত একটি চিঠিও খাদি দপ্তর থেকে সাংসদ প্রতিমা মন্ডলের কাছে পাঠানো হয়। আর নতুন ভাবে ঐ জায়গায় মোয়া হাবের কাজ কবে শেষ হবে এনিয়ে সন্দিহান মোয়া ব্যবসায়ীরা। জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ী খোকন দাস বলেন, ডিপিআর পাঠানোর পরে নতুন ঘর তৈরি হবে যা করতে সময় লেগে যাবে। মিত্রগঞ্জে প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু হলে ভালো হত। জয়নগরের আরেক মোয়া ব্যবসায়ী তিলক কয়াল বলেন, বারবার এইভাবে জায়গা পরিবর্তন হতে হতে মোয়া হাবের কাজ কবে শুরু হবে সেটাই বোধগম্য হচ্ছে না। দ্রুত এই হাবটি চালু হলে আমাদের উপকার হতো। বহড়ুর মোয়া ব্যবসায়ী গনেশ দাস বলেন, দ্রুত মোয়া হাব শুরু হলে ভালো হত। এই হাবের মধ্যে দিয়ে প্যাকেজিং মেশিনে মোয়া রপ্তানির কাজের সুবিধা হত। মোয়ার স্থায়িত্ব বাড়তো। মোয়া হাবের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দিহান খোদ সাংসদ প্রতিমা মন্ডল। তিনি বলেন, আমি চেয়েছিলাম জয়নগরের মোয়া বিশ্বের দরবারে একটা ভালো জায়গা করুক। তাই তো খাদি দপ্তরের মাধ্যমে জয়নগরে মোয়া হাবের ব্যবস্থা করি তৎকালীন পৌর চেয়ারম্যানের সহায়তায়। মাটি পরীক্ষা করে সব কিছু পরিদর্শন করে খাদি দপ্তর কাজ শুরু করার পরে আচমকাই তাদের পূর্ব নিধারিত জায়গা থেকে সরিয়ে আবার একটা নতুন জায়গা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই মোয়া হাবকে। বার বার জায়গা পরিবর্তন করার ফলে মোয়া হাবের কাজে বিঘ্ন ঘটছে। তবে এই জায়গা পরিবর্তন নিয়ে আমি স্থানীয় সাংসদ হলেও বর্তমান পৌরবোর্ড আমাকে কিছু জানানোর প্রয়োজন মনে করে নি। জায়গা পরিবর্তন না করে কাজটা দ্রুত শুরু হলে ভালো হত।

এরপর পাঁচের পাতায়

উত্তরের আঙিনায়

উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি শহরকে পরিকল্পিত উন্নয়নের রূপরেখায় আবৃত করবার লক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র পারিষদদের সাথে পুরনিগমের সভাকক্ষে বৈঠক করেন মেয়র গৌতম দেব। এদিন মেয়র আগামী ৫ বছরে শিলিগুড়ির উন্নয়নের জন্য ঠিক কি কি করতে পারা যায় সেই বিষয়ে একটি পরিকল্পনা রূপায়নের প্রস্তাব দেন এম এম আইসিদের কাছে। এদিন মেয়র জানান শিলিগুড়িকে স্মার্ট সিটি করে তুলতে গেলে বেশ কিছু পরিকল্পনা করা একান্তই প্রয়োজন। যার মধ্যে অন্যতম শিলিগুড়িকে যানজট মুক্ত করতে হবে এবং পানীয় জলের ব্যাবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মিউনিসিপাল কর্পরেশনের চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য এম এম আই সিরা। এদিন মেয়র গৌতম দেব জানান, বামফ্রন্ট এবং বিজেপি চাইছে মানুষের উন্নয়ন বন্ধ হোক। কিছু মানুষ ওদের সমর্থন করছেন, কিন্তু আমাদের সবাইকেই বুঝিয়ে মানিয়ে নিতে হবে। আর আমরা শিলিগুড়ির উন্নয়ন মানুষকে দেখিয়ে দেবো। শিলিগুড়ির মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে একটা আশা নিয়ে জয়ী করেছিলেন। এবার আমাদের দায়িত্ব সেই আশাকে বাস্তবায়িত করে তোলা। একটু সময় লাগবে, তবে শিলিগুড়িকে সাজিয়ে তুলব আমরা। এর জন্য যা খরচ হবে তার অধিকাংশ খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার এবং বাকিটা দেবে শিলিগুড়ি পুরনিগম।

নিখোঁজ মেয়ের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কিছুদিন আগে দক্ষিণ পলাশ জামাই বাজার এলাকার বাসিন্দা নিখোঁজ কৃষ্ণা রাই নামক ১২ বছরের একটি মেয়ের পচা গলা দেহ উদ্ধার হয়। তার এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণে শোক প্রকাশ করেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি আজ তার বাড়ি গিয়ে তার পরিবারের সাথে দেখা করে সব ধরনের সাহায্যের কথা জানান। গৌতম দেব এদিন জানান এই ঘটনার জন্য যারা দায়ী তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে। পাড়া প্রতিবেশীরা এদিন মেয়রকে দেখেই অভিযোগে ফেটে পড়েন। মেয়র তাদের সাথে বেশ কিছুক্ষন কথা বলে গোটা পরিবারের সাথে কথা বলেন। মেয়র আবার আসবেন বলে জানিয়ে যান।

উদ্ধার ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : হোটেলে ব্যবসায়ীর রহস্য মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই ব্যক্তির নাম প্রদীপ কুমার। তিনি মালদার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। বুধবার রাতে রাজা রামমোহন রায় রোড সংলগ্ন একটি হোটেল থেকে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে বুধবার রাতে রাজা রামমোহন রায় রোডের সংলগ্ন হোটেলটিতে, হোটেল কর্মীরা একটি ঘরের মধ্যে থেকে ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান। এরপর তারা স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ি পানি ট্যাংকিতে খবর দেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়, এরপর মৃতদেহ থেকে উদ্ধার করে মহানতাদের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করে এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। শুরু করা হয়েছে ঘটনার তদন্ত।

রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগে এবং শিলিগুড়ি লায়ন্স নেত্রালয়ের সহযোগিতায় ৩৩ নং ওয়ার্ডের নবগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। আজ মেয়র গৌতম দেবের উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল এই রক্তদান শিবিরের। এখানে প্রায় তিনশো জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। মেয়র জানান রক্ত এমন একটা জিনিস কার কখন দরকার পড়বে কেউ বলতে পারবে না। যারা যারা আজ রক্তদান করলেন তাদের হাতে শংশাপত্র এবং খাবার তুলে দেন শিলিগুড়ি শহরের মেয়র তথা তেত্রিশ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলার গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য এম এম আই সি এবং কাউন্সিলারেরা।

স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির ৪২নং ওয়ার্ডে বিবেকানন্দ স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তিনি আজ শিলিগুড়ির ৪২নং ওয়ার্ডে বিবেকানন্দ স্বাস্থ্য কেন্দ্র দেখতে উপস্থিত হন। এই বিবেকানন্দ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একেবারেই কম মুল্যে সাধারন মানুষের চিকিৎসা করা হয় বলে জানা গেছে। এদিন ডেপুটি মেয়র গিয়ে সেখানকার নার্স এবং ডাক্তারদের সাথে অনেকক্ষন ধরে আলোচনা করেন এবং তাদের কাছ থেকে রোগীদের পরিষেবার বিষয়টি জানেন। ডেপুটি মেয়র আরো জানান বর্তমান পরিস্থিতিতে চিকিৎসা পরিষেবা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। তাই সাধারন মানুষের প্রচণ্ডভাবে সমস্যা থেকে যাচ্ছে। এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একেবারেই কম টাকায় রোগীরা তাদের এবং তাদের আত্মীয়দের চিকিৎসা করাতে পারবেন। মানুষ একটু হলেও শান্তি পাবেন। আমি ওদের কথা দিয়েছি কোন সমস্যা হলেই ওদের পাশে থাকব।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৪ ডিসেম্বর – ৩০ ডিসেম্বর, ২০২২

মেষ রাশি : অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় খাওয়ার আগ্রহ বৃদ্ধি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। দাম্পত্য শান্তি বজায় রাখা কঠিন হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। অংশীদারী ব্যবসায় ঝুঁকি রয়েছে। নামী সংস্থায় চাকরি পাওয়ার সুযোগ মিলতে পারে। শিল্পীসত্ত্বার বিকাশের সঙ্গে মান সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : লাল বস্ত্র পরিধান করুন।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা থাকলেও সঞ্চয়ে বাধা ও আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতার প্রয়োজন। প্রিয়জনের বিবাহে বাধা। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তায় চলাফেরা করুন। জ্যোতিষচর্চা ও ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হওয়ার সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : গরুকে সবুজ ঘাস খাওয়ান।

মিথুন রাশি : সন্তানকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ রয়েছে। যে কোনো কর্মে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্তভাব। সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অন্যমনস্কতা বৃদ্ধির দরুন বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা। ঋণগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। বিলাসিতার দরুন অর্থের অপচয় ও অপব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। রাস্তা পারাপারে সতর্কতার প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষায় বাধা। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতার প্রয়োজন।

প্রতিকার : বোনেদের সবুজ চুড়ি প্রদান করুন।

কর্কট রাশি : সন্তানের সাফল্যে পরিবারে খুশির আমেজ। সঙ্গীত বা নৃত্য বা বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। অন্যমনস্কতার দরুন কোনো দ্রব্যর বা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও আর্থিক প্রাপ্তি নূন্যতম।

প্রতিকার : মন্দিরে সাদা ফুল ও মিষ্টি দিয়ে পুজো দিন।

সিংহ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হলেও উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থ উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসা ও চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা থাকলেও সুফল লাভের সম্ভাবনা। সন্তানের সাফল্যে বাধা। বন্ধু থেকে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উর্দ্ধতম কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সূর্যদেবকে প্রতিদিন প্রণাম করুন।

কন্যা রাশি : ব্যবসা ক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। কর্মক্ষেত্রে কর্মোন্নতিতে বাধা। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পীসত্ত্বার বিকাশ। পরিবারের কারো বিয়ের যোগাযোগ হলেও জ্ঞাতিশত্রুদের ষড়যন্ত্রে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা কর্মক্ষেত্রে অত্যাধিক পরিশ্রম করতে হবে পারে।

প্রতিকার : সবুজ শাক সবজি প্রতিদিন আহার করুন।

তুলা রাশি : সঞ্চিত অর্থের অপচয় ও অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হলেও তা কাটিয়ে উঠবে। চাকরির জন্য দূরে বদলি হওয়ার সম্ভাবনা। প্রেসার, হার্ট জনিত সমস্যা বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : বিষ্ণু মন্ত্র পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত বুদ্ধির জন্য প্রশংসার সঙ্গে মান সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পুলিশ, মিলিটারি প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার জেরে প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্মানবৃদ্ধির সম্ভাবনা। একাধিক ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ আসতে পারে। অন্যমনস্কতার জন্য অর্থ বা দ্রব্যাদি বা মূল্যবান দ্রব্য হারানোর সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : হনুমানজীর পুজো দিন।

ধনু রাশি : ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সাফল্যের সম্ভাবনা। ঋণগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানদের কর্মকাণ্ডে অপদস্থ হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। সাংসারিক ক্ষেত্রে দাম্পত্য শান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাহ্য পদার্থ ও বিদ্যুৎবাহী তার থেকে সাবধান।

প্রতিকার : মন্দিরে হলুদ মিষ্টি দিয়ে পুজো দিন।

মকর রাশি : মানসিক অশান্তি থেকে মুক্তির জন্য প্রাণায়ম করা আবশ্যক। ঋণগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে সংসারে অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পাড়াপ্রতিবেশিদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : শনিদেবের প্রতিদিন পুজো করুন।

কুম্ভ রাশি : কর্মস্থলে অন্যমনস্কতার দরুন ভুলভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনের থেকে কোনো উপহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। হার্ট জনিত রোগের বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলেও তা থেকে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শুভ সময় বলা যায়।

প্রতিকার : অবলা জীবদের আহার দিন।

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে।
ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

খবরের কাগজ সাজানোর কাজ জানা অভিজ্ঞ অপারেটর প্রয়োজন। দক্ষিন কলকাতার প্রার্থী অগ্রগণ্য।

যোগাযোগ : ৯৮০৪৪৫৪৬১৫

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫ / ৯৮৩০২৮৪৯৯২

কর্মখালি

চিমনি, ওয়াটার পিউরিফায়ার ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সের কাজ জানা মেকানিক চাই। অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করতে পারেন। যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৯৮৩০৩৩২৩৬৭

কাজের খবর

কেন্দ্রীয় সরকারে ৪৫০০ উচ্চমাধ্যমিক

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসে ৪,৫০০ জন উচ্চ মাধ্যমিক পাশ তরুণ–তরুণী নেওয়া হবে। নিয়োগ হবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ ও অফিসে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক/জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর এবং ডেটা এন্ট্রি অপারেটর গ্রেড 'এ' পদে। প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন, 'কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল এক্সামিনেশন, ২০২২'–এর মাধ্যমে। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য নেওয়া হবে দু'পর্যায়ের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টাইপিং টেস্ট বা স্কিল টেস্ট। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ফেব্রুয়ারি–মার্চে। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ। সব পদের ক্ষেত্রেই কমিউটার ব্যবহার ও টাইপিং জানতে হবে। সব ক্ষেত্রেই ২০২৩–এর ১ জানুয়ারির মধ্যে শংসাপত্র হাতে পেয়ে থাকতে হবে।

বয়স : ১–১–২০২২ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্দীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্না, আইনত স্বামীবিচ্ছিন্না মহিলারা পুনরায় বিবাহ না করে থাকলে এবং ৩৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন।

বেতনক্রম : লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক/জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে ১৯,১০০–৬৩,২০০ টাকা, ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের ক্ষেত্রে ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা ও ২৯,১০০–৯২,৩০০ টাকা এবং ডেটা এন্ট্রি অপারেটর গ্রেড 'এ'–র ক্ষেত্রে ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল (ব্রাকেটে সেন্টার কোড) : কলকাতা (৪৪১০), আসানসোল (৪৪১৭), বর্ধমান (৪৪০৪), দুর্গাপুর (৪৪২৬), কল্যাণী (৪৪১৯) এবং শিলিগুড়ি (৪৪১৫)।

প্রার্থী বাছাই করা হবে কম্পিউটার ভিত্তির টিয়ার–১ ও টিয়ার–২ পরীক্ষার মাধ্যমে। টিয়ার–১ এর প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে : জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। মোট ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় ১ ঘন্টা। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে।

টিয়ার–২ পরীক্ষা হবে দুটি সেশনে। প্রথম সেশনে থাকবে ম্যাথমেটিক্যাল এবিলিটিজ ও রিজনিং অ্যান্ড জেনারেল ইন্টেলিজেন্স (১৮০ নম্বর), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন ও জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (১৮০ নম্বর) এবং কম্পিউটার নলেজ (৪৫ নম্বর) বিষয়ে প্রশ্ন। মোট সময় ২ ঘন্টা ১৫ মিনিট। দ্বিতীয় সেশনে থাকবে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পদের ক্ষেত্রে স্কিল টেস্ট এবং বাকি পদের ক্ষেত্রে টাইপিং টেস্ট। ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পদের ক্ষেত্রে প্রতি ঘন্টায় ৮,০০০ কী ডিপ্রেশনের ক্ষমতা থাকতে হবে। অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৩৫টি শব্দ বা হিন্দিতে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে।

সব ক্ষেত্রেই দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, দুই হাত ক্ষতিগ্রস্ত ও সেরিব্রাল পালসিতে আক্রান্ত প্রার্থীরা অতিরিক্ত সময় পাবেন।

অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : https://ssc.nic.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো (জেপিজি ফর্ম্যাটে ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং সই (জেপিজি ফর্ম্যাটে ১০ তেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে। আপলোড করতে হবে। ৬–১২–২০২২ তারিখ অনুসারে তিন মাসের বেশি পুরনো ফটো চলবে না। চশমা থাকলে, তা না পরে ছবি তুলবেন। অনলাইন দরখাস্তের সময় রেজিস্ট্রেশন আই ডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। মহিলা, তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের কোনও ফি লাগবে না। অনলাইন ফি জমা দেওয়া যাবে ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ট্রো/রুপে বা ক্রেডিট কার্ড বা ভীম ইউ পি আই বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। অনলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৫ জানুয়ারি। অনলাইনে ফি জমা দিতে চাইলে স্টেট ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়ার চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। চালান জেনারেট করার শেষ তারিখ ৪ জানুয়ারি। চালানের মাধ্যমে নগদে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৬ জানুয়ারি।

অনলাইন দরখাস্ত যথাযথ ভাবে পূরণ করে সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর সহ পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কে ১০০ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে ১০০ জনকে নেবে স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (সিডবি)। নিয়োগ করা হবে গ্রেড 'এ' ক্যাটেগরিতে। প্রবেশন ২ বছরের। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 01/Grade A/2022–23

ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদ : সাধারণ ৪১, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ৯, ও বি সি ২৮, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১০।

এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত, দৃষ্টি সংক্রান্ত, অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধী বা একাধিক প্রতিবন্ধকতা আছে এমন প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : আইনে স্নাতক অথবা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে কোনও শাখায় স্নাতক। সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক্যাল শাখার প্রার্থীদের অগ্রাধিকার। অথবা যে কোনও শাখায় স্নাতক। সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক্যাল শাখার প্রার্থীদের অগ্রধিকার। অথবা যে কোনও শাখায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। কমার্স, ইকনমিক্স ও ম্যানেজমেন্ট শাখার প্রার্থীদের অগ্রাধিকার। অথবা সিএ/সিএস/সিডব্লুএ/সি এফ এ/সি এম এ পাশ। পিএইচ ডি ডিগ্রিধারীরাও আবেদন করতে পারেন।

সব ক্ষেত্রেই অন্তত ৬০ শতাংশ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

বয়স : ১৪–১২–২০২২ তারিখে ২১ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ২৮,১৫০–৫৫,৬০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্যায়ের অনলাইন পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। কলকাতা ও আসানসোল পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। প্রথম পর্যায়ের অনলাইন পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে। ইংলিশ, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (বিশেষত ব্যাঙ্কিং ও ফিনান্সিয়াল সেক্টর, ইকনমিক ও সোশ্যাল ইস্যুজ বিষয়ে), রিজনিং অ্যাপ্টিটিউড ও কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড। পরীক্ষা হবে জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারিতে। মোট নম্বর ২০০। নেগেটিভ মার্কিং আছে। সময়সীমা ২ ঘন্টা। দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় থাকবে ব্যাঙ্কিং/ফিনান্স/ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ইস্যুজ ইন ইন্ডিয়া বিষয়ে এসে রাইটিং ও বিজনেস লেটার রাইটিং। মোট নম্বর ৫০। সময়সীমা ১ ঘন্টা।অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.sidbi.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ জানুয়ারি। প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করা হবে।

প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি ও মোবাইল নম্বর থাকতে হবে। দরখাস্তের সময় আপলোড করতে হবে প্রার্থীর সাম্প্রতিক তোলা রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো (সাদা বা হালকা রঙের ব্যাক গ্রাউন্ডে তোলা, ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে), কালো কালিতে করা সই (১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে), বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ (২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং ইংরেজিতে নিজের হাতে কালো কালিতে লেখা একটি ডিক্লারেশন (৫০ থেকে ১০০ কেবি সাইজের মধ্যে)। ডিক্লারেশনের বয়ান পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

দরখাস্তের ফি বাবদ দিতে হবে ১,১০০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ইন্টিমেশন ফি বাবদ শুধু ১৭৫ টাকা)। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইনে ডেবিট কার্ড (রুপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ট্রো), ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, আইএমপিএস, ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে।

ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না।

দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করুন। সাবমিট করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। প্রিন্ট আউটগুলি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন ওয়েবসাইট।

Notice

EOIs are being invited through online mode (wbtenders.gov.in) from reputed NGOs i.c.w outsourcing of contractual teaching staff and maintenance workers at South 24 Parganas Model Madrasah (English Medium).

For details visit www.s24pgs.gov.in.

Sd/–Additional District Magistrate
(Minority Affairs), South 24 Parganas

2696(2)/DICO/S24Pgs, 21.12.22

শব্দবার্তা ২২৯

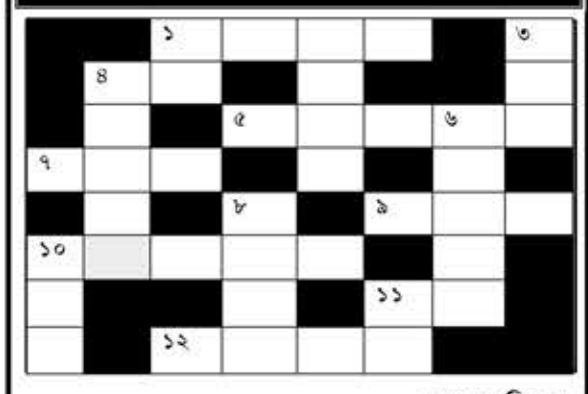

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। নালিশ, দোষারোপ ৪। পাকানো সরু সুতো ৫। চিরপ্রচলিত ৭। ধনের অধিদেবতা কুবের ৯। সোজা ১০। ওপেন মার্কেট ১১। কুলুপ ১২। সৃজনশক্তি, প্রজননক্ষমতা।

উপর–নীচ

১। ব্যাসার্ধ ২। যোগের প্রভাব ৩। বিহিতক ৪। বিক্যাত মঞ্চাভিনেত্রী ও নায়িকা ৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতিনাট্য ৮। গণেশ ১০। উৎকীর্ণ, অঙ্কিত ১১। সুকুমার রায়ের ডাকনাম।

সমাধান : ২২৮

পাশাপাশি : ১। মহাজন ৪। টইটম্বুর ৫। দরবার ৭। শতদল ৯। মানমন্দির ১০। স্থলচর।

উপর–নীচ : ১। মসনদ ২। নটবর ৩। কম্বুনিনাদ ৬। রবিতনয় ৭। শহরস্থ ৮। লশকর।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

যুবকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত মঙ্গলবার সকালে এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের কাঁঠালবেড়িয়া পঞ্চায়েতের উত্তর ভাঙনখালি গ্রামের খেড়িয়া এলাকায়। নিহত ওই যুবকের নাম সিরাজুল শেখ (২৮)। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, সিরাজুলের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার টিটাগড় এলাকায়। বাসন্তীতে তার শ্বশুরবাড়ি। দিন কয়েক আগে টিটাগড় থেকে শ্বশুরবাড়িতে আসবে বলে বেরিয়ে ক্যানিং স্টেশনে আসার পর থেকে তাকে আর ফোনে পাওয়া যায়নি। পরিবারের অভিযোগ যখনই তাকে ফোন করা হয়েছে অন্য এক ব্যক্তি তাকে ফোন ধরে কথা বলে। এরপর গত মঙ্গলবার সকালে বাসন্তীর কাঁঠাল বেড়িয়া এলাকার একটি পুকুরে ওই যুবকের দেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। বাসন্তী থানার পুলিশ খবর পেয়ে দেহটি উদ্ধার করে। নিহত যুবকের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পরিবারের লোকজন মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ দেহটি সনাক্ত করে। তবে এতদিন নিখোঁজ থাকার পরও কেন পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ জানায়নি পরিবার পুলিশের তরফে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে পরিবারের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

একাধিক কুকুরের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : একটি কিংবা দুটি নয়, চার চারটি কুকুরের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার অন্তর্গত ২ নম্বর জালাবেড়িয়া পঞ্চায়েতের সিকিরহাট পশ্চিম গাবতলা গ্রামে।অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবী তুলেছেন গ্রামবাসীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে পশ্চিম গাবতলা গ্রামের বাসিন্দা ভবসিন্ধু মন্ডল চাষের জন্য বসতবাড়ি সংলগ্ন ক্ষেতে ধানের বীজতলা ফেলেছেন। বীজতলা যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য বীজতলার চার পাশে তারের বেড়া দিয়ে বিদ্যুতের সংযোগ দিয়ে রেখেছিলেন। সেই বিদ্যুতের সংযোগে সংযুক্ত হয়ে এলাকার চার চারটি কুকুরের মৃত্যু হয়। এদের মধ্যে কয়েকটি মা কুকুর রয়েছে। বর্তমানে তাদের সেই ছানা গুলোকে গ্রামবাসীরা বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ নিয়েছেন। বিষয়টি কুলতলি থানার পুলিশের নজরে এলে অভিযুক্ত ভবসিন্ধু মন্ডলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

পথ দুর্ঘটনায় জখম চার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পৃথক দুটি পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হল এক বৃদ্ধা ও তিন স্কুল পড়ুয়া। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। ক্যানিংয়ের রায়বাঘিনী উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণীর তিন ছাত্র বিপ্লব হালদার, আলতাব মন্ডল, চাঁদবাবু সেখ একটি বাইক এ চেপে স্কুলে যাচ্ছিল। সেই সময় এক মহিলা সাইকেল নিয়ে রাস্তার মাঝে চলে আসে। মহিলাকে বাঁচাতে গিয়ে সজোরে বাইক এর ব্রেক কষে। মহিলা অক্ষত থাকলেও মুহূর্তে তিন ছাত্র বাইক থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে। গুরুতর জখম হয়। স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় তিন ছাত্রকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে তিনজনেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। অন্যদিকে বাসন্তী থানার অন্তর্গত কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কলতলার বাসিন্দা বৃদ্ধা কদমতলা পাত্র। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রোদ পোহাচ্ছিলেন। সেই সময় একটি বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে ধাক্কা মারলে গুরুতর জখম হন তিনি। বর্তমানে ওই বৃদ্ধা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

দুবরাজপুর আদালতে কেষ্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিল্লি যাত্রা আটকাতে ২০ ডিসেমবর দুবরাজপুর আদালতে তোলা হয় বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে। বালিজুড়ী গ্রামপঞ্চায়েত প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান শিবঠাকুর মন্ডল অভিযোগ দায়ের করে ১৯ ডিসেম্বর। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে দুবরাজপুর তৃণমূল কার্যালয়ে শিবঠাকুর মণ্ডলকে গলা টিপে ধরে প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল অনুব্রত। এই খুনের চেষ্টার মামলায় অনুব্রতকে গ্রেপ্তার করে রাজ্য পুলিশ। গাড়ীতে বসা অনুব্রত মণ্ডলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিতর্কে দুবরাজপুর গ্রামীণ হাসপাতাল। ২০ ডিসেম্বর দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে অনুব্রতকে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে বালিজুড়ী গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান ছিল শিবঠাকুর। একদা পালাগান করা শিবঠাকুর বর্তমানে চার চাকা গাড়ী,বাড়ী সিসিটিভি ক্যামেরায় মোড়া,প্রচুর সম্পত্তির মালিক। চাকরি দেওয়ার নামে টাকা তুলেছে শিবঠাকুর বলে বিস্ফোরক দাবি কাকা দীপক মন্ডলের।

মল্লিকপুরে অস্ত্র উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে তিন কামরা জান মসজিদ এলাকা থেকে অস্ত্র সহ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল বারুইপুরের মল্লিকপুর ক্যাম্পের পুলিস। বারুইপুরের এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস জানান, ধৃতদের নাম শেখ দানিশ ও মহম্মদ দিলদার। এদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে তিনটি ওয়ান শটার বন্দুক ও চার রাউন্ড কার্তুজ। আগেও এদের নামে বিভিন্ন থানায় অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ রয়েছে। কী উদ্দেশ্যে এরা অস্ত্র মজুত রেখেছিল ও কোথা থেকে এই অস্ত্র পেল, তা পুলিস তদন্ত করে দেখছে।

মণিপুরী যুবককে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক মণিপুরী যুবককে উদ্ধার করে হ্যাম রেডিওর সাহায্যে তার পরিবারের হাতে তুলে আরপিএফ। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকালে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং ষ্টেশনে।

জানা গিয়েছে মণিপুরের পশ্চিম ইম্ফল জেলার লাম্ফেল থানার বাসিন্দা স্বপম দিলীপকুমার সিং উদ্ভিদ বিজ্ঞানে স্নাকোত্তর। চাকরির জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করে এক সময় চাকরি না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। পরবর্তী সময়ে মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ওই যুবক। এরপর আবারও চাকরির খোঁজে ২০২১ এর ১২ ডিসেম্বর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে সে। পরিবারের লোকজন বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ে। লাম্ফেল থানায় নিখোঁজ ডাইরি করে পরিবারের লোকজন। অন্যদিকে দিলীপকুমার ঘুরতে ঘুরতে সোমবার রাতে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার শেষ ষ্টেশন ক্যানিংয়ে চলে আসে। গভীর রাতে ওই যুবককে ক্যানিং ষ্টেশনে ইতস্তত ভাবে ঘুরতে দেখে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে আরপিএফ। বুঝতে পারে মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলেটা কোনভাবে চলে এসেছে ক্যানিং ষ্টেশনে। আরপিএফ এর তরফে যোগাযোগ করা হয় হ্যাম রেডিও সঙ্গে হ্যাম রেডিও মণিপুর পশ্চিম ইম্ফল জেলায় ওই যুবকের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে। পরিবারের লোকজন খবর পেয়েই মঙ্গলবার সকালেই বিমান যোগে কলকাতায় এসে সেখান থেকে ক্যানিং ষ্টেশনে পৌঁছে যান। সেখানে ক্যানিং ষ্টেশনের আরপিএফ আধিকারিক পঙ্কজ কুমারের তরফে মণিপুরী যুবককে তার পরিবারের নিকট আত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে কাছে পেয়ে ক্যানিং আরপিএফ ও হ্যাম রেডিওকে ধন্যবাদ জানান দিলীপকুমার সিং এর আত্মীয়রা।

মাটির রাস্তা পাকা করার দাবি

আমান মোল্লা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলতলী থানা মেরিগঞ্জ এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে হড়খালি গ্রামে বলরাম সরদারের মোড় থেকে বেলেডোনা নতুন বাঁধের মুখ পর্যন্ত রাস্তাটি ৫০ বছর ধরে পড়ে আছে এই মাটির রাস্তা হয়ে। হড় খালি গ্রামের বাসিন্দা শাহাবুদ্দিন সরদার বলেন আর কতদিন আমরা মাটির রাস্তায় হাঁটবো। যখন পাঁচ বছর অন্তরে ভোট আসে নেতারা প্রতিশ্রুতি দেয়– এইবার রাস্তাটায় নতুন করে ইট পেতে ঢালাই করে দেব। তারপর যখন ভোট হয়ে যায় কোন নেতার আর দেখা মেলে না। হড়খালি গ্রামের বাসিন্দা রফিকুল সরদার বলেন এটাতো ব্যক্তিগত কোন রাস্তা নয় সকাল হলে হাজার হাজার মানুষ আসা–যাওয়া করে। যদি এক পশলা বৃষ্টি নামে ছোট বাচ্চা থেকে

বুড়ো হড়কে দুই ধারে গড়িয়ে পড়ে, হাঁটার মতো কোনো পরিস্থিতি থাকে না। আমরা নেতাদের কাছে বারবার বলেছি কোন কাজ হয়নি। এইভাবে কেটে গেছে ৫০ বছর। আমরা গ্রামের মানুষ সিদ্ধান্ত করেছি সামনে ভোট, এইবার যদি রাস্তা না হয় ভোট বয়কটের ডাক দেব। তাতে যদি না হয় গণ আন্দোলন করবো। মেরিগঞ্জে এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শেখ শাহজাহান বলেন এই মুহূর্তে পঞ্চায়েতে কোন টাকা নেই, সামনে ভোট আছে, যদি সরকার একাউন্টে টাকা দেয় ওই রাস্তাটি আমরা ঢালাই করে দেব।

একইভাবে, বারুইপুর মহকুমার বেগম পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তরভাগ স্লুইসগেট থেকে রেদামারি পর্যন্ত তিন কিলোমিটার রাস্তা ৩০ বছর ধরে মাটির রয়ে গেছে। রেদামারির বাসিন্দার তপন মন্ডল বলেন যাতায়াতের অভাবে অসুস্থ ও গর্ভবতীরা বাড়িতেই মারা যাবে। আমরা পঞ্চায়েতে দরবার করেছিলাম অন্তত কিছু ইট ফেলে দাও। তাও হলো না, উত্তর ভাগের বাসিন্দা অনুপ মন্ডলও জানান অ্যাম্বুলেন্স তো দূরের কথা পায়ে হেঁটে রোগী নিয়ে আসা যাবেনা। বর্ষাকালে ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে আসা–যাওয়া করতে খুব অসুবিধায় পড়ে। বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রেখা দেবী বলেন সবেমাত্র মাটির কাজ করে দিয়েছি। এইবার পঞ্চায়েতে টাকা আসলে আমরা ইটের রাস্তা বানিয়ে দেব। তারপরে পরে ঢালাই এর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি জানি ওখানে আদিবাসী বাচ্চা–কাচ্চারা খুবই কষ্টে আসা–যাওয়া করে।

নিরাপত্তা চেয়ে স্মারকলিপি আশাকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরকারী ভাবে আবাস যোজনার ঘর পেতে উপভোক্তাদের বাড়িতে বাড়িতে সার্ভে করার কাজ শুরু হয়েছে।তিন দফায় সার্ভের কাজ সম্পন্ন হবে। তবেই প্রকৃত উপভোক্তা আবাস যোজনায় ঘর পাবে। প্রাথমিক ভাবে উপভোক্তাদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সার্ভে করার দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আশা ও আইসিডিএস কর্মীদের। তবে সার্ভের কাজে বেরিয়ে নানান ভাবে হুমকী ও হেনস্থার মুখোমুখি হতে হবে এমন ধারণা আগেই করছিলেন সার্ভের কাজে নিযুক্ত কর্মীরা। প্রথম দিকে এমন কথা হাস্যকর মনে হলেও পরবর্তী সময়ে সেটাই চরম আকার ধারণ করেছে। হেনস্থার মুখোমুখি হতে হচ্ছে কর্মীদের। বর্তমানে এই সমস্ত আশাকর্মী ও আইসিডিএস কর্মীরা নিরাপত্তার আতঙ্কে ভুগছেন। নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে সরকারী ভাবে যদি কোন নির্দেশ না আসে,তাহলে আগামী দিনে সার্ভে করতে গিয়ে চরম বিপর্যের সম্মুখীন হতে হবে বলে আশঙ্কা আশা কর্মীদের।

এই আশঙ্কা থেকে গত সোমবার বাসন্তী ব্লকের শতাধিক আশাকর্মীরা নিজেদের নিরাপত্তা চেয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারীকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন। পাশাপাশি সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারীকের দপ্তরেও স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন তারা।

আশাকর্মী রহিমা সরদার, মিঠু রাণী দাস, অসিমা মন্ডল, প্রতিমা গায়েন, আসমা লস্করদের দাবী, 'গ্রামে সার্ভের কাজ করতে গিয়ে আমরা হুমকীর মুখে পড়ছি।এমনকি সার্ভের পরও আমাদের দেখে নেওয়ার হুমকী দিচ্ছে অনেকে। আমরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। এই পরিস্থিতিতে আমরা নিরাপত্তার অভাববোধ করছি। তাই সার্ভে করার সময় আমাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হোক।'

পানীয় জল সরবরাহের উদ্বোধন

শ্যামল মন্ডল : গত মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং–১ ব্লকের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ৩১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা ব্যয়ে ভূ গর্ভস্থ জল ভিত্তিক পরিশ্রুত নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প জল স্বপ্নের উদ্বোধন করেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক পরেশরাম দাস। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রতীক সিং,ক্যানিং এসডিপিও দিবাকর দাস, ক্যানিং–১ বিডিও শুভঙ্কর দাস, জেলা পরিষদের সদস্য সুশীল সরদার,তপন সাহা, প্রধান উত্তম দাস,হরেন ঘোড়ুই, অন্নপূর্ণা কুন্ডু, বিশিষ্ট সমাজসেবক তন্ময় দেবনাথ, অজয় কয়াল প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের সদস্য সুশীল সরদার বলেন দিঘীরপাড়, কুমারসাচক, খাস কুমড়োখালি, মাতলা মৌজার প্রায় ১ লক্ষ মানুষজন উপকৃত হবে। আগামী দিনে ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে পানীয় জল পাইপ লাইনের মাধ্যমে। এদিন সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত।

উত্তর সোনাপুর নয়াবাদ বইমেলা

সুব্রত মন্ডল : ১৯ ডিসেম্বর অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও শুরু হল সপ্তম তম বইমেলা। উত্তর সোনারপুর নয়াবাদ উচ্চ মাধ্যমিক হাই স্কুল প্রাঙ্গণ। উদ্বোধন করেন উত্তর সোনারপুর নয়াবাদ বইমেলা কমিটির সভাপতি বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম মহাশয়া, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক বাণীব্রত মহাশয়, বিডিও সৌরভ দন্ড মহাশয়, নরেন্দ্রপুর থানার আইসি অনির্বাণ বিশ্বাস মহাশয়, খেয়াদহ একের অঞ্চল প্রধান শ্রী গোরাচাঁদ নস্কর মহাশয়। কামরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত

প্রধান শ্রীমতি বিনা মন্ডল মহাশয়া, এবারের ভাবনা মহামারী ও জীবন প্রবাহ। পরিচালনায় ছিলেন খেয়াদহ এক নম্বর ও দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত। কামরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সোনারপুর বঙ্গ শিশু সাহিত্য অঙ্গন। মেলাটি চলবে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মেলাতে দেখা গেল নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার, কবিতা পাঠ, নয়াবাদ উচ্চ মাধ্যমিক হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা সংগীত পরিবেশন করলেন। ত্রিশটিরও বেশি প্রকাশন সংস্থা অংশ নিয়েছে এই বই মেলাতে। এছাড়াও আছে লিটল ম্যাগাজিন এর ছোট ছোট স্টল। এবারের এই মেলা আক্ষরিক অর্থে সাফল্য পেয়েছে বলে মনে করছেন বইপ্রেমীরা।

হুজুগে মেতে গ্রামেও পিঠে কেনার চল বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শীতকাল মানেই মনমাতানো সুস্বাদু নলেন গুড় আর পিঠেপুলির সমারোহ। যা এই গ্রামবাংলারই একান্ত আপন ঐতিহ্য বলে সর্বজনবিদিত।মানুষ ঘোরতর আধুনিকতার বশ্যতা সর্বক্ষণ স্বীকার করে বিরিয়ানী, চিকেন চাপ, চাউমিন, এগরোল, মোমোর স্বাদে ডুবে থাকলেও সুযোগ পেলেই গ্রামবাংলার নিজস্ব ঐতিহ্যকেও আপন করে নিতে চায়। নলেনগুড়ের সন্দেশ, পায়েস, পিঠেপুলি আরও কত কী! হুজুগের ছোঁয়ায় সমাজজীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বদলে গেলেও এখনও বেশিরভাগ মানুষ চিরাচরিত ঐতিহ্যের পরশটুকু নিয়ে সুখের আবেগে ভাসতে চায়।তাইতো শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র হুজুগে আড়ম্বরের মধ্যেও কদর কমেনি, পাটিসাপটা, দুধপুলি, ভাজাপুলি, সরুচিকুলী, আঁসকে, চন্দ্রপুলি, মালপোয়া, তেলপিঠে, ভাপাপিঠে, ধুকিপিঠের। আর নলেনগুড়ের পায়েস পাতে পড়লে কথাই নেই, আজও খাদ্যরসিক বাঙালি সুযাগ বুঝে সবটুকু চেটেপুটে সাবার করে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না। এখন 'ইঁদুর দৌড়' ব্যস্ততার যুগে ঘরে ঘরে এই পিঠেপুলি তৈরির রেওয়াজ নেই বললেই চলে। শহরের ঝাঁ চকচকে পরিবেশ থেকে এই রেওয়াজ কার্যত বিদায় নিয়েছে। বিস্ময়ের বিষয় হল, ইদানীংকালের গ্রামবাংলাও এই শহুরে ভাবকায়দায় কিছুটা হলেও গা ভাসিয়ে দিয়েছে। এখন মফস্বলের পাশাপাশি গ্রামবাংলার অসংখ্য জায়গায় পিঠে কিনে খাওয়ার চল শুরু হয়েছে এবং তা ক্রমবর্ধমান। অথচ খুব বেশিদিন আগেও এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখা যেত না। এখন গ্রামবাংলার ইতিউতি হাটে–বাজারে, ফুটপাথে, মেলা–খেলা কিংবা সভা–সমাবেশের এককোণে পিঠেপুলির ছোটোখাটো একাধিক স্টল কিংবা ঠেলা চোখে পড়ে। সেখানে থরে থরে সাজানো থাকে সুস্বাদু হরেক রকমের পিঠে। যা দেখে ভোজনরসিকদের জিভের জল সামলানো সত্যিই দুঃসাধ্য। অসংখ্য মানুষ দশ–বিশ টাকার বিনিময়ে এইসব পিঠে কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরে মহানন্দে স্বাদসমুদ্রে ডুব দিচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন পৌষমাস পড়লেই গ্রামবাংলার প্রায় প্রতিটি বাড়িতে মহিলা মহলে পিঠেপুলি তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়ে যেত। বিকেল হতে না হতেই এবাড়ি সেবাড়ির মেয়ে–বউ–ঝিয়েরা মিলে খোশগল্পে মেতে উঠে ঢেঁকিতে চাল কুটতে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। ঢেঁকির ঢ্যাঁ–কুচ–কুচ আওয়াজে মুখরিত হত গোটা মহল্লা। এরই পাশাপাশি নাড়কেল কুড়োনো, নলেনগুড় ও দুধ সংগ্রহের পাশাপাশি পিঠেপুলি তৈরির নানাবিধ সরঞ্জাম কেনার ব্যস্ততাও থাকত। গ্রামবাংলায় সারাটা পৌষমাস ভর বাঙালির ঘরে ঘরে নানান স্বাদের পিঠেপুলি তৈরির রীতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে।

তবে, যুগের হাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে এই রীতিতেও বিস্তর বদল এসেছে। গ্রামবাংলায় এখন ঢেঁকি খুঁজে পাওয়াটা লটারিটা জেতার মতো ব্যাপারস্যাপার। আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে কর্মব্যস্ত মানুষজন ঢেঁকি, শিলনোড়াকে বিদায় জানিয়েছে। সেখানে সেখানে ঘরে ঘরে কিচেনরুমের শোভা বাড়িয়ে তুলছে অত্যাধুনিক বাহারি ডিজাইনের মিক্সার–গ্রাইন্ডার। সময়াভাবে বহু মানুষ এখন দিন–রাত অনলাইন সিস্টেমে একাধিক বহুজাতিক সংস্থায় খাবারদাবার অর্ডার দিয়ে বাড়িতে বসেই সময়মতো পেয়ে অনায়াসেই পেয়ে যাচ্ছেন। চাহিদামতো হাতেগরম খাবারের জন্য এসব কর্মব্যস্ত মানুষকে কোনওরকম কায়িক পরিশ্রম করতে হচ্ছে না। এমনকি, কোনরকম ঝক্কিঝামেলা ছাড়া এভাবেই অনলাইন অর্ডারে চাহিদামতো পিঠেপুলিও মিলে যাচ্ছে। কিন্তু, গ্রামবাংলার মানুষ যেখানে ঘরে ঘরে হাতে হাতে পিঠেপুলি বানিয়ে খাওয়াটাকে একটা চিরাচরিত ঐতিহ্য তথা প্রথা রূপে এযাবৎকাল মেনে এসেছেন সেখানে এই হুজুগের বাড়বাড়ন্তে তাঁরা কার্যত হতাশ। তবে, এই সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের কবল থেকে গ্রামবাংলার কৃষ্টি–ঐতিহ্য রক্ষায় অনেকেই শামিল হওয়ায় এখনও ঘরে ঘরে পিঠেপুলি তৈরি হচ্ছে। এলপিজির বাহারি ওভেনে আধুনিক–ননস্টিক কুকওয়্যারে মিক্সার–গ্রাইন্ডারে পেষাই চালগুঁড়ো, রেডিমেড নারকেল কোড়া, প্যাকেটের দুধ আর নলেনগুড় দিয়ে কাঁচা হাতেই তৈরি পিঠেপুলি হোক না; তবুও সেটাতো আপন ঐতিহ্যকেই রক্ষা করার অদম্য লড়াই। এই লড়াইকে কুর্নিশ জানাতেই হবে। তবে, বিশ্বজুড়ে আধুনিকতা যেভাবে প্রতিমুহূর্তে সমাজব্যবস্থাকে গ্রাস করছে তাতে মানুষের আপন আপন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি প্রভৃতি একটু একটু করে বিলীন হয়ে যাওয়াটা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। এই যেভাবে গ্রামবাংলার গোল্লাছুট, সীতা উদ্ধার, ডাংগুলি খেলা বিদায় নিয়েছে, যেভাবে শাড়ি–ধুতি–পাঞ্জাবীর জায়গা দখল করে নিচ্ছে হালফ্যাশানের পোশাকপরিচ্ছদ; হয়তো এভাবেই একসময় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম চুনোমাছ আর সুস্বাদু পিঠেপুলির কথা ইতিহাসের পাতায় পড়বে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

অবৈধভাবে ইটের ফলাও কারবার

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

মহেশতলা থানার অন্তর্গত আকড়া এবং গার্ডেনরীচ অঞ্চলে দীর্ঘ বিশ বছর ধরে ইটের অবৈধ ফলাও করবার চলছে।

সংবাদে প্রকাশ, আকড়া অঞ্চলে অবৈধভাবে জমি দখল করে ৪৪টি পকমিল গড়ে উঠেছে। এই ইঁটের মিলগুলিতে বছরে প্রায় ৮ কোটি ইঁট উৎপাদন হচ্ছে। মিলের মালিকেরা একচেটিয়া কারবার চালাচ্ছে এবং নিম্নমানের ইঁট উচ্চমূল্যে বিক্রয় করে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা লুটছে। খবর নিয়ে জানা গেল যে, সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্ট এই সকল অবৈধ ইঁটের কারখানা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় পুলিশ মোতায়েন রাখা সত্ত্বেও উৎপাদন বন্ধ হয় নি।

এ সম্পর্কে আমরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং জনগণের দাবী অবিলম্বে সরকার এই মিলগুলি ক্ষতিপূরণে রাষ্ট্রায়ত্ত করুক এবং পলতার মতো রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় পক্মিল গড়ে উঠুক। এতে বহু বেকার বাঙ্গালী যুবকের কর্ম্ম সংস্থান ও ন্যায্য মূল্যে উৎকৃষ্ট মানের ইঁট সরবরাহ সম্ভব হবে।

৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭২, শনিবার ১লা পৌষ, ১৩৭৯

সদ্যোজাত শিশু চুরি

অভীক মিত্র : রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সদ্যোজাত শিশু চুরি ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় একুশে ডিসেম্বর। মুরারই ১ নং ব্লকের বাহাদুরপুর গ্রামের লক্ষী খাতুনকে ১০ ডিসেম্বর রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৯ ডিসেম্বর সদ্যোজাত পুত্রসন্তান প্রসব করে। ২১ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ প্রসূতি বিভাগ থেকে চুরি যায় সদ্যোজাত শিশু। ঘটনার খবর পেয়ে বাড়ির লোকজন ছুটে আসে। ৬০নং নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় তারা। পুলিশের আশ্বাসে পথ অবরোধওঠে। সাতজনের মেডিক্যাল টিম গঠন করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ডেপুটেশন সিপিএম বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রধানমন্ত্রী আবাস প্লাস যোজনার তালিকায় স্বচ্ছতা এবং আগামী ৭ জানুয়ারির মধ্যে অবৈধ টোল বন্ধ করার দাবিতে খটঙ্গা গ্রামপঞ্চায়েত প্রধানকে ২১ ডিসেম্বর স্মারকলিপি দিল বিজেপি। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা,সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর গড়াই সহ বিজেপি কর্মীসমর্থকেরা। প্রধানমন্ত্রী আবাস প্লাস যোজনা তালিকায় দুর্নীতির প্রতিবাদে ১৯ ডিসেম্বর ময়ূরেশ্বর ১ নং ব্লকের বিডিওকে স্মারকলিপি দিলো সিপিএম।

সিপিএম নেতা সঞ্জীব বর্মন এবং জেলার একমাত্র সিপিএম কাউন্সিলর সঞ্জীব মল্লিকের নেতৃত্বে মিছিলে দাবী তোলা হয়। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকায় দুর্নীতির প্রতিবাদে এবং দ্রুত একশোদিনের কাজ চালু করতে হবে – এই দাবিতে দুবরাজপুর শহরে মিছিল করে সিপিএম। তারপর বিডিওকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সচেতনতা পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ী শহরের নাগরিক বৃন্দের উদ্যোগে সিউড়ি বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের সামনে থেকে ১৮ ডিসেম্বর বিকালে শব্দদূষণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি 'নীরব পদযাত্রা' বের হয়ে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত।

শব্দদূষণ কমানোর লক্ষ্য নিয়ে চিকিৎসক,শিক্ষক সহ সমস্তস্তরের মানুষ এই পদযাত্রায় সামিল হয়।

এনসিসির বিজয় দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৭১ সালের ষোলো ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। প্রতিবছর ষোলো ডিসেম্বর দিনটিকে দেশজুড়ে বিজয় দিবস হিসাবে পালন করা হয়। সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ এবং ১৫ ব্যাটেলিয়ন এনসিসির যৌথ উদ্যোগে শোভাযাত্রা মধ্য দিয়ে এই বিজয় দিবস পালন করা হয় ১৬ ডিসেম্বর।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ২৪ ডিসেম্বর – ৩০ ডিসেম্বর, ২০২২

প্রশ্নের মুখে রাজ্যের 'শিক্ষা

রাজ্য রাজনীতি এই মুহূর্তে নিয়োগ দুর্নীতিতে উত্তাল। উচ্চ ন্যায়ালয়ের বদান্যতায় একের পর এক নিয়োগ দুর্নীতির পর্দা ফাঁস হচ্ছে। বাম আমলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং আরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে নানা দুর্নীতির খবর থাকলেও তা বহু ক্ষেত্রে নির্ধারিত হতো দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে। বর্তমান সময়ে যতগুলি ক্ষেত্রে নিয়োগ এবং সুপারিশের ঘটনা সামনে এসেছে সব ক্ষেত্রেই দলীয় আনুগত্য নয় আর্থিক পরিমান ও দান নির্ধারণ করেছে চাকরির পথ। হিমশৈলের চূড়ার মতো একসময় দেখা গেছে শিক্ষা জগতের দুর্নীতির চূড়া। ক্রমশ প্রকাশ্যে এসেছে প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, শিক্ষাকর্মী এবং আরও নানা ক্ষেত্রে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির খবর।

শিক্ষা দফতরের প্রাক্তণ মন্ত্রী সহ তাবড় তাবড় পদাধিকারীরা কারা অন্তরালে। আইনি লড়াই কোথায় শেষ হয় তা বঙ্গবাসীর অজানা। আদালতের নির্দেশে সম্প্রতি ৯৯২ জনের ওয়েমার সীট প্রকাশ্যে এসেছে। একে একে নকল শিক্ষকরা প্রকাশ্যে চলে এসেছেন। টাকা দিয়ে এই সব শিক্ষক শিক্ষিকারা চাকরি লুটের অংশীদার হয়ে নিশ্চয় অপরাধ করেছেন। যোগ্য শিক্ষকরা রাজপথে ধর্ণায় পড়ে আছে দিনের পর দিন। কিন্তু যে সমস্ত চাকরি বিক্রেতা নেতারা আজও অধরা তাদের বিচার কে করবেন? ৯৯২ জন, সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে, তারা সম্মিলিত ভাবে চাকরি লুঠের কারবারীদের প্রকাশ্যে আনতে পরবেন কি?এমন প্রশ্নই এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের। হাইকোর্টের বিচারকরা সাধারণ মানুষের মতোই বিস্ময় প্রকাশ করছেন আদালতে। সাদা খাতায় শুধু নাম ও রোল নম্বর লেখা, ৫৫–র মধ্যে তবু প্রাপ্তি ৫৩ আর র‍্যাঙ্ক ২৭! এমন কাণ্ড এ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। শিক্ষক সমাজের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাতে শুরু করেছে শিক্ষার্থী থেকে অভিভাবক। পরিবর্তনের সরকার শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষক নিয়োগে নানা পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিয়োগের ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেছে।

দিনের পর দিন রাজপথে পড়ে থাকা চাকুরী প্রার্থীরা প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই পাননি। সুযোগ এসেছে ৯৯২টি বরখাস্ত হওয়া শিক্ষকদের পদে সরকারের নিয়োগের সুযোগ। আইনের যাঁতাকলে দিনের পর দিন বাংলার চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে শুধুই হতাশা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। সংবাদ পাওয়া গেছে টাকা দিয়ে চাকরি কেনা শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। কল্যাণকামী রাষ্ট্রে এমন দুর্ভাগ্যের ঘটনা আর যেন না ঘটে সে ব্যাপারে সরকারকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বহু চাকরি প্রার্থীর সময়ের নিয়মেই নির্ধারিত বয়স অতিক্রম করে যাবে।

শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রেও ঘটেছে আরও এক কেলেঙ্কারী। শিক্ষাকে পঙ্গু করে দেবার জন্য এতো আয়োজন ভূভারতে কোথাও হয়েছে কিনা জানা নেই। বাংলার মান সম্মান এ ব্যাপারে ভারতের বাকি রাজ্য গুলির কাছে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সম্প্রতি জানা গেছে দমকলে চাকরির ক্ষেত্রেও এক কেলেঙ্কারীর সংবাদ। এ রাজ্যের উচ্চশিক্ষায় নিয়োগের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত কেলেঙ্কারী গুলি সামনে আসেনি। তবে অভিযোগ বিস্তর। শিক্ষক নিয়োগের সমস্যা দূর করার পরিবর্তে ক্রমশ নানা আইনি জটিলতায় একের পর এক অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে এ রাজ্যের শিক্ষিত বেকার সম্প্রদায়ের ভাগ্য। শিক্ষার্থী মহলে কান পাতলে এই হতাশার কথা শুনতে পাওয়া যায় 'লেখা পড়া শিখে কী হবে'। শিক্ষা পরিমণ্ডল এইভাবে কলঙ্কিত হওয়ার নেপথ্যে যারা আছেন তাদের মুখ ও মুখোশ প্রকাশ্যে দ্রুত আসুক এটাই কাম্য।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'বৈরাগ্য প্রকরণ'

জীবনের এই ক্ষণিকতা সত্ত্বেও মূঢ় ব্যক্তিগণ দীর্ঘ আয়ুলাভ কামনা করে। কিন্তু দীর্ঘ আয়ু শেষ পর্যন্ত অশেষ দুঃখদায়ী হয়। এই সংসারে পুনর্জন্ম যাঁর নিবারিত হয়, তিনিই প্রকৃত সুখী। সেই বিবেকী পুরুষ ছাড়া অন্য ব্যক্তিগণ বৃদ্ধগর্দভের মত অসহ্য বিপদ, পরিশ্রম ও ব্যাধির ভারে জর্জরিত হয়ে জীবন ধারণ করে। রূপ, আয়ু, মন, বুদ্ধি, অহমিকা, চেষ্টা প্রভৃতি আসলে দুর্বুদ্ধি। ইঁদুর যেমন একটু একটু করে গর্ত কাটে, কালও তেমন ধীরে ধীরে জীবের আয়ু ভক্ষণ করে, প্রাণীমাত্রই প্রতি নিয়ত আয়ু জীর্ণ করে চলেছে। যমরাজ লোভাতুর দৃষ্টিতে সমস্ত প্রাণীর আয়ুর প্রতি তাকিয়ে থাকে।

রাম বললেন– অজ্ঞান হল অহঙ্কারের শিকড়। অহঙ্কারই এই বিচিত্র ও যন্ত্রণাময় সংসারের মূল। নানান কর্ম, বহু কামনা, ভীষণ বিপদ, দারুণ মনোকষ্ট হল অহঙ্কারের অবদান। আমার প্রকৃত ব্যাধি হল অহঙ্কার। অহঙ্কার অসীমপ্রায় মোহ–মায়ায় জীবকে বদ্ধ করে। রাহু যেমন চন্দ্রকে অবগুণ্ঠিত করে, তেমনই অহঙ্কার শান্তিকে উদরস্থ করে জীবের অকল্যাণে নিত্য নিয়োজিত হয়। এমন যে অহঙ্কার, আমি তা পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক। কোন বিষয়বাসনায় আমার স্পৃহা হয় না। আমি শান্তভাব অবলম্বন করে সর্বভূতে আত্মবৎ ব্যবহার পরায়ণ হতে চাই। অহঙ্কারে বশে যত কর্ম করেছি, সকলই ভস্মে ঘি দেওয়ার মতই নিস্ফলা তো বটেই বরং সেই কর্ম সমূহ নিদারুণ দুঃখ সৃষ্টি করেছে। দুঃখ না থাকাস মহাসুখ। কোন মন্ত্র–তন্ত্র দ্বারা দুঃখের জননী অহঙ্কারকে নির্মূল করা যায় না।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

ভারতীয় রেলে প্রথম মহিলা মেকানিক কলকাতার প্রীতিলতা মণ্ডল।

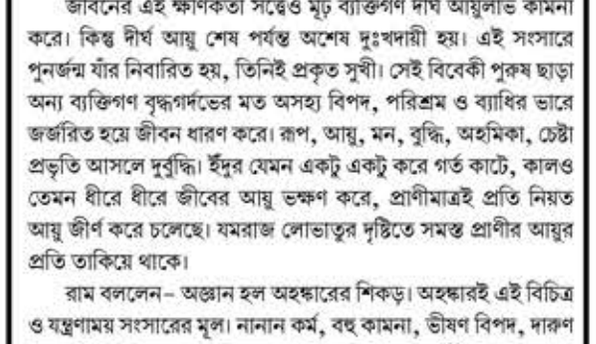

২০০৫ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর সাঁতরাগাছি স্টেশনের পুরুষশাসিত মেকানিক বিভাগে যোগ দেন তিনি।

যশবন্তপুর, করমণ্ডল এক্সপ্রেসের মত ট্রেনের আন্ডার গিয়ার, ব্রেক, ব্লক সারাই করে চলেছেন দক্ষ হাতে। এই বাঙালি রমণীর রক্ষণাবেক্ষণেই নিশ্চিন্তে ছুঁটে চলেছে দূরপাল্লার ট্রেন। কুর্নিশ ম্যাডাম।

শীত পড়লে কম্বল দেবো আয় ভোট দিয়ে যা

নির্মল গোস্বামী

দাদা ঠাকুর (শরৎ পণ্ডিত) জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার পদের জন্য নিরক্ষর কার্তিক সাহাকে ভোটে দাঁড় করিয়ে প্রচারের জন্য ছড়া গান লিখে দিয়েছিলেন। আয় ভোটার আয়– ভোট দিয়ে যায়/ ধান ভানলে কুঁড়া দেবো/মাছ কাটলে মুড়ো দেবো/কালো

গরুর দুধ দেবো/দুধ খাবার বাটি দেবো...ইত্যাদি। সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি নিয়ে রঙ্গ ব্যঙ্গ করা ছিল তাঁর স্বভাব। তিনি রসিকতা করে বলতে চেয়েছিলেন যে পূর্বের জয়ী প্রার্থী শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আসলে কিছুই দেয়নি। কার্ত্তিকের দলবল আসলে দাদাঠাকুরের লোকেরা ছড়াগান গেয়ে ভোট প্রচারে বাজিমাত করেছিল। দাদা ঠাকুর ছিলেন সত্যবাদী ন্যায় পরায়ণ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। ফলে শতাধিক বৎসর পরে তাঁর রঙ্গ ব্যাঙ্গ ছড়া বাঙালী জীবনে যে সত্য হয়ে প্রতিভাত হবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

এখানকার ভোটে কিন্তু দেয়। দেবার দেদার ছড়াছড়ি। তাই এখনকার ভোটের জন্য দাদা ঠাকুরের মতো করে ছড়া গান লেখা হতে পারে– আয় ভোটার আয় ভোট দিয়ে যা...। যত সব তোদের দাবি/যা চাইবি তাই পাবি/ খেটে খাবার নেই দরকার/দোরে দোরে ঘোরে সরকার/হাতে হাতে মোবিল ফোন/ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর ধন/বিনি পয়সায় চাল দেবো/ভাত রাধার চুলা দেবো/ভিখ মাগার ঝুলা দেবো/অশন–বসন আর ভাতা। শীতের সময় গায়ের কাঁথা (কম্বল)/আমি যে ধ্বজাধারী জাত ভিখিরি/ভোটের লাগি করি ফিকিরি/সেজে দেশের ত্রাতার ত্রাতা/ওরে... আমার ভোটদাতা।

কবিরা বলে গেছেন 'এ বঙ্গ বহু রঙ্গে ভরা'। বর্তমানে বঙ্গ বহু রঙ্গে নয়, শুধু এক রঙ্গে ভরা। তা হল রাজনীতি। রাজনীতি এখানে প্রতিদিন নানান রূপে রসে বর্ণে গন্ধে ছন্দে প্রতিভাত হয়। অনেকেই হয় তো বুঝতে পারছেন না। একটু খোলসা করেই বলি। এখানে ইডি, সিবিআই বনাম সিআইডি রাজ্য পুলিশের রাজনীতি হয়। কোর্ট বনাম সরকার রাজনীতির বিষয় হয়। গ্রামে গঞ্জে কাটমানি ঘুষের রাজনীতি হয়। চাকরি বিক্রির দায়ে ধরা পড়ে জেল খাটছে শিক্ষামন্ত্রী থেকে আধিকারিকরা। প্রকৃত যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা রাস্তায় বসে আছে তাই নিয়ে রাজনীতি। আদালত দুর্নীতির শিকড়ের খোঁজে তৎপর হলে তাই নিয়ে রাজনীতি। গরু পাচার, কয়লা পাচারের রাজনীতির গুরুত্ব বেশি। এখানে মাখো মাখো প্রেমের রাজনীতি হয়। বৈশাখী–শোভন তার মুখ্য ভূমিকায়। আবার বুড়ো বয়সে অবৈধ প্রেমের চিত্রনাট্য ও রাজনীতির উপজীব্য বিষয় হয় পার্থ অর্পিতার বদান্যতায়। কেন্দ্র বনাম রাজ্যের দ্বন্দ্ব অনেক পুরানো চিত্র। মুখ্যমন্ত্রীর ছবি কোটি কোটি টাকায় বিক্রি নিয়ে রাজনীতি সরগরম হতে দেখা গেছে অতীতে। আমাদের কবি মুখ্যমন্ত্রী কবিতার বই যখন পুরস্কৃত হয় তখন তা নিয়েও রাজনীতির আঙিনায় তপ্ত বিতণ্ডা হয়েছে। এই সরকারের আগমণের পর থেকে মেলা খেলার রাজনীতিই প্রাধান্য পেয়েছে। সর্বপরি ডোল রাজনীতির রমরমা চলছে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে। এই ডোল রাজনীতি সর্বস্ব রাজনীতির লড়াই আমরা প্রতি নিয়তই দেখছি। বর্তমানে শাসক বিরোধী দলও ডোল রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরে আছে। কোন দল জনগণকে কত ডোল দিতে পারে তার প্রতিশ্রুতির প্রতিযোগিতা চলছে। আগে রাজ্যের বিরোধী দল তৃণমূলকে দূষত এই বলে যে রাজকোষের অপচয় করছে দেদার টাকা বিলিয়ে। অতি সম্প্রতি বিজেপির রাজ্য সভাপতি একটি সভায় ঘোষণ করেছেন যে তারা ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ৫০০ নয় ২০০০ করে টাকা দেবে। ফলে রাজ্যে রাজ্যে ডোল বিলানোর নামে ভোট কেনার অনৈতিক চেষ্টা বন্ধ হবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

আমাদের দেশের জনগোষ্ঠী বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরে অবস্থান করে। কোন কোন স্তরের মানুষজনকে সাময়িক অনুদান দেবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেটা স্থায়ী সমাধান নয়। সব নাগরিকের জন্য যোগ্য কর্মসংস্থানের উপায় ঠিক করাই একটা সরকারের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আমরা অনেক সময় দেখি এমন শিশু ভূমিষ্ঠ হল যার দুটো হাতই নেই। তার মা মনে করলেন এই ছেলেকে সারাজীবন কে খাইয়ে পরিয়ে দেবে? তাই সে যাতে পা দুটোকে হাতের মতো ব্যবহার করতে পারে তার জন্য ওই শিশুকে মা কঠোর অনুশীলন করালেন। এমন মানুষ আমরা সমাজে দেখি যারা পা দিয়ে লিখছে, খাচ্ছে,

গাড়ি পর্যন্ত চালাচ্ছে। ঠিক ওই মায়ের মতো সরকারকে হতে হবে। অনুদান নির্ভর জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করার কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। অনুদানে অর্থ যে অপচয় হয়, তা যে স্থায়ী সমাধান নয়, তার হাতে গরম প্রমান পাওয়া গেল আসানসোলে। বিজেপির কম্বল বিতরণের সভায় শিশু সহ তিনজনের মৃত্যুর ঘটনা।

সাধারণ মানুষের অবস্থা কতটা নিচে নামলে একটা ৯০ টাকার কম্বলের জন্য হুড়োহুড়ি করে প্রাণ দেয়। একশো দুশো নয়, পাঁচ হাজার মানুষ জমা হয়েছে ওই কম্বল নিতে এবং রাজ্যের বিরোধী দল নেতা ছাতি ফুলিয়ে কম্বল বিতরণ করলেন। তোমরা গরিব, এই কম্বল দান করে তোমাদের ধন্য করছি। তার বদলে ভোটটা আমাদের দিও। ভাবখানা এই রকম। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছিলাম যে মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক সভা করতে গিয়ে মনে করলেন গরীব মানুষদের শীতবস্ত্র তিনি নিজ হাতে বিলি করবেন। কিন্তু পূর্বে অন্যরকম কর্মসূচি ছিল। তাই মঞ্চে কম্বল মজুত ছিল না। বিডিও থেকে অন্য আধিকারিকদের ধমক ধামক দিয়ে কুড়ি মিনিট মঞ্চে বসে রইলেন। কম্বল এলো তিনি তা গরিবদের হাতে দিয়ে তাদের ধন্য করলেন এবং ধন্য হলেন মনে করলেন।

মুখ্যমন্ত্রী এবং বিরোধী দল নেতা ১০০ টাকার কম্বল বিতরণ করছে গরীব মানুষদের। এই দাবি কি রাজ্যের উন্নয়নের উল্টো প্রতীক হয়ে রইল না! উন্নয়ন কোথায় হয়েছে? ২০১১ সালের পালা বদলের ১ বছর শেষে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে ৯০ শতাংশ কাজ করা হয়ে গেছে। এতো দিনেও বাকি ১০ শতাংশ কাজ আটকে রইল কেন? কেন রাজ্যে এত দরিদ্র মানুষ? ১০০ টাকার কম্বল কেনার সামর্থ কেন তাদের নেই? মুখ্যমন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতা বুঝিয়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গে দারিদ্রতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে?

বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি একটা সত্যি যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন এইভাবে সভা করে কম্বল বিতরণ মানবতার অপমান। দীন দরিদ্র মানুষগুলোকে কম্বল বা একটা কাপড় দেবার লোভ দেখিয়ে সভায় বসিয়ে রেখে নেতারা বক্তৃতা মারে। কেউ শুনুক না শুনুক ভিড় তো বাড়ে। বিগত মহামারীর সময় দেখা গেছে বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থা যত না ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে তার থেকে স্যোসাল মিডিয়ায় বেশি ছবি আপলোড করেছে। এই যে দেখনদারী দান তা নিম্ন রুচির পরিচয়। আমাদের ধর্মশাস্ত্র বলে যে, ডান হাতে দান করলে বাম হাত জানবে না– তবেই তা দান। আমাদের নেতামন্ত্রীরা সভা করে ঘটা করে সরকারী টাকা খরচ করে মুরগির ছানা বিতরণ করেন প্রচার যন্ত্রকে সঙ্গে নিয়ে। আসল সত্যটা হল তারা মানুষকে মানুষ ভবে না। মানুষ তাদের কাছে কেবলই দান গ্রহীতা ভোটার মাত্র।

আমনের নাড়া না পোড়ায় এবার দূষণও অনেক কম

দেবাশিস রায়

মাঠে মাঠে আমন ধানের নাড়া পোড়ানোর কারণে বিগত কয়েক বছর শীতের সময় রাজ্যজুড়ে যে বায়ু দূষণের ভয়ংকর দৌরাত্ম্য দেখা যেত এবার একধাক্কায় সেই দৃশ্যপট অনেকখানিই বদলে গেল। দিকে দিকে চাষিদের সচেতনতায় এবারে ফসল কাটার জন্য দানবীয় অত্যাধুনিক যন্ত্রগুলি আমনের জমিতে দাপিয়ে বেড়ানোর সুযোগ পায়নি। হাজার হাজার কৃষিমজুরি কাস্তে হাতেই মাঠভরতি সোনার ফসল কেটে চাষিদের গোলা ভরিয়ে তুলেছেন। ফলে বিগত দিনের মতো মাঠে মাঠে ফসল কাটার পর ধানগাছের কাণ্ডের বৃহত্তর অবশিষ্ট অংশগুলি আর চাষিদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে ওঠেনি। একইসঙ্গে চাষিরা খানিকটা আর্থিক দিক থেকে লাভবানও হয়েছেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েক বছর ধরে চাষিরা দানবীয় যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যেই ধান কেটে ফসল ঘরে তুলে নিতেন।কিন্তু, এতে মাঠভরতি ধানের খড় ব্যবহারের উপযোগী না থাকায় চাষিদের নানাদিক থেকে লোকসান হত। খড় হল গবাদিপশুর অন্যতম প্রধান খাদ্য। এছাড়া গ্রামবাংলায় ঘরের চাল ছাইতে এবং নানারকম হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরির কাজেও খড়ের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু, চাষিরা অত্যধিক যন্ত্রনির্ভর হয়ে ওঠায় বিগত বছরগুলিতে এই খড়ের স্বাভাবিক জোগানটাই মার খেয়েছিল। এরই পাশাপাশি পরবর্তী চাষের জন্য যথোপযুক্তভাবে মাটি তৈরির ক্ষেত্রে মাঠভরতি ওইসব অব্যবহৃত খড় অর্থাৎ নাড়ার কারণে চাষিকে বিস্তর সমস্যার মধ্যে পড়তে হত। ফলে, চাষিরা ফসলের জমি তৈরির জন্য নাড়া পুড়িয়ে দিতেন। এতে

মাঠময় আগুন জ্বলে ওঠার সঙ্গে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারিদিকের আকাশ বাতাস ভরে উঠে সাংঘাতিকভাবে দূষণ ছড়াত। ক্ষতিগ্রস্ত হত মাটি, জীবজগত সহ সমগ্র পরিবেশ। এই দূষণ সৃষ্টির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে জনসচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার সহ বিভিন্ন সংগঠন। দিকে দিকে চাষিদের উদ্দেশে নাড়া না পোড়ানোর আবেদন জানানো হচ্ছে।এই আবেদনে কিছু কিছু চাষি সাড়া দিলেও এতদিন তা সেভাবে নজর কাড়েনি। তবে, বিগত কয়েকবছর ধরে গবাদিপশুর প্রধান খাদ্য খড়ের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি গৃহস্থকে বিচলিত করে তোলে। তবে, দেরিতে হলেও মানুষের হুঁশ কিছুটা ফিরেছে। সন্ধ্যায় হই হই করে মাঠে মাঠে নাড়া পোড়ানোর দৃশ্য চোখে পড়েনি। চারিদিকের ধোঁয়ামুক্ত আকাশ বাতাসে পাখিরা ডানা মেলে নির্বিঘ্নে উড়ে বেড়াচ্ছে। এবারে বিশালাকার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে আমন ধান কাটার প্রবণতা না থাকায় মাঠে এখন শুধু ধানগাছের গোড়ার ছোটো ছোটো অংশই অবশিষ্ট রয়েছে। যেগুলি পরবর্তী ফসল কিংবা বোরো ধান চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করার জন্য পোড়ানোর প্রয়োজন হবে না। নাড়াগুলি মাটির সঙ্গে অনায়াসেই মিশে যাবে এবং মাটির স্বাভাবিক গুনও যথাসম্ভব বজায় থাকবে বলে চাষিরা অত্যন্ত আশাবাদী। রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলার সেচসেবিত এলাকা বাদে বিভিন্ন প্রান্তে এবারে আমনের ফলনে চাষিদের প্রত্যাশা পূরণ না হলেও অন্তত হতাশ নন। জেলার অল্পকিছু প্রান্ত ছাড়া সর্বত্রই চাষিরা এই মুহূর্তে আমন ধান মাঠ তুলে গোলাভরতি করে ফেলেছেন। একইসঙ্গে ব্যাপক পরিমাণে খড় প্রাপ্তিতেও খুশি তারা। পাড়ায় পাড়ায় খড়ের ছোটোবড়ো পালুই তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে। এভাবে কৃষিমজুরদের আয়ও কিছুটা বেড়েছে। নবান্ন উৎসবের রেশ কাটিয়ে চাষিরা এখন বোরো ও রবিশস্য চাষের দিকে ধীরে ধীরে ঝুঁকতে শুরু করেছেন। মঙ্গলকোটের আয়মা পাড়ার আমন চাষি দেবদুলাল গঙ্গোপাধ্যায়, কাটোয়ার সিঙ্গি গ্রামের সৌরভ ঘোষ, পূর্বস্থলীর জামালপুরের নির্মল দাস প্রমুখ প্রায় এক সুরেই বলেন, এবারে চাষিরা অনেক বেশি পরিবেশ সচেতন ছিল। বেশিরভাগেরই মেশিনে ধান কাটার প্রবণতা ছিল না। হাতে ফসল কাটার কারণে প্রচুর পরিমাণে খড় পাওয়া যাওয়ায় একদিকে লাভও হয়েছে। এবার মাঠ থেকে ধান তোলার পর চাষিদের আর নাড়া পোড়ানোর দরকারই নেই। ফলে পরিবেশে বায়ু দূষণের ভয় না থাকায় সকলেরই ভালো হবে।

দেশ দেশান্তরে

চিনা ড্রাগনের ছোবল

প্রণব গুহ

ইউক্রেনে ফের রাশিয়ান হামলা, ইরানে হিজাব অশান্তি, অরুণাচলে চিনের দৃষ্টি, পাকিস্তানের কুকথা। সব মিলিয়ে বিশ্বে অস্থিরতার অন্ত নেই। এর উপর চিনে কোভিডের বাড়াবাড়ি দুর্ভাবনায় ফেলেছে বিশ্ববাসীকে। একদিকে যখন একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চলছে তখন চিন অরুণাচলকে নিয়ে আর একটা যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরী করতে উঠে পড়ে লেগেছে। তাওয়াংএ দখলদারির চেষ্টা তারই জন্য। চিনের দোষর হয়েছে পাকিস্তান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কুকথা বলে ভারতে অস্থিরতার চেষ্টা করছে পাকিস্তান যাতে সুবিধা হয় চিনের। পাশাপাশি কাশ্মীরে জঙ্গি ঢুকিয়ে অশান্তির চেষ্টা শুরু হয়েছে। এ সবই

আসলে চিনের সাজানো ছক। আসলে নিজেদের আভ্যন্তরীণ গন্ডগোল সামাল দিতে ভারতের বিরুদ্ধে বিশোদগার ছাড়া কোনও উপায় নেই। পাকিস্তানের যা হাঁড়ির হাল অবস্থা তাতে তার একমাত্র বন্ধু চিনকে তৈলমর্দন ছাড়া উপায় নেই। এই তো তিন দিন আগে আফগানিস্তান লাগোয়া পাখতুন প্রদেশে পাকিস্তানী তালিবান জঙ্গিদের হিমশিম খেতে হয়েছে পাকিস্তানকে।চিনের অবস্থাও তাই। একদিকে কোভিড অন্যদিকে সাধারণ মানুষের অসন্তোষ নাজেহাল করে ছাড়ছে শি জিন পিং কে। মানুষের মন ঘোরাতে তাই চাই ভারতের জমি। চিনাদের ভারতবিদ্বেষ উস্কে দিয়ে যদি কিছুটা রক্ষা পাওয়া যায়। অরুণাচলকে তিব্বত বানানোর স্বপ্ন বহুদিন ধরে দেখছে চিন। এবার সুযোগ বুঝে সেই খেলা শুরু করেছে শি। ভারতও বসে নেই। তাওয়াংএ চীনা সেনাদের দূর দূর করে তাড়িয়েছে ভারতীয় জওয়ানরা। কিন্তু তাতে যে চিনের শিক্ষা হবে না তা নিশ্চিত। এর আগেও গায়ে পড়ে ঝগড়া করার মত নিজেদের ম্যাপে অরুণাচলকে দেখিয়ে ঝামেলা বাধিয়েছিল চিন। তাই ভারত অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করেছে অরুণাচল সীমান্তে। সীমান্ত বরাবর রাস্তা নির্মাণে বাড়িয়েছে বরাদ্দ। সবচেয়ে বড় চমক অগ্নি–৫ মিসাইলের সফল উৎক্ষেপন। এর যা রেঞ্জ তাতে সাংহাই ধ্বংস করতে লাগবে কয়েক সেকেন্ড।কিন্তু চিনের আগ্রাসী মনোভাব কোনো বাধা মানতে নারাজ। তাদের কাছে দখলদারিই হল সাম্রাজ্য বিস্তারের হাতিয়ার। তাই তাওয়াংএর ওপারে চিন ঘাঁটি বানাতে শুরু করেছে বলে জানিয়েছে স্যাটেলাইট চিত্র। ভাবটা এমন যে এবার অরুণাচলকে চাইই চাই। তাতে যুদ্ধ অশান্তি যাই হোক। আর এই জন্যেই পাকিস্তানের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে কাজে লাগাচ্ছে চিন। জিন্নার ভারত বিদ্বেষ আজও বইছে বিলাবলদের রক্তে। তাকেই কাজে লাগাচ্ছে চিন। কিন্তু কেন বিলাবলদের ভারতের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে হয় বা তাতে কি লাভ হয় পাকিস্তানের তার কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আগেও ছিল না এখনও নেই পাকিস্তানের কাছে। একমাত্র ধর্মীয় মৌলবাদ ছাড়া। এ এক অদ্ভুত লড়াই পাকিস্তানের। আফগানিস্তানে তালিবান সরকার গোঁড়া ধর্মীয় অনুশাসনে বদ্ধ করে দিয়েছে মেয়েদের শিক্ষা। বিলাবল তাতে হতাশ। অথচ নিজের দেশের কট্টর মৌলবাদ নিয়ন্ত্রণ করতে তারা ব্যর্থ। প্রতিবেশীর এই মনোভাবের জন্যেই ভারতের লড়াইটা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। তবে অতীতের পথ ধরে লুঠেরাদের ভারত হাড়ে হাড়ে চেনে। ভারতের মাটি, সম্পদ, মানুষ লুঠ হয়েছে বার বার। তবু ধৈর্য, অহিংসা, দৃঢ়তার ফলে আজও ভারত বিশ্বে মহিমান্বিত। নিশ্চিত এবারও চিনকে এই পথেই শিক্ষা দেবে ভারত। এখন দরকার ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে একজোট হওয়ার। বিরোধীরা যতই চেঁচাক এ ব্যাপারে তারা একমত।

অতীতের থেকে শিখে আজকের ভারত নিজের নিরাপত্তা রক্ষায় অনেক শিক্ষিত। চিন পাকিস্তানই বার বার হামলা করে এসব শিখিয়েছে। গজরে দামি সম্পদ থাকলে যে কড়া পাহারাদার রাখতে হয়, আজকের ভারত তা জানে। তাই সে আজকে সীমান্ত জুড়ে রাস্তা বানিয়েছে, আধুনিক অস্ত্র জোগাড় করেছে, নিজে মারোনাস্ত্র বানাতে শিখেছে। অতীতে বিদেশী আক্রমণের মুখে রাজা, নবাব, বাদশারা নিজেরাই নিজেদের শত্রুতা করেছে। সেই সুযোগ নিয়েছে লুণ্ঠণকারীরা। এটা রুখতে পারলে ভারতের জয় নিশ্চিত।

পাঠকের কলমে

দাঁইহাটের স্থাপত্যগুলিকে সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হোক

গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২২, আলিপুর বার্তার সাপ্তাহিক পত্রিকার ৪ নং পেপারে জানা অজানা সফরে, ইতিহাসের কান্নায় ব্যথিত বিপন্ন 'ইন্দ্রাণী' এই শিরোনামটি চোখে পরতেই একজন ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে কৌতুহল বেড়ে গেলো। প্রতিবেদনটি পড়ে অনেক অজানা তথ্যের সম্মুখীন হলাম। আমি কাটোয়া মহকুমা অঞ্চলের একজন স্থায়ী বাসিন্দা, ইতিহাস চর্চার কারণে বহু বার ইন্দ্রাণী নগরী (দাঁইহাটের) পথে ঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছি আর অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেছি কত পুরোনো বাড়ি, মন্দির, স্থাপত্য। কিছু প্রস্তর নির্মিত দেব–দেবীর মূর্তি গুলো পথের ধারে পরে আছে, যেগুলি আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের তথ্য বহন করে। এগুলির মধ্যে যেটি দেখে খুবই খারাপ লাগে সেটি হলো দাঁইহাট সমাজবাটী বর্ধমানরাজ কীর্তিচাঁদের অস্থি সমাধির কি দুর্দশা । দুর্দশা বলছি এই কারণে, কারণ স্থাপত্যটির দেওয়ালে অঙ্কিত হয়েছে অপ্রাসঙ্গিক চিত্র। ধুলো, বালি, আবর্জনার স্তুপে পরিনত হওয়ার পাশাপাশি তরুণ যুবকদের অসামাজিক আড্ডার কেন্দ্র হয়ে উঠছে ক্রমশ।

আর একটি বিষয় না বললেই নয়, সেটি হল, যে স্থাপত্য গুলিকে সংস্কার করা হচ্ছে তাতে স্থাপত্যের প্রকৃত কারুকার্য গুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে সঠিক পদ্ধতিতে সংস্কার না হওয়ার কারণে স্থাপত্যের গুনগতমান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবেই চলতে থাকলে আমরা আমাদের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে একদিন হারিয়ে ফেলবো।

তাই প্রশাসনের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ দাঁইহাটের এই স্থাপত্য গুলিকে সঠিক পদ্ধতিতে সংস্কার করে সংরক্ষণ করা হোক।

সুব্রত দেবনাথ
(ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

সাগর মেলায় গেলে মিলবে শংসাপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী গঙ্গাসাগর মেলার বিস্তারিত তথ্য জানাতে গত ২৩ ডিসেম্বর আলিপুরের নব প্রশাসনিক ভবনে

সাংবাদিক বৈঠক করলেন জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ, অতিরিক্ত জেলা শাসক ও মেলা অফিসার এন সৈয়দ সহ অন্যান্য অতিরিক্ত জেলা শাসকরা।

এবারের মেলার নিরাপত্তা পরিষেবা সহ বেশ কিছু নতুন উদ্যোগের কথা জানালেন জেলা শাসক। তিনি জানান, এবারে গঙ্গাসাগরের তীরে বাংলার মন্দির নামে বিখ্যাত চার মন্দিরের কাঠামো তৈরি হচ্ছে যাতে পূণ্যার্থীরা সেই সব মন্দিরের পরিচয় পান। এছাড়াও থাকছে গঙ্গাসাগর সংগ্রহশালা ও সাগর আরতির মতো আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। এবারে সাগর আরতির পরে বিভিন্ন সাধু সন্তদের প্রবচন শোনা যাবে গঙ্গাসাগরে। বাবুঘাট থেকে গঙ্গাসাগরের সঙ্গমস্থল পর্যন্ত মোড়া থাকছে নিরাপত্তার চাদরে। যে কোনও দুর্ঘটনা রোধ করতে ডুবুরি, স্পিডবোট ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে তৈরি থাকছে এনডিআরএফ, স্বেচ্ছাসেবীরা। জেলা শাসক জানান এবারে নতুন আরও একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে সাগরমেলায়। বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত পুণ্যার্থীদের ছবি সহ ধন্যবাদ জ্ঞাপক শংসাপত্র দেওয়া হবে মেলা থেকে। এর জন্য বন্ধন নামে বেশ কয়েকটি কিয়স্ক তৈরি হবে মেলার বিভিন্ন পয়েন্টে। এছাড়াও পুলিশ ফায়ার ব্রিগেড ও রাজ্য সরকারের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিও পরিষেবা নিয়ে থাকবে পুণ্যার্থীদের জন্য। প্রতিবারের মতো এবারেও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনদের তাঁবু থাকবে পুণ্যার্থীদের নানা পরিষেবা দিতে। ইতিমধ্যেই সাধুদের আগমণ ঘটেছে সাগরতটে। তবে প্রশাসনকে নতুন করে ভাবাচ্ছে কোভিডের আতঙ্ক। জেলা শাসক জানান কোভিডের সবরকম বিধি মেনেই গঙ্গাসাগর মেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের আশা গত দুবারের কোভিড আতঙ্ক কাটিয়ে এবারে পুণ্যার্থীদের সংখ্যা বাড়বে।

মৌমাছি প্রতিপালন করে কর্মসংস্থানের পথ দেখাচ্ছে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনে ব্যাপক হারে মৌমাছি প্রতিপালন করে বিকল্প কর্মসংস্থানের দিশা খুলে দিয়েছে জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রজাতির মৌমাছি আছে যারা ফুলের মকরন্দ সংগ্রহ করে তাঁর থেকে মধু তৈরী করে ও মৌচাকে জমিয়ে রাখে। তবে বিশেষ পদ্ধতিতে মৌ-বাক্সের মধ্যে কিছু শ্রেনির মৌমাছি বর্তমানে প্রতিপালন করা হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে ঘরোয়া ভাবে মৌমাছি পালনের জন্য এপিস সেরেনা প্রজাতি ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে একটি বাক্স থেকে বছরে ৪ থেকে ৮ কেজি মধু পাওয়া যেতে পারে। বানিজ্যিক ভাবে মৌমাছি পালনের জন্য এপিস মেলিফেরা প্রজাতির মৌমাছি পালন করা হয়, যা ইটালিয়ান মৌমাছি নামে পরিচিত। তবে মৌমাছি পালনের জায়গায় আশেপাশে ফুলের প্রাচুর্য্যতা থাকা দরকার। বিশেষ

করে ইটালিয়ান মৌমাছি পালনের জন্য মৌ-পালকদের মৌবাক্স নিয়ে ফুলের মরশুমে সরষে, লিচু, তিল প্রভৃতি ফসলে বা ইউক্যালিপটাস, ম্যানগ্রোভ-এর জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হয়। এক্ষেত্রে একটি বাক্স থেকে বছরে প্রায় ৫০ কেজি মধু পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে বর্ষাকাল বাদে সব মরশুমেই মধু পাওয়া যায়। নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মৌমাছি বিশেষজ্ঞ ডঃ প্রবীর কুমার গরাই বলেন, মৌমাছি পালনের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এখান থেকে। সাধারণত জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ চলে। বানিজ্যিক ভাবে মৌমাছি পালন করে বছরে প্রায় ২ থেকে ৫ লক্ষ টাকা রোজগার করা যায়। এর সাথে মৌমাছিরা নিখরচায় পরাগ মিলনে সাহায্য করে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে। এই মৌমাছি প্রতিপালন করে বিকল্প কর্মসংস্থান করে স্বনির্ভর হতে পারে সুন্দরবনের মানুষ।

নারী সম্ভ্রম বাঁচাতে সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ময়দা আঞ্চলিক কমিটির দ্বিতীয় সম্মেলন বুধবার দুপুরে হয়ে গেল জয়নগর ২ নং ব্লকের ময়দা কালীবাড়ীর শ্যামলী কমপ্লেক্সে। মূলত, ঢালাও মদের লাইসেন্স বন্ধ, নারী ও শিশু পাচার বন্ধ, সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে নগ্ন নারী দেহ ও যৌনতার প্রচার বন্ধ, নারী নির্যাতনকারীদের দ্রুত ও কঠোরতম শাস্তি, মূল্যবৃদ্ধি রোধ,জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিল সহ একাধিক বিষয়ে এদিন আলোচনা করা হয়। এদিনের এই সম্মেলনে প্রায় দুই শতাধিক মহিলা

উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের উল্লেখিত দাবি নিয়ে আলোচনা করেন রাজ্য সম্পাদিকা কল্পনা দত্ত ও রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যা মাধবী প্রামানিক ও রুনা পুরকাইত। ৪৮ জনের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে এদিনের এই সম্মেলনের কাজ শেষ হয়।

দাবী আদায়ের মেলা

প্রথম পাতার পর

একদা মেলার মঞ্চ থেকে দাবী তোলা হয়েছিলো সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপ সংযোগ করার জন্য সেতু তৈরী, শিক্ষার মান উন্নয়ণের জন্য স্কুল কলেজ তৈরী, প্রত্যন্ত দ্বীপ এলাকায় বিদ্যুতায়ন,কর্মসংস্থান এবং রেল যোগাযোগ। ইতিমধ্যে সুন্দরবনে যোগাযোগের জন্য তৈরী হয়েছে সেতু,শিক্ষার জন্য কলেজ, হয়েছে বিদ্যুতায়ন।

সুন্দরবনের মানুষজন কৃষির উপর নির্ভরশীল। ফলে উন্নতমানের কৃষির জন্য দাবী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। পাশাপাশি সড়ক পথে যোগাযোগ থাকলেও রেল যোগাযোগ জরুরী। কারণ সুন্দরবনে রেল যোগাযোগ শুরু হলে আন্তর্জাতিক স্তরে সুন্দরবনের কদর কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। এছাড়া এলাকার কৃষকরা খুব কম সময়েই প্রত্যন্ত সুন্দরবন থেকে উৎপন্ন ফসল নিয়ে শহর কলকাতায় যাতায়াত করতে পারবে। আর্থসামাজিক উন্নয়ণ হবে সুন্দরবনের। সেই দাবীর ভিত্তিতে সুন্দরবনে রেল যোগাযোগ ভারতীয় রেলবোর্ড অনুমোদন করেছিলো। এমন কি কাজও শুরু হয়েছিল (এখনও রয়েছে মাতলা নদীর উপর অর্ধনির্মিত রেলসেতু)। কোন এক অজ্ঞাত কারণে সেই কাজ থমকে রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে শুরু হল ২৬ তম বর্ষের সুন্দরবনের ঐতিহ্যবাহী দাবী আদায়ের সুন্দরবন কৃষ্টিমেলা ও লোকসংস্কৃতি উৎসব। বাসন্তী ব্লকের কুলতলির নারায়ণতলায় এই মেলা চলবে আগামী ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

মেলার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা লোকমান মোল্লা জানিয়েছেন কৃষি নির্ভর সুন্দরবন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত। প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রহর গুণে বেঁচে থাকতে হয়। ফলে সুন্দরবনে বড় ধরণের শিল্প আশা করা মূর্খের কাজ। সুন্দরবনকে উন্নতর গড়ে তুলতে হবে কৃষির উপর নির্ভর হয়ে। আর সেই কারণে প্রয়োজন সুন্দরবনের বুকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। পাশাপাশি রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা। তাহলে সুন্দরবনের ভবিষ্যত প্রজন্ম উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আধুনিক কৃষিতে মগ্ন হবে। উপকৃত হবেন সমগ্র সুন্দরবনের প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ সহ রাজ্য তথা দেশ।

ভোজন কুটিরে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : খয়রাশোল ব্লকের চুড়র ইসকন আশ্রমে ভোজন কুটির পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করলো খয়রাশোল থানার পুলিশ। ধৃতরা হল কার্তিকচন্দ্র দাস বৈরাগ্য,বাপ্পা গড়াই ও তাপস ধীবর। বোলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকদের দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বোলপুর সুরজিৎকুমার দে ১৯ ডিসেম্বর বিকালে বলেন, নেশাগ্রস্ত লোকজন এই কাণ্ড ঘটায়। মন্দির সংলগ্ন এলাকায় নেশা করতো এরা বাধা দেওয়ায় আগুন ধরিয়ে দেয় ভোজন কুটিরে। ধৃতরা সে কথা স্বীকারও করেছে। গত ১৬ ডিসেম্বর মধ্যরাতে চুড়র এলাকায় রহস্যজনকভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ইসকন আশ্রমের ভোজন কুটির। পরদিন সকালে ঘটনার প্রতিবাদে রানিগঞ্জ-মোড়গ্রাম জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় ভক্তরা।

বন্ধ হয়ে যায় আসানসোল রুটের বাস চলাচল। খয়রাশোল থানার সামনে দুবরাজপুরের বিধায়ক অনুপ সাহার উপস্থিতিতে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। সন্ধ্যায় এলাকা পরিদর্শন করেন বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি তথা সিউড়ি বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী।

পৌর কর্মচারীদের কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ কুড়ি পঁচিশ বছর কাজ করার পরেও মেলে নি সরকারি হারে বেতন পিএফ। এর প্রতিবাদে ১৯ ডিসেম্বর থেকে সিউড়ি শহরে কর্মবিরতি শুরু করলো সিউড়ি পৌরসভার অস্থায়ী কর্মীরা। পৌরসভার বাইরে তারা বিক্ষোভ দেখায়। এক কর্মী ছোটন মাহারা বলেন, জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও বেতন বাড়ে নি। সব পৌরসভাতে পিএফ চালু হয়ে গিয়েছে শুধু আমাদের পৌরসভায় চালু হয় নি। আইএনটিইউসি নেতা মৃনাল বসু জানান, দাবিপূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবো।

দলিল জাল করে

প্রথম পাতার পর

জানা গিয়েছে সমীর ঘোষ নামের এক ব্যক্তি জাল দলিল দেখিয়ে বৃদ্ধাশ্রমের একাংশ নিজের মায়ের নামে করিয়েছেন। তার প্রমাণ মিলেছে।' সোমবারই জমির দলিল জাল করে তা অন্যের নামে করার অভিযোগে সমীর ঘোষের বিরুদ্ধে বিএলআরও-র তরফ থেকে দত্তপুকুর থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এভাবে জাল দলিল করে অন্যের জমি হাতিয়ে নেওয়ার একটা চক্র এই এলাকায় সক্রিয় বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দত্তপুকুর থানার পক্ষ থেকে সমগ্র ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

রায়দিঘিতে রবীন্দ্রভবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রায়দিঘিতে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত রবীন্দ্রভবন নির্মিত হতে চলছে রায়দিঘির বিধায়ক ডঃ অলক জলদাতার উদ্যোগে। ইতিমধ্যেই জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। বিধায়ক বলেন, এলাকার মানুষজনের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই সাংস্কৃতিক ভবন নির্মাণের। নাম দেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রভবন। খুব তাড়াতাড়ি নির্মাণের কাজও শুরু হবে। বিধায়ক তহবিল, মথুরাপুর ১ ও মথুরাপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ থেকে সংগৃহীত ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এই কাজ শুরু হবে। জানা গেল, মথুরাপুর ২ ব্লকের কাশীনগর বাজার সংলগ্ন এলাকায় ১ বিঘারও বেশি জমিতে এই রবীন্দ্রভবন নির্মিত হবে প্রায় ৫০০ আসন বিশিষ্ট দ্বিতল এই ভবন। সাংস্কৃতিক মঞ্চ সহ দর্শক আসনের গ্যালারির ব্যবস্থাও থাকবে। প্রসঙ্গত, রায়দিঘির

আশপাশে মন্দিরবাজার, মথুরাপুর, পাথরপ্রতিমা, ঢোলা থানা এলাকায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য কোনও ভবন নেই। একমাত্র বারুইপুর, সোনারপুর ও ডায়মণ্ডহারবারে এই রবীন্দ্রভবন আছে। রায়দিঘিতে এই ভবন নির্মিত হওয়ায় উপকৃত হবেন এলাকার মানুষজন। বিধায়ক বলেন, অনেক দিন ধরে কাশীনগর বাজারের কাছে একটি সরকারি জমি পড়ে ছিল। সেই জমি দখল হয়ে যাচ্ছিল। এরপরেই আমি এলাকার মানুষজনের কথা ভেবে রবীন্দ্রভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহন করি। কলেজের যে কোনও অনুষ্ঠান, বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করা যাবে। পরে ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারে ঠিক করা হবে। এদিকে, এলাকার মানুষজনও খুশি বিধায়কের এমন উদ্যোগে।

পোষ্টার 'দুয়ারে কোল'

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। দুবরাজপুর ব্লকের যশপুর অঞ্চলের একাধিক জায়গায় ব্লক সভাপতি ভোলানাথ মিত্রের আশীর্বাদে 'দুয়ারে কোল' নামক পোষ্টার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। লেখা আছে গ্রামে আবাস প্লাস যোজনার সমীক্ষা করতে এসেছিলো আশাকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। দেখা যায় যশপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মুন্সী মোজাম্মেল হকের স্ত্রী জয়নাব বিবি বীরভূম জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ। মোজাম্মেলের শ্যালক সেখ নূর মহম্মদ ও শ্বশুর মোরসেলিমের বাড়িতে বিপুল পরিমাণ কয়লা মজুত রয়েছে। ১৫ ডিসেম্বর মোরসেলিমের বাড়ী থেকে চোরাই বারো টন কয়লা উদ্ধার করে দুবরাজপুর থানার পুলিশ। কয়েক বছর যাব লরিতে কয়লা পাচার করতো।

যশপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মুন্সী মোজাম্মেল হকের ভাই নাজমুল হকের নামেও আবাস প্লাস যোজনার তালিকায় নাম রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে দুবরাজপুরে জায়গা কেনার কথা। সেনকো গোল্ড বিপনন কেন্দ্র, শপিং মল ও ম্যারেজ হল কেনার জন্য পঁচিশ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেছে বলে লেখা আছে পোস্টারে। মানুষের প্রশ্ন তাহলে কি প্রকাশ্যে চলে এলো তৃনমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ?

আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : একজন বিধায়ক যখন আন্তর্জাতিক কবিতা উসবের আযোজন করে তখন বোঝা যায় সংস্কৃতির সর্বোত্তম চর্চা কোন পর্যায়ে আবর্তিত হচ্ছে। তিনি এককালের সারা জাগানো রাজ্যের মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। তার পৃষ্ঠপোষকতায় কাকদ্বীপ আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব ২০২২ অনুষ্ঠিত হলো কাকদ্বীপের বিদ্যাসাগর সাধারণ পাঠাগারের প্রাঙ্গণে। কাকদ্বীপের সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কবি

সৌমিত বসুর আহ্বানে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকেরা। দুই দিনব্যাপী চলা এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন বিখ্যাত কবি মাহমুদ হাফিজ, সেলি সেনগুপ্তা, কুশল ভৌমিক, নাহার আহমেদ প্রমুখ। এ রাজ্যের কবি সাহিত্যিক ছাড়াও উড়িষ্যা,আসাম,দিল্লি, ছত্রিশগড় সহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নামজাদা কবিরা যোগদান করেছিলেন এ দিনের এই উসবে। এ রাজ্যের বিশিষ্ট কবি ও আলোচকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ও সাহিত্যিক ড. গোবিন্দ সরকার, কবি অবশেষ দাস, কবি রফিক উল ইসলাম, কবি অংশুমান কর, কবি সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, কবি সোমনাথ রায়, কবি অমিতাভ রায়, কবি অরুণ পাঠক সহ প্রায় দুই শতাধিক কবি এই উৎসবে হাজির হয়েছিলেন। মঞ্চ থেকে বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা বলেন, সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি আমার আজন্ম টান। এই ধরনের উৎসব করবার ইচ্ছা অনেক আগের থেকেই ছিল। বিভিন্ন পরিসরে সেই আয়োজন আগেও করেছি। তবে আগামী দিনে আরো বিরাট করে এই উসবের আযোজন করা হবে। সেই আযোজন হবে বাংলা ও বাঙালির হৃদয়ের আন্তরিকতায়। পশ্চিমবাংলার স্বনামধন্য সাহিত্যিক অবশেষ দাস বলেন, দক্ষিণবঙ্গ কবিতা চর্চায় চিরকাল অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কাকদ্বীপ কবিতা চর্চার ইতিহাসকে অনেক আগেই গর্বিত করেছে। কবি শামসুল হক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কাকদ্বীপের নাম সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মত প্রথিতযশা কবি শামসুল হকের নামে ছড়া লিখেছেন। সেই মাটিতে আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব হওয়াটাই স্বাভাবিক। সমগ্র আযোজনের নেপথ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন তিনি কবি সৌমিত বসু। এই মুহূর্তে দুই বঙ্গের অত্যন্ত আলোচিত এক নাম। এই উৎসবের হৃদপিণ্ড যেমন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্তমান কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা তেমন এই উৎসবের মস্তিষ্ক কবি সৌমিত বসু। এই কবিতা উৎসব ঘিরে সমগ্র কাকদ্বীপ জুড়ে একটি শান্তিপূর্ণ বাতাবরণের বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে। এই বার্তা শুধু কাকদ্বীপের নয়, সারা রাজ্যবাসীর জন্য অত্যন্ত সুখকর।

ছেলের হাতে বাবা খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাতসকালে নৃশংস হত্যার ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে রায়দীঘিতে। শাবলের আঘাতে বাবাকে খুন করে ছেলে। মৃত ব্যক্তির নাম দুলাল গায়েন (৬২)। এই ঘটনার পর ছেলে দীপঙ্কর গায়েনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে রায়দীঘি থানার পুলিশ। সোমবার সাতসকালে একটি খবরে শিউরে উঠল রায়দিঘি। রায়দিঘির উত্তরকুমড়োয় ছেলের হাতে খুন হলেন বাবা। পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই খুন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। সোমবার সকালে বাবা ও ছেলের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয় বলে প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, বছর ছয়েক আগে রায়দিঘির খাড়ি এলাকা থেকে উঠে কুমড়োপাড়ায় জায়গা কিনে ঘর বাঁধে ভ্যান চালক দুলাল গায়েন (৬২)। তারপর থেকে বিভিন্ন কারণে বাবা ও ছেলের মধ্যে মাঝেমধ্যেই বচসা হত। তবে তা মিটেও যেত। কিন্তু এদিন সকালে আবার নতুন করে বচসা শুরু হয়। যার জেরে শাবল মেরে বাবাকে খুন করে ছেলে। ঘটনার কথা জানতে পেরেই ঘটনাস্থলে যায় রায়দিঘি থানার পুলিশ। পুলিশ দুলাল গায়েনের মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে ডায়মন্ডহারবার পুলিশ মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

অসংখ্য বোমা উদ্ধার

প্রথম পাতার পর

তৃণমূল কংগ্রেস যে বোমা-গুলির লড়াইয়ে সর্বদা মত্ত তার জলন্ত প্রমাণ শম্ভুনগরের ঘটনা। আর এমন ঘটনাকে ধামা চাপা দিতে তৎপর শাসক দল। বিজেপির নামে দোষারোপ করছে। বিজেপি কোন দিনও হিংসার রাজনীতি করে না। এছাড়া বর্তমান শাসক দল বাসন্তীতে বোমা বারুদের শিল্প তৈরী করে ফেলেছে তা রাজ্যের সাধারণ মানুষ জেনে গিয়েছে। পুলিশ উপযুক্ত তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দিক এবং এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনুক। স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি পরিতোষ হালদার দাবী করে বলেন ২৮ নভেম্বর চিত্ত প্রামাণিকের ইন্ধনে আমাদের কর্মীকে গুলি করে খুন করার পরিকল্পনা করেছিল। সেই সময় চিত্ত ওরফে বরুণ প্রামাণিকের নেতৃত্ব তার দলবল বোমা বন্দুক মজুত করেছিল। গুলির আঘাতে গুরুতর জমখ হয় মনোরঞ্জন মন্ডল। প্রাণে বেঁচে যায়। পরে পুলিশে অভিযোগ হয়। পুলিশ এলাকায় ধরপাক। শুরু করে। পুলিশের কাছে নিজেরা ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে বস্তা ভর্তি করে বোমা গুলো খালের জলে ফেলে গিয়েছে চিত্ত ওরফে

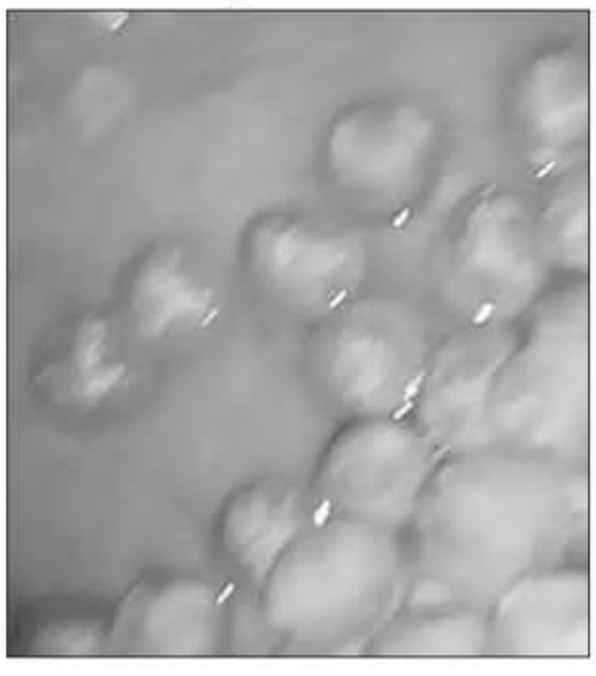

বরুণ প্রামাণিকের লোকজন।

জেলাপরিষদ সদস্য অনিমেশ মন্ডলের দাবী পঞ্চায়েত ভোটের আগে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতিরা এলাকা দখল করার জন্য ২৮ নভেম্বর এলাকায় তান্ডব চালিয়ে ছিল। সেই সময় তারা বোমা মজুত করেছিল। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে মজুত করা বোমা গুলো বস্তা ভর্তি করে খালের জলে ফেলে গিয়েছে। পুলিশ তদন্ত করে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতিদের অবিলম্বে গ্রেফতার করুক। তাহলে এলাকায় শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বিগত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে লড়াই করা চিত্ত ওরফে বরুণ প্রামাণিক বর্তমানে তৃণমূল নেতা এবং শম্ভুনগর পঞ্চায়েত প্রধান। দলেরই অন্দরে তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন বোমা বন্দুকের লড়াই করিনা। যারা করে তারা দুষ্কৃতি। দুষ্কৃতিদের জাত পাত কিংবা কোন রাজনৈতিক পরিচয় থাকে না। আমাকে জোর করে দোষারোপ করা হচ্ছে।'

সুপারকে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ময়নাতদন্তের জন্য মৃতের পরিবার থেকে মোটা টাকা নেয় ডোমেরা, আউটডোরে থাকে না চিকিৎসক সহ পঁয়ত্রিশ দফা অভিযোগে ১৬ ডিসেম্বর সিউড়ী সদর হাসপাতালের সুপারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয় বিজেপি সিউড়ী শহর মন্ডল কমিটির উদ্যোগে। বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের কনভেনার উত্তমকুমার রজক বলেন, হাসপাতাল বর্তমানে ঘুঘুর বাসায় পরিনত হয়েছে।

রুখলো বাল্যবিবাহ

নিজস্বপ্রতিনিধি: মহম্মদবাজার ব্লকের রামপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত আল্লাদিচক গ্রামে তিনটি বাল্যবিবাহ রোধ করা হয় ১৫ ডিসেম্বর। এই অভিযানে ছিলেন মহম্মদবাজার থানার অফিসার রামচন্দ্র পাল, বিডিও প্রতিনিধি মুনমুন দাস, কন্যাশ্রী প্রকল্পের কো-অডিনেটার হৃদয়কুমার সিংহ। গ্রামে গিয়ে বাবা ও মায়েদের সাথে কথা বলা হয়। বাল্যবিবাহের ক্ষতিকারক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর লিফলেট পড়ে শোনানো হয়। পরিবারের কাছ হতে মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়া হয় এই মর্মে যে মেয়ের আঠারোবছর পূর্ণ হলেই তবেই বিয়ে দেবে।

বার বার জায়গা পরিবর্তন

প্রথম পাতার পর

জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার এব্যাপারে বলেন, মিত্রগঞ্জ হাটের হাবের সামনের জায়গা ৩০ ফুট না হওয়ায় গাড়ি চলাচলে সমস্যা হবার কারনে ওরাই এই জায়গা বাতিল করেছে। তাই তাদের আবার পুরসভার মাঠের পাশে তিনকাটা জায়গা দেখানো হয়েছে। ওদের জায়গা পছন্দ হয়েছে। মাটি পরীক্ষা করে খুব শ্রীঘ্রই ওখানে মোয়া হাব তৈরি হবে। তবে এব্যাপারে জেলা খাদি বোর্ডের আধিকারিক তপনজ্যোতি দাস বলেন, মিত্রগঞ্জ হাটের জায়গায় হাবের কাজ শুরুর মুখে ছিল। কিন্তু পৌরসভা থেকে জানানো হয় ঐ হাবের বিল্ডিং অনেক পুরনো, যার ফলে যে কোন সময়ে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে সেই কারনে পৌরসভার নতুন জায়গায় স্থানান্তরিত করা হবে বলে বোর্ড মিটিংয়ের মধ্যে দিয়ে ঠিক হয়। আমরা পৌরসভার তরফ থেকে জানার পরে নতুন জায়গা পরিদর্শন করে আসি। ওই জায়গাটা ভালো। তবে পৌরসভা ঘর রেডি করার পরেই আমরা কাজ শুরু করতে পারবো। তবে আশা করছি খুব দ্রুত জয়নগরের মোয়া হাব তৈরি হবে। তবে বার বার জায়গা বদল করতে করতে আদৌ মোয়া হাব জয়নগরে হবে তো এই নিয়ে চিন্তায় জয়নগর, বহড়ু ও আশেপাশে এলাকার মোয়ার সাথে যুক্ত মানুষজন।

মহানগরে

টিকিট লাগবে না মিলেনিয়াম পার্কে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোভিড নাইন্টিনের জেরে দীর্ঘ প্রায় তিন বছর পর হুগলি নদীর কলকাতার পূর্ব পাড়স্থিত প্রায় আড়াই কিলোমিটার বিস্তৃত বিনোদনমূলক পার্ক মিলেনিয়াম পার্কে প্রবেশে এবার থেকে আর টিকিট লাগবে না। ১৯৯৯ সালে এই পার্ক উদ্বোধনের পর থেকে ২০২০ সালের মার্চের আগে পর্যন্ত এই পার্কে প্রবেশে মাথাপিছু ২০ টাকার টিকিট কাটতে হতো। এবার থেকে এই পার্কের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব কলকাতা পৌরসংস্থার হাতে আসায় এ-ই পার্কে প্রবেশের জন্য আর কোনও টিকিট লাগবে না। এতদিন এটি কলকাতা নগরোন্নয়ন সংস্থা দায়িত্বে পরিচালিত হতো। কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যান ও বাগিচা দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, মিলেনিয়াম পার্কে যে ধরনের বিনোদনের সরঞ্জাম থাকত, সে সবও আর থাকছে না। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের আগেই মিলেনিয়াম পার্ক আবার সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে। বড় ফোয়ারা দু'টি খারাপ হয়ে গিয়েছে। তা জরুরি ভিত্তিতে সারানোর কাজ হচ্ছে। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে মিলেনিয়াম পার্ক পরিদর্শনে এসেছিলেন কেএমডিএ – র চেয়ারম্যান কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। সঙ্গে ছিলেন পৌর নিকাশি মেয়র পারিষদ তারক সিং, কলকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান, রাজ্য পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতর বিশেষ সচিব খলিল আহমেদ, কলকাতা পৌরসংস্থার মহাধ্যক্ষ বিনোদ কুমার সহ কলকাতা নগরোন্নয়ন সংস্থা ও কলকাতা পৌরসংস্থার শীর্ষকর্তারা। সে সময়ই মহানাগরিক শীঘ্রই মিলেনিয়াম পার্ক খোলার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

সেতুর গায়ে থাকবে ইঞ্জিনিয়ারের নাম

বরুণ মণ্ডল : উত্তর কলকাতার ১২ ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন একটি ফুট ব্রিজ ও একটি বেলি ব্রিজ পাশাপাশি রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ এই ব্রিজ দু'টির রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। কোন্ সংস্থা এই ব্রিজ দু'টির রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্বে রয়েছে? এবং এই ব্রিজ দু'টি পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব কাদের হাতে রয়েছে? তাছাড়াও অকল্পনীয় ঘটনা কলকাতা পৌর এলাকাস্থিত দু'টি ব্রিজ অথচ ব্রিজ দু'টিতে কোনও আলোর ব্যবস্থা নেই। ফলে রাতের বেলা পথচারী ও গাড়িচালকদের যাতায়াতে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই ব্রিজ দু'টিতে আলো লাগানোর দায়িত্বে কারা রয়েছে? ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের এইসব প্রশ্নের উত্তরে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম

জানান, ১২ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত ওই ব্রিজ দু'টি কলকাতা নগরোন্নয়ন সংস্থা তৈরি করে ছিল। ফলে ব্রিজ দু'টির রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্রিজের গোটাটায় আলোর ব্যবস্থা করা তাদের হাতেই রয়েছে। মহানাগরিক এও জানান যেহেতু আমি কলকাতা নগরোন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান, তা-ই আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে, আপনাদের এলাকায় কেএমডিএ – এর তৈরি করা ব্রিজে যদি কোনও রকম সমস্যা দেখা দেয় তবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন। এখন আমাদের কেএমডিএ-র তৈরি প্রত্যেকটি ব্রিজে নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে, যে আধিকারিকের দায়িত্বে ব্রিজটি রয়েছে, সেই ব্রিজের গায়ে ওই আধিকারিকের নাম এবং মোবাইল নম্বরটি লিখে দিতে হবে। যদি দেখেন যে ব্রিজে কোনও ফাটল ধরেছে বা ব্রিজে অন্য কোনও সমস্যা দেখা দিয়েছে বা রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না, তখন সঙ্গে সঙ্গে ওই মোবাইল নম্বরে জানাবেন।

আর কেএমডিএ – এর কোনও কনজারভেন্সি উইং না থাকায় কলকাতাস্থিত কেএমডিএ-এর ব্রিজ গুলির জঞ্জাল পরিষ্কারের কাজটি এবার থেকে কলকাতা পৌরসংস্থাকে করতে হবে। সঙ্গে পৌরপ্রতিনিধিরা নিজের নিজের এলাকার ব্রিজ গুলির রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি লক্ষ্য রাখবে। প্রসঙ্গত, কলকাতা মহানগরের সমস্ত বড় ফ্লাইওভারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রয়েছে কেএমডিএ – এর উপর। আর ব্রিজে ফাটল তো একদিনে ধরে না। ছোট্টো একটা চিড় ধীরে ধীরে বড়ো হয়। উল্লেখ্য, দক্ষিণ কলকাতার মাঝেরহাট ব্রিজটি ভেঙে পড়ার পরে কেএমডিএ – র অধীনস্থ শহরের ব্রিজ গুলির স্বাস্থ্য কেমন তা নিয়ে সমীক্ষা করা হয়। বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করা হয়। ওই কমিটির সঙ্গে কলকাতা মহানগরের একাধিক ব্রিজ ঘুরে দেখেছেন মহানাগরিক।

পৌরসংস্থার তথ্য জনগণের কাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের মধ্যে প্রথম কলকাতা পৌরসংস্থা 'প্রকিওরমেন্ট ডিজিটাল লাইব্রেরি' (পিডিএল) চালু করতে চলেছে। এই লাইব্রেরিতে কী আছে? মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, কলকাতা পৌরসংস্থা একটা নয়া অধ্যায় জুতে চলেছে। আমাদের বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে ট্রান্সপারেন্সিটাকে আরও উন্নত করবে এই পিডিএল। আর দু' থেকে তিন বছর বাদে কলকাতা পৌরসংস্থার অফিসে কোনও কাজের জন্য আর কোনও কলকাতাবাসীকে আসতে হবে না। অফিসের গেটও দেওয়া থাকবে, কেবল কর্মচারিরা আসবে কাজ করবে চলে যাবে। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে পৌরসংস্থার যতো ফাংসানিং আছে অর্থাৎ কাকে টেন্ডার দেওয়া হল, কোন্ কাজটা হল, কোন প্রকিওরমেন্টটা হল এবং তার ভ্যালু কত? টেন্ডার দেওয়া হলে, সেই টেন্ডারের ভ্যালু কত? সেই টেন্ডারের স্পেসিফিকেশনটা কী? কাজটা কী? এগুলির সবক'টিকে জনগণের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে। ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এটা সাধারণ জনগণের কাছে চলে যাবে। এটাকেই বলা হচ্ছে 'প্রকিওরমেন্ট ডিজিটাল লাইব্রেরি'(পিডিএল)। এটাতে কলকাতা পৌরসংস্থার যেমন – ওয়ার্ক অর্ডার, কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্ট দেওয়া হবে। যে কোনও নাগরিক এই পিডিএল – এর মধ্যে দিয়ে কেএমসি সার্চ করে কী কী হয়েছে তা দেখতে পাবে। ডিপার্টমেন্ট, নেমড, টেন্ডার, সাপ্লাইয়ার্স নেমড সব কিছু দেওয়া থাকবে। ডিজিটাল লাইব্রেরির মধ্যে অন্যান্য সরকারি ডিপার্টমেন্টও একটা কাজ যাতে ডাবল না হয়ে যায়। একটা জায়গায় কেএমডিএ কাজ করছে আবার কেএমসিও কাজ করছে। কাজের মধ্যে কোনও লিঙ্ক নেই। কিন্তু এটার মধ্যে দিয়ে লিঙ্ক এসে গেল। এবার এই পিডিএল দিয়ে জানা যাবে, ওই কাজটা কেএমসি করেছে, তাহলে তো আর কেএমডিএ-র করার প্রয়োজন নেই। কেএমসি কাজটা করছে, তাহলে আর পিডব্লুডি করবে কেন? ডাবল অনেক সময় হয়। কন্ট্রাক্টরদের বদমায়েশির জন্য এবার থেকে সরকারের পয়সা বাঁচাতে পারা যাবে। কলকাতা পৌরসংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.kmcgov.in) গিয়ে পিডিএল' দিলেই 'প্রকিওরমেন্ট ডিজিটাল লাইব্রেরি' চলে আসবে। তাতে পুরোটাই বেরিয়ে আসবে। স্বচ্ছতার সঙ্গে কেএমসি'র আর একটা ধাপ।

শিক্ষা পঞ্জিকায় হাজিরার কড়াকড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বার থেকে শিক্ষক – শিক্ষিকাদের বিদ্যালয়ের প্রার্থনার সভায় বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত থাকার নির্দেশ জারি করল পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পর্ষদের ডেপুটি সেক্রেটারি (অ্যাকাডেমিক) ঋতব্রত চট্টোপাধ্যায় ১৯ ডিসেম্বর এক নির্দেশিকায় জানিয়েছেন সরকার অনুমোদিত জুনিয়ার হাই স্কুল, সরকারি বিদ্যালয়, সরকার পোষিত বিদ্যালয়, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়, ডি.এ.গেটিং স্কুল, আনএডেড ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি স্কুল এরকম সমস্ত রাজ্য সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক – শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মীদের বিদ্যালয়ের প্রার্থনায় বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত থাকতে হবে। আবশ্যিকভাবে সকলকে সকাল ১০টা ৪০ মিনিট থেকে ১০টা ৫০ মিনিটের মধ্যে প্রার্থনার সময় বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে হবে বলে জানানো হয়েছে। আর সকাল ১০টা ৫০ মিনিটের পরে কেউ বিদ্যালয়ে এলে বিলম্ব বলে চিহ্নিত করা হবে আর সকাল ১১টা ৫ মিনিটের পরে স্কুলে ঢুকলে কর্মীকে সেদিন অনুপস্থিত বলে দেখানো হবে। ১৯ ডিসেম্বর এই বার্ষিক অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার – ২০২৩ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটের মধ্যে শিক্ষক – শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী থেকে সকলকে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে। ক্লাসের প্রথম অর্ধের চারটি পিরিয়ড চলবে ৪০ মিনিট করে। প্রথম ক্লাস শুরু হবে সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে। ৪০ মিনিটের টিফিন চলবে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট থেকে ২টো ১০ মিনিট পর্যন্ত। আর ক্লাসের দ্বিতীয় অর্ধের চারটি পিরিয়ড চলবে ৩৫ মিনিট করে। বিকেল সাড়ে ৪ টেতে অষ্টম পিরিয়ড শেষের পর সেদিনের মতো ক্লাস স্থগিত থাকবে।

টাউন হলে কলকাতার ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার পাঠাগার ও আর্কাইভকে ধীরে ধীরে ঐতিহাসিক টাউন হলে (স্থাপন: ১ ডিসেম্বর ১৮০৭) নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কলকাতার ইতিহাস জানতে সাধারণ কলকাতাবাসী ও গবেষকদের এবার টাউন হলে আসতে হবে। অর্থাৎ এখন আর কেন্দ্রীয় পৌরভবনে আসতে হবে না। ১৮৫৬ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ইতিমধ্যেই সব ডকুমেন্টেশন ৭৫০টি বই বা ডকুমেন্টের মধ্যে দিয়ে মোট ৪,১৮,০০০টি পেজের

মধ্যে নথিভুক্ত হয়ে গিয়েছে। বাদ বাকি ২০০২ থেকে ২০২২ এই ২০ বছরের ইতিহাস এটাও কয়েকদিনের মধ্যেই নথিভুক্তিকরণ করে নেওয়া হচ্ছে। আস্তে আস্তে হক বিল্ডিংয়ের চার তলায় ও কেন্দ্রীয় পৌরভবনের সিংহদুয়ারে যে আর্কাইভ আছে তাও ওই টাউন হলে নিয়ে যাওয়া হবে। টাউন হলেন তলায় ডিজিটাইজেশন হয়ে গিয়েছে। এবার থেকে কলকাতা পৌরসংস্থার ইতিহাস জানতে টাউন হলে আসতে হবে। গবেষণার কাজে অনেকেই আসেন। তারাও এখানে এলে জানতে পারবেন কলকাতার ইতিহাস।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কাজকর্ম কী হয়েছিল? দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বা বিধানচন্দ্র রায়ের সময়কালে কী কাজকর্ম হয়েছিল? তার আগে কী হয়েছিল বা তার পরে কী হয়েছিল। এইসবটাই টাউন হলে থাকবে। গবেষকেরা সব কিছুই জানতে পারবেন।

লেন্স বার্তা

অবহেলায় পড়ে আছে পাটুলী ভাসমান বাজারের একাংশ।

চলছে বিজ্ঞান মেলা, রায় বাহাদুর রোডের এক ক্লাবে। ছবি : অভিজিৎ কর

মিলেনিয়াম পার্ক খোলা হবে। হকারদের সরানো হচ্ছে।

ইতিহাস : কলকাতাস্থিত হুগলি নদীর আউট্রাম ঘাট সংলগ্ন সি এক্সপ্লোরার্স ইনস্টিটিউটে'র(এসইআই) উদ্যোগে হুগলি নদীর কলকাতাস্থিত ৪৩টি ঘাটের ইতিহাস সংবলিত অভিনব বই 'ঘাটের কথা' ১৯ ডিসেম্বর প্রকাশ করলেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম।

ঐতিহ্যবাহী গীতা জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হল দেশপ্রিয় পার্কে।

এখানে ওখানে

স্পেন ও বাংলাদেশের ঝুলিতে সেরার শিরোপা

প্রিয়ম গুহ : শেষ হলো ২৮ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। শীতের আমেজে শেষ লগ্নে বিষাদ নিয়ে সকলের মুখে একটাই কথা আসছে বছর আবার হবে। নন্দন চত্বর এখন অন্য কোন উৎসবের অপেক্ষায়। এবছর ছুটির মেজাজে ভিড় হয়েছিল চোখে পড়ার মতন। সিনে প্রেমীদের ভিড়ে প্রেক্ষা গৃহে ছিল উপচে পড়া ভিড়।

১২০টা ছবির মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা করে জুড়িরা বেছে নিয়েছে সেরা ছবি, তথ্যচিত্র, স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি। ২২ ডিসেম্বর রবীন্দ্র সদনে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রুপোলি জগতের তারারা। পরিচালক এবং চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারম্যান রাজ চক্রবর্তী, অভিনেতা পরিচালক অরিন্দম শীল, পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব শান্তনু বসু, অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, ইশা সাহা, সায়ন্তিকা চক্রবর্তী, পাওলি দাম, তনুশ্রী চক্রবর্তী, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং ইন্দ্রনীল সেন।

ভারতীয় তথ্যচিত্রে সেরা ছবি নাহিদ হাসানজাদা পরিচালিত শকৌড়ি খামোস আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ইনোভেশন ইন মুভিং ইমেজ বিভাগে বিশেষ জুড়ি পুরস্কার অর্জন করে। আরনিসটো আরডিটো এবং ভীড়নামলিনা পরিচালিত লা ক্রুজা দি হিটলার ছবিটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ইনোভেশন ইন মুভিং ইমেজ নেহা শর্মার পরিচালনায় নাইব্রিয়াম দ্যা উনসেডেড সেড, নবপান ডেকা পরিচালিত ভয়েড এবং ডাক্তার প্রসেনজি চৌধুরী পরিচালিত হাতের স্পর্শ জুড়িদের বিশেষ ভারতীয় স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি হিসেবে তকমা পায় এবং প্রত্যয় সাহা পরিচালিত মেহই মেমুদ ছবিটি সেরা ভারতীয় স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি হিসেবে গোল্ডেন রয়েল বেঙ্গল টাইগার অ্যাওয়ার্ড জিতে নেয়। নেটপ্যাক খেতাব পায় তাজিকিস্তানের ফরচুন পরিচালনা করেছেন মহিউদ্দিন মোজাফফর। পরিচালক ইন্দ্রাণীর ছবি ছাদ এবং আসামের ছবি ডক্টর ববি শর্মা বড়ুয়ার সিকাইসাল ভারতীয় ভাষার ছবি হিসাবে বিশেষ জুরি পুরস্কার পায়। পরিচালক দীপঙ্কর প্রসাদ নানিরা ছবির জন্য ভারতীয় ভাষার ছবির মধ্যে সেরা পরিচালক হিসেবে হীরালাল সেন স্মৃতি খেতাব অর্জন করে। ভাস্কর মৌরার ছবি মুথাইয়া ভারতীয় ভাষার ছবি হিসেবে হীরালাল সেন স্মৃতি পুরস্কার হিসেবে সেরা ছবি তকমা পায়। ইরানের ছবি

বিভাগে সেরা পরিচালক হিসেবে গোল্ডেন রয়েল বেঙ্গল টাইগার অ্যাওয়ার্ড হাতে তুলে নেয়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ইনোভেশন ইন মুভিং ইমেজ বিভাগে সেরা বায়োস্কোপ হিসেবে গোল্ডেন রয়েল বেঙ্গল টাইগার অ্যাওয়ার্ড পায় স্পেনের ছবি আপন এনট্রি দ্বৈত পরিচালনায় এলিজনড্র রোজাস ও জুয়ান শিবাস্তিয়ান ভেসকিউস। এছাড়াও আরেকটি ছবিও এই খেতাব পায় সেটি হলো বাংলাদেশের ছবি মোহাম্মদ কইয়াম তাদের মতে মেলায় পরিণত হয়েছে সেটি আনন্দের হলেও অনেক যারা সিনেমা প্রেমী নয় তারাও শুধু আনন্দ করতে ভিড় জমাচ্ছে এতে প্রেক্ষাগৃহ ভরে যাওয়ায় সিনেমা প্রেমীরা জায়গা পাচ্ছে না। অনেক প্রবীণরা তাদের পূর্বতন অভিজ্ঞতার কথাও জানালেন তাদের কাছে ছিল এই চলচ্চিত্র উৎসব একটি সারাবছরের প্রতীক্ষিত উৎসব বাড়ি থেকে রান্নাবান্না করে নিয়ে এসে নন্দন চত্বরে কাটতো সারা দিন আর খাওয়া দাওয়া। এবছরের চলচ্চিত্র পরিচালিত কুরা পক্ষীর শূন্যে ওড়া।

এবারের চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে সিনেমা প্রেমীদের মনের উচ্ছ্বাস ছিল দেখার মতন অনেকেই এমন ব্যবস্থাপনায় খুবই আনন্দিত এবং উৎসবের পরিধি যেমনভাবে বেড়েছে তা সকলেই তাদের আনন্দ ব্যক্ত করেছে। সিনে ক্লাবের লোকেরাও খুবই আপ্লুত তবে ছিল কলকাতায় তাড়া কলকাতা ঘুরতে বেরিয়েছিল হুট খোলা বাসের দোতলায় বসে। এছাড়াও বিধানসভায় তাদের সংবর্ধিত করেন মাননীয় স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রত্যেকদিনের সাংবাদিক বৈঠকে সকলের সাথে পরিচয় হয় এবং বাংলার সিনে পরিবারে মিশে যায় তারা।

সিনে আড্ডায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনায় উপস্থিত থাকেন টেলিজগৎ এবং সঙ্গীত জগতের

বিশিষ্টরা। সুর না গায়ক এই নিয়ে আড্ডায় জমে ওঠে হৈমন্তী শুক্লার উসবে অপু চার্লি চ্যাপলিনের মিশ্রণ বিশ্বের বায়োস্কোপ উঠে এসেছিল নন্দনে। চিনি আড্ডাতেও দেখা গিয়েছে উপচে পড়া ভিড়। বহু তথ্য সম্বলিত তথ্যচিত্র গুলিও মন কেড়েছে। আঞ্চলিক ভাষার ছবিগুলিও মাত করে দিয়েছে এবছরের উৎসবে। দেশ-বিদেশের অভিনেতা পরিচালকদের ভিড় গানের মাধ্যমে। কৌতুকের বিষয় নিয়ে কাঞ্চন মল্লিক, বিশ্বনাথ বসুরা এক অনবদ্য আলোচনা উপহার দেন। চরিত্র না তারকা এই নিয়ে আড্ডার মাধ্যমে যুদ্ধ জমে ওঠে। বণি, কৌশানি, ইশা, রাজ চক্রবর্তী, চঞ্চল চৌধুরীর আলোচনার সূত্র ধরিয়ে দেন সৌরভ দাস।

১৮ ডিসেম্বর সত্যজিৎ রায় স্মারক বক্তৃতা দিতে আসেন পরিচালক সুধীর মিশ্র। বিষয় ছিল সিনেমাকে পর্যালোচনা করা এই ওটিটির যুগে অনলাইনে সিনেমা দেখা আজকাল বেড়ে চলেছে সেজন্য তৈরি হয়েছে প্রচুর অনলাইন মাধ্যম। শিশির মঞ্চের কানায় কানায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের নবীন প্রবীন অভিনেতা অভিনেত্রী সহ নবীন তথ্যচিত্র পরিচালন এবং সিনে প্রেমিরা উপস্থিত ছিলেন সুধীরবাবু তার বক্তব্যের প্রথমেই স্পষ্ট করে দেন ওটিটি নবীন প্রজন্মের জন্য বেশ আশার আলো দেখাচ্ছে। কিছু করার ইচ্ছাকে প্রকাশ করতে পারছে তারা। কিছু কিছু দর্শকের প্রশ্ন ছিল ওটিটি কি অনেক বেশি মুক্ত চেতা হওয়ার প্রেরণা জাগাচ্ছে। তার উত্তরে মিশ্রবাবু বলেন, কখনই তা হতে পারে না। কারণ সবই যে দর্শককে দেখতে হবে তার কোনও মানেই নেই। যার মনে হবে দেখবে না

হলে দেখবে না। তবে হ্যাঁ সবকিছুই রুচি বোধের মধ্যে রাখা দরকার। এই প্ল্যাটফর্ম না থাকলে হয়তো নতুন প্রজন্মরা হারিয়ে যেত। এর পরিধি অনেক বেশি তাই দর্শকরা সচেতনএবং ঠিকঠাক দর্শকদের কাছে পৌঁছে যায় ছবিগুলি। মনে রাখতে হবে টেলিভিসনকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার কাজও করতে পেরেছে ওটিটি। সিনেমাও যে টুকরো টুকরো ভাবে দেখা যায় তা প্রমাণ দিয়েছে। সেন্সর বোর্ড নিয়ে কিছু প্রশ্ন বানের উত্তরে তিনি বলেন এ ব্যাপারে তার কোনও অভিযোগ নেই। কারণ তারা তাদের দৃষ্টিতে দেখে। তবে তিনি বার বার মনে করিয়ে দেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে নবীন প্রজন্মের কাছে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন তাই তিনি উদাহরণ স্বরূপ সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালি এবং বিধানচন্দ্র রায় প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দেন। তিনি বলেন সরকার কিছুটা হস্তক্ষেপ করলে নতুন পরিচালক বাংলার নাম উজ্জ্বল করতে পারবে। তার অকপট ভাষণ সকলের মন জয় করে নেয়।

একথা দিন ছিল নন্দন চত্বরে আনন্দ অনাবিলে ভেসে চলা। প্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রী এবং সেলেবদের হাতের সামনে পেয়ে সেলফি-ফটো তোলায় গম গম করছিল চত্বর।

প্রকাশনা বিভাগের প্রকাশিত বইতে সবকটি সিনেমার পরিচিতি তুলে ধরলেও অসংখ্য বানান এবং ছাপার ভুলের কারণে কিছুটা গরিমা হারিয়েছে।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু দত্ত

মাঙ্গলিকী

সরোজ নাট্য মেলা ২০২২

কৃষ্ণচন্দ্র দে

বিগত ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর ২০২২ রাসবিহারীর নাট্য পীঠস্থান মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে অনুষ্ঠিত হল মহা সাড়ম্বরে নটসেনার সরোজ নাট্যমেলা ২০২২।

উক্ত অনষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নটসেনার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য স্বপন মুখোপাধ্যায় এবং অন্যতম সদস্য তুলসীদাস বসু। আশিস গিরি, হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায় এবং অভিজিৎ চ্যাটার্জী আসতে পারেন নি।উপস্থিত অতিথি বৃন্দের বরণের পর প্রথম বক্তা স্বপন বাবু বললেন নাট্য উৎসবের সূচনা হবে এর থেকে আনন্দের আর কিছু নেই। আমি সাধারণত সরোজদার উৎসব বলে থাকি। নটসেনা নামটা আমারই দেওয়া। আমি আর সরোজদা ব্রতচারী স্কুলে মাস্টারি করতাম। আমার বাবা প্রধান শিক্ষক ছিলেন ব্রতচারী স্কুলের। বাবাই সরোজদাকে বহাল করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ বৈশাখ দলের সূচনা কাল। আমার দেবতার গ্রাস আবৃত্তি দিয়ে শুরু হল প্রথম দিনের অনুষ্ঠান। আমাদের সময় জ্ঞান– চারটা মানে চারটা। সরোজদাকে গুরু বলে মেনেছি। তাঁর কাছে অনেক শিখেছি। গরু গাড়ির হেডলাইট আমাদের সিগনেচার ড্রামা। সেদিনের লড়াইটা ছিল সেনাদের রক্তস্নাত লড়াই। সমাজটাকে পাল্টে দেবার স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু পারিনি। যে কোন কাজে সরোজদা একটা থিম দিয়ে দিত, আমরা সেই অনুযায়ী চলার চেষ্টা করতাম। অনুশীলন পর্বে কোন স্ক্রিপ্ট ছিল না শুধু একটা বিষয় নিয়ে অনর্গল কথা বলে যেতে হতো সরোজদা লক্ষ্য রাখতেন সকলের বাচনভঙ্গি। এভাবেই সরোজদা শেখাতেন। নটসেনা অন্ধকারেও এগিয়ে যাবে। একার্ড হচ্ছে তার একটা কথা যা আমরা ভুলি নি।তুলসী দাস বসু তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন– আমি ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ছিলাম। কলিবুলিতে আমি অভিনয় করেছি, এছাড়া অনুপস্থিত শিল্পীদের জায়গায় অভিনয় করতে হতো। নটসেনা মানেই সরোজ রায়।

এরপরেই শুরু হয় নাটক 'মহাপৃথিবী' নাটকটি জয়েশ ল এর বহু পুরানো অভিনীত নাটক। রচনা সুব্রত কাঞ্জিলাল। নির্দেশনায়– জয়েশ ল। নুন আনতে পান্তা ফুরানো ছন্নছাড়া একেবারে নিম্নবিত্ত দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থানকারী এক হতভাগা অভিরামের জীবন চরিত। অভিরামের বউ চলে গেছে অন্য একজনের সাথে দীপুর সাইকেল দোকানে সারাইয়ের কাজ করে ও স্বপ্ন দেখে। ময়নাকে ভালবাসে, টাকা জমায় একটা সাইকেল কিনবে। তারপর ময়নাকে বসিয়ে সারা গাঁ শহর ঘোরাবে। চাঁদু ওকে স্বপ্ন দেখায়। সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে ছিন্ন করে অভি কী পারবে ময়নাকে বিয়ে করে সংসার পাততে? সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন।'নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী' গানটি একটা ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছে। জয়েশ দীপু, চাঁদু প্রত্যেকেই ভাল অভিনয়ের নমুনা রাখলো। নাটকটা আগেও অনেকবার দেখেছি। কিন্তু এবার দেখতে অনেক ভাল লাগলো। চর্চা শিল্পীকে পরিণত করে দক্ষ করে তোলে। জয়েশ বর্তমানে অনেক দক্ষ শিল্পী ও নির্দেশক। অভিব্যক্তিতে শরীরি ভাষায় স্বরক্ষেপণে সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে। সংলাপ না থাকলেও কখনও নাটক থেকে বেরিয়ে যায়নি। অভি : আদিত্য মজুমদার (চাঁদু) দীপক চক্রবর্তী (দীপুদা) এবং জনৈক মহিলা চরিত্রে মহুয়া ব্যানার্জী এবং

১৬ ডিসেম্বর-১৭ ডিসেম্বর ২০২২

জয়েশ স্বয়ং

২য় নাটক টালিগঞ্জ রঙ্গব্যাঙ্গ অদ্বিতীয়া প্রযোজিত সুশান্তশীল ঘোষ রচিত ও নির্দেশিত নাটক 'দেখো আমি বাড়ছি'। প্রচণ্ড মজার উপভোগ্য একটা কৌতুক নকশা। জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে একটা কৌতুকাবহ তৈরি করে দর্শকদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করা। ওরা অনেকটাই সফল। গানগুলির সিলেকসন যথোপযুক্ত। উচ্চারণে আরও সতর্ক হওয়া জরুরি। টোটাল টিম ওয়ার্ক আরও মজবুত করা দরকার। সংলাপের পাঞ্চলাইনগুলির ব্যবহার দক্ষতা আনতে হবে। নিরবিচ্ছিন্ন চর্চা নিবিড় অনুশীলনই এ নাটককে অন্য মাত্রা এনে দিতে পারে। তাই সুশান্ত নীল ঘোষকে বলবো একটু ডিটেলিং এর দিকে নজর দিন।৩য় নাটক ভীব বধ। কাহিনী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রযোজনা নটসেনা নির্দেশনা দুর্গা চক্রবর্তী। ছোট ছোট কচি কাঁচাদের কথা ভেবে তৈরি মজার নাট্য প্রহসন। পাড়ার নাটকে যা হয় রিহার্সালের গণ্ডোগোল কোন অবুঝ শিল্পীর বায়না – আমি মরবো কেন? নগদ দশ টাকা চাঁদা দিয়েছি। এখানে দুর্যোধনের একগুয়েমিতেই ভীমবধ হয়ে যায়। শেষে সকলে মিলে দুর্যোধনকে ধরে বেঁধে উরু ভঙ্গ করতে হল। মজার নাটক দর্শকবৃন্দ প্রচুর মজা উপভোগ করেছেন। এ ধরনের নাটকে দুর্গার বিশেষ দক্ষতা আগেও প্রমাণিত হয়েছে।

১৭ ডিসেম্বর নাট্য বিষয়ক আলোচনা। বিষয় 'বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিল্পীদের জন্য থিয়েটার' অতিথির তালিকায় ছিলেন অম্বিকা চ্যাটার্জী, অমিত বসু রায় (আলোর দিশা) স্বপন মুখোপাধ্যায়। সঞ্চালক : সুশান্ত মজুমদার (বাবুয়া), বিজ্ঞান নির্ভর একেবারে মেডিক্যাল মেথডলজির বিষয় নিয়ে বক্তাদের ভাষণে জমে উঠেছিল সভা। কোন দর্শক একটুকুও বোর ফিল করেননি।অম্বিকা চ্যাটার্জী বললেন– প্রতিবন্ধকতা দিয়ে শুরু করলেন। প্রতিবন্ধকতা কি এবং তার বিভিন্ন কারণ নিয়ে বিশদভাবে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করে বুঝিয়ে দিলেন তিনি যথেষ্ট পড়াশুনা করেই এসেছেন। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীর কারণ অনেক ও জটিল। জগতের অন্তত শতকরা তিনভাগ মানুষ কোন না কোন ভাবে প্রতিবন্ধী। থার্ড মার্চকে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। অবাক লাগে এ দেশে প্রতিবন্ধী সন্তান জন্মালে পাপ বা অপদেবতার ভর ও নানা ভৌতিক যুক্তিহীন মনগড়া কাহিনীর অবতারণা করা হতো। তাদের চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হতো। বর্তমানে আমরা একটু সচেতন হয়েছি। প্রতিবছরে বিশ্ব প্রতিবন্ধী সংগঠন একটা করে থিম গ্রহণ করে। মৃদু–মধ্যম–গুরুতর–গভীর এই চার শ্রেণীতে মূলতঃ প্রতিবন্ধীদের শ্রেণীভাগ করা হয়। মৃদু ও মধ্যম প্রতিবন্ধীদের থিয়েটারে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের মূল স্রোতে আনা গেছে। ডাম থেরাপিস্ট হিসাবে আমার বন্ধু ইন্দ্রজিৎ পাল অনেক কাজ করেছে এবং বর্তমানেও করছে। এই প্রসঙ্গে অম্বিকা একটি নাট্যাভিনয়ের কথা উল্লেখ করেন, বাবলু নাটকের একটি দৃশ্যে বাবলু যখন মারা যাচ্ছে সেই মর্মস্পর্শী দৃশ্যে দর্শক সমাজকে এতই ইনভলভমেন্ট করেছিল যে বাবলুর মৃত্যুতে তারা হাঁপুস নয়নে কেঁদেছিল। কেউ বা চোখের জলে সিক্ত হয়েছেন। বাস্তবিক আমি প্রায় ৪০ বছর ধরে অনেক কথা সেমিনারে শুনে আসছি কখনো সমালোচক হিসাবে বা কখনও বক্তা হিসাবে। অম্বিকার অনেক কথা এর আগেও শুনেছি কিন্তু আজকের মতো এতো গুছিয়ে দাপটের সাথে যেভাবে ওর বক্তব্য পেশ করলো যা আগে দেখা যায়নি। বলতে কোনও দ্বিধা নেই চর্চা অনুশীলন মানুষকে কিভাবে দক্ষ করে তুলতে পারে অম্বিকাই তার প্রমাণ।স্বপন মুখোপাধ্যায় মূলতঃ গবেষক লেখক আবার নটসেনার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি বললেন প্রতিবন্ধীকে অন্যনাম দিয়ে তাকে আড়াল করার কোনও দরকার নেই। বেশ জোড়ালো কণ্ঠেই তিনি ঘোষণা করলেন। তিনি হেলেন কেলার এর প্রসঙ্গ টেনে বলেন হেলেন কেলার একবার বলেছিলেন– আমরা দৃষ্টিহীন এটা আমাদের কষ্ট দেয় না কিন্তু দৃষ্টি সম্পন্নদের মানসিকতা আমাদের কষ্ট দেয়। যারা এদের নিয়ে সারা বছর কাজ করেছেন তাদের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগাতে হবেই। ডঃ মন্টেশ্বরী বলেন– আমরা কিছু শিখিয়ে দিতে পারি না, তারা নিজেরাই নিজের শক্তিতেই শিখে উঠতে পারে। শুধু বাঁধাটা সরিয়ে দিতে হবে। আলসাভান যিনি হেলেন কেলারের শিক্ষক ছিলেন এটা গ্রহণ করেছিলেন। হেলেন কেলার যখন বেহালা ব্লাইন্ড স্কুলে আসেন আমার বাবা তাকে এনেছিলেন। আমি তার সাক্ষী ছিলাম।তার মতে দৃষ্টিহীন বধির কিংবা মূক এরা কেউ প্রতিবন্ধী নয়। একেবারে নির্বোধ বা বোধহীনরাই একমাত্র প্রতিবন্ধী। ১০০ বছর আগে আনন্দ বাজারের রিপোর্টে উল্লেখ আছে 'বিধাতার অভিশাপে দৃষ্টিহীন হইলেও অন্ধ বালকদের এই ধরনের অভিনয় মুগ্ধ করার মতন। চেষ্টাটা অনেক দিনের।' হেলেন কেলারের জবানীতেও আছে। পলিটমসনের স্পর্শে তিনি তার মতো করে বলতে পারতেন। তিনি পরবর্তীকালে শিখেছেন। ২০২২–এ থিম ইনক্লুসিভ নেস যদি গড়ে তোলা না যায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাবেনা। টেকনোলজি যেভাবে এগোচ্ছে এদের অন্তর্ভুক্তিকরণ সম্ভব হবে। অ্যাকসেসারিনেস এবং ইনক্লুসিভনেস দুটোই নাটকে ব্যবহার সম্ভব। নটসেনা একটা পটভূমি তৈরি করে দিল। অমিত বসুরায়– সদর্পে ঘোষণা করলেন দুঃস্থ মানুষের পাশে থাকতেই এই আলোর দিশা তৈরি ২০১৯ সালে। লক ডাউনে অনলাইনে কাজ শুরু করলাম। তখন আমার সঙ্গী মাত্র দু জন। তারপর ফেসবুকের কল্যাণে অনেকে আমাদের সাথে যোগ দিল। আমাদের নাম এখন সিঙ্গাপুর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। আর একটি স্কুল 'আলোর ঠিকানা' শুরু হবে ২০২৩ সালে। আমাদের তিনটি শাখা (১) আলোর দিশা (২) আলোর ঠিকানা (৩) উত্তরণ। আমরা এদের এমনি করেই শিক্ষিত করে তুলবো যে সকলে এদেরকেই অরিজিনাল বলেই ভাববে। নকল নয়।

উপসংহারে একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি সমাজের দিকে একটু গভীর ভাবে তাকালে প্রায় সকলেই বুঝতে পারবো আমরা প্রায় সকলেই কোন না কোনভাবে মানসিক প্রতিবন্ধী। আমাদের আচার আচরণে হামেশাই তা প্রকাশ পায়। আমরা তা হয়তো বুঝতে পারি না তাই নিজেদের সুস্থ মনে করি।

ইজেডসিসি–র অভিজিৎ চ্যাটার্জী হঠাৎ এদিন উপস্থিত হন তাকে নটসেনার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। তিনি আশ্বাস দিলেন উমঙ্গ বা প্রত্যয় নামে এই সমস্ত স্পেশাল শিশুদের নিয়ে কাজ করবো। আজ যারা এসেছেন এদেরও সামিল করবো। এরপর আলোদিশার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নৃত্যে, গানে আবৃত্তিতে, বাদনে সকলকে মুগ্ধ করে দিল অস্মিতা বিট, অরিত্র মিত্র, দেবায়ন বিশ্বাসেরা। এছাড়া ছিল অঙ্কিতা গুহ, মৈনাক পাল এবং অন্যান্যরা। এরপর নাটক চিঠি প্রযোজনা সালকিয়া আগন্তুক নাট্য সংস্থা। নাটক সুব্রত মুখোপাধ্যায়, নির্দেশনা তরুন দাস, একটি চিঠি আসাকে কেন্দ্র করে একটি পরিবারে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে গেল তাই নিয়ে কৌতুকাবহে তৈরি মজার উপস্থাপনা। অভিনয়ে অভিজিৎ, সোমা, কার্তিক দেবাদৃতা এবং তরুণ দাস স্বয়ং। সামাজিক বার্তাটা অসাধারণ। শেষ নাটক সুনীলনগর ড্রামা সেন্টার প্রযোজিত সৌমিত্র বসু রচিত, অনুব্রত চক্রবর্তী নির্দেশিত নাটক বেলুন গুরুদেব। ইতিহাস থেকে বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের নাগরিকদের কোন পরিবর্তন হয় না। তারা সব সিস্টেমের যাঁতাকলে বন্দি। চরিত্রগুলি আমাদের বড়ই চেনা। রূপকের আড়ালে রাজনৈতিক নাটকও বলা যায়। অভিনয়ে অনুব্রত স্বয়ং, মধুসূদন, অমল চক্রবর্তী, অর্পিতা, অমল সাহা, অনিকেত, রাজলক্ষ্মী দত্ত প্রমুখেরা। দুটি সন্ধ্যা ভাল কাটলো।

কোলা ইউনিয়নের শতবার্ষিকী উদযাপন

উজ্জ্বল সরদার : শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি বিদ্যালয় যে কি অপূর্ব অনুষ্ঠান উপহার দিতে পারে সমাজকে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়। ১৯২৩ সালে বিদ্যালয় হিসাবে সরকারি স্বীকৃতি প্রাপ্তির বছর। প্রতিষ্ঠার পরেপরেই দু দুবার প্রকৃতির তাণ্ডব রোষে বিদ্যালয়ে পাঠদান কক্ষগুলি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হলেও সকল প্রতিকূলতা কাটিয়ে এই বিদ্যালয় আজ জেলার এক অন্যতম শিক্ষাপীঠস্থান। রূপনারায়ণ নদীর পাড়ের এই বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ছিলেন ডঃ মণি ভৌমিক।

গত ৬ ডিসেম্বর সকাল ১১ টায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান দিয়ে কোলা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এইদিন ছিল কথা বলা পুতুল, ম্যাজিক প্রদর্শনী। পরদিন কোলাঘাটের রাজপথে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন ও জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল নজরকাড়া। উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মাননীয় মৎস্য মন্ত্রী তথা এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী বিপ্লব রায়চৌধুরী, পূর্ব মেদিনী পুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক, কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার অপু মজুমদার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ। সঙ্গীত, সমবেত সঙ্গীত, নৃত্যনাট্য, পুতুলনাচ, বাউলগান, মূকাভিনয়, নাটক, আবৃত্তি, আলোচনা ও মতবিনিময়, কুইজ প্রতিযোগিতা এসব নিয়ে ছয় দিনের এক অনন্য সাধারণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল এই বিদ্যালয়। ১১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠানের শেষ দিন বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান ও স্মৃতি রোমন্থন অধ্যায়ে

কোলাঘাটের গর্ব তথা বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী, বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী জাতীয় সাঁতারু সঞ্জীব চক্রবর্তী ও সুপ্রিয় মণ্ডল, আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত আলোকচিত্রী সৌরভ দাস, বিখ্যাত অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিক প্রমুখকে বিশেষ সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। এই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের অন্যতম একটি অংশ ছিল প্রদর্শনী। যেকোন জাতীয় মানের প্রদর্শনীর মতোই বৈচিত্র্যপূর্ণ ও দেখার মত ছিল এসব প্রয়াস। বিজ্ঞান, শৈশবকাল, খেলাঘর, জীবমণ্ডল, পুতুলঘর, দেশবিদেশের পাখি, বিদ্যালয়ের ইতিহাস, বনসাই–ক্যাকটাস, স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ, সাহিত্যকক্ষ, আলোকচিত্র, হস্তশিল্প ও ভাস্কর্যশিল্প, ড্রাই ফ্লাওয়ার এসব বিষয় নির্ভর প্রদর্শনীকক্ষ ছিল শুধুই অবাক হয়ে দেখার মত। এসব প্রদর্শনী কক্ষের মধ্যে শুরুতেই একটি চমৎকৃত প্রদর্শনী কক্ষ নজরে এসেছিল সকলের, তা হল বাংলার মা–ঠাকুমাদের হাতে তৈরি হারিয়ে যাওয়া সুচসুতোর সুচিশিল্প। বাংলার বিখ্যাত সংগ্রাহক পরিমল রায়ের সংগ্রহ থেকে নিয়ে আসা এই সংগ্রহের সমাহারে ভরে উঠেছিল এই প্রদর্শনী কক্ষটি। তাঁর সুচিশিল্প সংগ্রহের একটা অংশে ছিল বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি, দেবতার ছবি, সামাজিক বার্তা ও একটি বড় অংশ জুড়ে শিল্পী সীমা সেনের করা বিভিন্ন অভিনেতা অভিনেত্রীদের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সুচসুতোর মাধ্যমে। এছাড়াও বিদেশী পাখীর প্রদর্শনীকক্ষে বিভিন্ন কাকাতুয়া, বিভিন্ন ম্যাকাও, অ্যামাজন প্যারট, ফ্রেজান্ড এসব পাখির দেখা মিলেছে। বনসাই প্রদর্শনীকক্ষে সুন্দরী, বট, অশ্বথ, পাকুড়, বকুল, চেরী গাছের অবাক করা সব বনসাইয়ের সমাহার ছিল। নদীয়া জেলার সুবিখ্যাত তারের পুতুল নাচের প্রদর্শনে অতীতের হাতছানিকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী নুর আলমের তৈরি বিভিন্ন মাটির নিদর্শন ছিল বিশেষ দৃষ্টি নন্দনযোগ্য। বিদ্যালয়ের এই শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক বিপ্লব ভট্টাচার্য্য সকল সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে সর্বদা অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও শ্রদ্ধেও গৌরমোহন দাসঠাকুর, সন্দীপ রায়চৌধুরী, প্রলয় চক্রবর্তী, মহাদেব সেনগুপ্ত ও বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক–শিক্ষাকর্মীদের সক্রিয়তা ছিল প্রশংসনীয়। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ যোগদানে এই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল সফল। বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী তথা বর্তমান শিক্ষক সুজন বেরা একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন, আমাদের কোলা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উদযাপনের অনুষ্ঠান বছরভর বিভিন্ন রকমভাবে চলার পরিকল্পনা ও উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি। স্কুলের দৈনিক পঠনপাঠনের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষামূলক এসব কাজ করতে আমরা যেমন সক্রিয়, পাশাপাশি ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরাও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। এতদঞ্চলে আমাদের এই বিদ্যালয় ভীষণ সফলতার সাথেই শতবর্ষ অতিক্রম করছে। এখানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আমাদের স্কুলের বিষয়ে কিছু না কিছু বার্তা পৌঁছে দিতে আমরা সব সময় সচেষ্ট। আশাকরছি, আমাদের এই ধারা আগামী দিনেও সফল ভাবে এগিয়ে চলবে। সব মিলিয়ে বলাই যায় কোলা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উদযাপন একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল।

প্রকাশিত হল সিদ্ধার্থ সিংহের ৩০০তম বই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুতোষ কাহিনি এবং গবেষণাধর্মী মিলিয়ে দু'পার বাংলা থেকে এর আগেই প্রকাশিত হয়েছিল ২৯৯টি বই। এ বছর কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলায় সিদ্ধার্থ সিংহের যে ১৪টি বই বেরোবার মুখে, তার প্রথম বই, 'টুম্পার উপাখ্যান' উপন্যাসটি কলকাতার এন. ই. পাবলিশার্স থেকে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধার্থ সিংহের বইয়ের সংখ্যা স্পর্শ করল ৩০০–র শীর্ষবিন্দু।

তিনি যে রিয়্যালিটি উপন্যাসের সূচনা করেছিলেন 'লাস্যময়ীর ছোবল' এবং 'নামগোত্রহীন'–এর মাধ্যমে, যার জন্য বারবার প্রাণনাশের হুমকি এসেছিল প্রকাশকের কাছে, আক্রান্ত হয়েছিলেন লেখক, সেই ঘরানাতেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সোনারপুর অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে লেখা এক অদ্ভুত জগতের কথা— টুম্পার উপাখ্যান।

নিজস্ব বই ছাড়াও সিদ্ধার্থ সিংহের সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। লীলা মজুমদার, রমাপদ চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা দেবী, শংকর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, নবনীতা দেবসেন, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভঙ্কর সিংহ, মধুবন চক্রবর্তীদের সঙ্গে যৌথ এবং একক ভাবে সাড়ে ছ'শোর ওপর ঢাউস ঢাউস সংকলন সম্পাদনা করেছেন তিনি। বানিয়েছেন দু'টি তথ্যচিত্র। অনুবাদ করেছেন বিভিন্ন ভাষা থেকে। সদ্য প্রকাশিত হয়েছে সরাসরি উর্দু থেকে বাংলায় তাঁর ভাষান্তর--- সাদত হাসান মান্টো। লিখেছেন বেশ কয়েকটি ছায়াছবির চিত্রনাট্য। 'রতিছন্দ' নামে এক নতুন ছন্দের প্রবর্তন করেছেন। প্রবর্তন করেছেন 'ঝলক–গল্প'র। চারশোটি ঝলক–গল্প নিয়ে এবার কলকাতা বইমেলাতেই বেরোচ্ছে— প্রতি গল্প আট আনা। যেগুলো নিয়ে ইতিমধ্যেই তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম, কন্নর, হিন্দি এবং বাংলা ভাষায় তৈরি হয়েছে স্পর্ক ফিল্ম। সিদ্ধার্থের বেশির ভাগই লেখাই অনুদিত হয়েছে বিভিন্ন ভাষায়। বেস্ট সেলারেও উঠেছে সে সব। বেশ কয়েক বার চ্যাম্পিয়ন হওয়া এই মুষ্টিযোদ্ধা এক সময় আনন্দবাজার সংস্থায় নিয়মিত মডেলিংয়ের কাজও করেছেন।

আশির দশকের অত্যন্ত জনপ্রিয় এই সব্যসাচীর লেখা পাঠ্য হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ–সহ আইসিএসসি এবং সিবিএসসি বোর্ডে। তিনি বিশ্ববঙ্গ টিভির সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক। আমেরিকার 'উড়ালপুল' পত্রিকার কলকাতার সম্পাদক। তাঁর লেখা নাটক বেতারে তো হয়ই, মঞ্চস্থও হয় নিয়মিত। তাঁর শ্রুতিনাটক নিয়মিত করেন জগন্নাথ বসু থেকে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়রা। তাঁর কাহিনি নিয়ে ছায়াছবিও হয়েছে বেশ কয়েকটি। গান তো লেখেনই। মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবেও কাজ করেছেন বেশ কয়েকটি বাংলা ছবিতে। তাঁর ইংরেজি এবং বাংলা কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কয়েকটি সিনেমায়। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের এক তারিখ থেকে একত্রিশ তারিখের মধ্যে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, মুক্তগদ্য, প্রচ্ছদকাহিনি মিলিয়ে মোট তিনশো এগারোটি লেখা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখে 'এক মাসে সর্বাধিক লেখা প্রকাশের বিশ্বরেকর্ড' অর্জন করেছেন তিনি।

২০২০ সালে 'সাহিত্য সম্রাট' উপাধিতে সম্মানিত এবং ২০১২ সালে 'বঙ্গ শিরোমণি' সম্মানে ভূষিত। ক্লাস নাইনে পড়ার সময়ই তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয় 'দেশ' পত্রিকায়। প্রথম ছড়া 'শুকতারা'য়। প্রথম গদ্য 'আনন্দবাজার'–এ। প্রথম গল্প 'সানন্দা'য়। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহল তোলপাড় হয়। মামলা হয় পাঁচ কোটি টাকার। এ দিন তাঁর লেখা ৩০০তম বই প্রকাশের সাক্ষী রইল কলেজ স্ট্রিটের বাংলাদেশ দশম বইমেলা।

গ্রন্থ প্রকাশে রাজ্যের মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সাগরদ্বীপ থেকে প্রকাশিত বোধন পত্রিকার বর্ষীয়ান সম্পাদক মানিক চন্দ্র পাহাড়ীর লেখা কবিতার বই প্রকাশ উপলক্ষে সাগর ইউথ ওয়েলফেয়ারের রুদ্রনগর কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ও সাগরদ্বীপের বিশিষ্ট কবি– সাহিত্যিকরা। এদিনের অনুষ্ঠানের সভা মঞ্চ আলোকিত করেছিলেন গঙ্গাসাগরের বিধায়ক তথা রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা। উদ্বোধনী সঙ্গীত ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করার পর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয় মানিক চন্দ্র পাহাড়ির লেখা বই 'সাগর উর্মী অরণ্য'। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের বর্ষীয়ান অধ্যাপক ড. গোবিন্দ সরকার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য কবি অবশেষ দাস, কবি রফিকুল ইসলাম, কবি অরুণ পাঠক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সাগরদ্বীপের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাগর মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রবীর কুমার খাটুয়া, শিক্ষক জয়দেব দাস, শিক্ষক শান্তনু গায়েন, শিক্ষক মধুসূদন ঘোড়াই, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অশ্বিনী কুমার গায়েন প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক ভাগ্যধর বারিক। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন সুকেতু মাইতি, মনোরঞ্জন পাহাড়ী, বিভীষণ জানা, সুকুমার প্রামাণিক প্রমুখ। গোবিন্দ সরকার বলেন সাগরদ্বীপের পুণ্যভূমিতে এহেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে তিনি আনন্দিত। সেই সঙ্গে মানিক চন্দ্র পাহাড়ির এই বইয়ের প্রশংসা করে তিনি বলেন বইটি যেভাবে সাগরদ্বীপের মানুষের জীবন–জীবিকা, সাগরদ্বীপের মানুষের কথা তুলে ধরেছে যা নিঃসন্দেহে সাগরদ্বীপের সাহিত্যের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হতে চলেছে। সাগর উর্মী অরণ্যের লেখক মানিক বাবু বলেন মানবিক বোধ, মানবতাকে প্রাধান্য দিয়ে তার এই কবিতা লেখা যা তিনি এই বইয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও তার বইয়ে রয়েছে সাগরদ্বীপ নিয়ে নানা কথা। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা বলেন, তিনি বরাবরই সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। তাই এহেন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। সেই সঙ্গে তিনি সাগরের মাটিতে এধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করার অনুষ্ঠানের আয়োজকদের প্রশংসাও করেন এবং সাগরদ্বীপে এসে অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রিত অতিথিদের ধন্যবাদও জানান। সেই সঙ্গে তিনি ভবিষ্যতে তার নিজ উদ্যোগে সাগরদ্বীপে আনুষ্ঠানিকভাবে সাহিত্য উৎসব আয়োজনের প্রতিশ্রুতিও দেন।

দক্ষিণ কলকাতার গ্যালারি গোল্ডে তিন দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক ও লাইফ টাইম পণ্ডিত উদয় শংকর সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। নতুন ভোরের আলো ফেসবুক গ্রুপের এডমিন জয়দীপ ভট্টাচার্য ও দিব্বান গুহের এই অভিনব উদ্যোগে সামিল হন নানা ক্ষেত্রের বহু গুণী মানুষজন। সাংস্কৃতিক সংস্থা মরু বিজয় এর মৌসুমী মুখার্জী, রত্না সরকার চৌধুরী সহ অন্যান্য সদস্যদের ও আরো কিছু সংস্কৃতি সংস্থাকে সম্মানিত করা হয়। ভারতের গুহাচিত্র বিশেষজ্ঞ শুভদীপ ব্যানার্জি চৌধুরী, মনোবিদ ডঃ জয়শ্রী সর চৌধুরী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আকর্ষণীয় বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ঐকতান সংস্কৃতিক সংস্থার শ্রুতি নাটক বিজুরি দর্শকদের প্রশংসে অর্জন করে।

ভ্রম সংশোধন

গত সপ্তাহের (১৭ থেকে ২৩ ডিসেম্বর) 'আলিপুর বার্তা' পত্রিকার ৭ নম্বরের 'মাঙ্গলিকী'র পাতায় শরৎচন্দ্রের বাসভবনে রবিবাসরের অনুষ্ঠান শীর্ষক খবরে শরৎচন্দ্র নামটি দুটি জায়গাতেই ভুলবশত শরচন্দ্র ছাপা হয়েছে। অনবধানতাবশত এবং অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

পাণ্ডুয়াতে চিরাগ পত্রিকার বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার ১১ ডিসেম্বর পাণ্ডুয়া বিএড কলেজে চিরাগ সাহিত্য পত্রিকার ৩০তম

বার্ষিকী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পত্রিকার কর্ণধার তথা সম্পাদক নসরৎ আলির স্বাগত ভাষণ দিয়ে। হল ভর্তি সাহিত্য যোদ্ধাদের উপস্থিতিতে মঞ্চে প্রকাশ হল নবকুমার ঘোষের স্বরচিত মুক্তাঙ্গণে গল্পের (দ্বিতীয় খণ্ড) বইটি। এরপর দ্বিতীয় পর্বে ছিল কবিতা পাঠ। রূপালি অধিকারী পাঠ করলেন তার স্বরচিত কবিতা 'এমন এক সাজ'। পড়া হলো শুভেন্দু চক্রবর্তীর 'বড়জোড়', প্রতিমা ঘোষালের 'ইচ্ছা করে'। একই সঙ্গে অপ্রকাশিত গল্পপাঠ করেন ১৬ জন এবং ২৪ জন স্বরচিত বাছাই কবিতা পাঠ করেন। সারাদিন ব্যাপী কথায় শব্দে ছন্দে ফুল ফোটালেন কবি এবং সাহিত্যিকরা। এই উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অনুগল্প পর্বে প্রথম হন তিস্তা বেজ গল্পের নাম 'অসহায়'। দ্বিতীয় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মাছের টক'। তৃতীয় স্থানে যুগ্ম হন উদয়ন চক্রবর্তী ও রমনা মুখার্জী। স্বরচিত কবিতায় প্রথম হল সুব্রত সিংহ 'একটু উত্তাপের জন্য', দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ প্রতিযোগী সুমি নাথ 'রামধনু ও রাতুলের স্বপ্ন', তৃতীয় শম্পা চট্টোপাধ্যায়ের 'স্মৃতির অনির্বাচিত নির্বাসন'। সমগ্র অনুষ্ঠানিক সুনিপুণ সঞ্চালনায় ছিলেন শিক্ষক তপন ভট্টাচার্য।

সর্বকালের সেরা বিশ্বকাপ ফাইনালের দেখা মিলল কাতারে

খেলা দেখালেন মেসির ভাগ্যদেবতা

শ্রী উইঙ্গার : লেফ্ট উইং দিয়ে দি মারিয়ার দৌড় আর গোল বক্সের বাইরে সবুজ ঘাসে মেসির বাঁ পায়ের টানে প্রথম ৪৫ মিনিট শুধুই আর্জেন্টিনার। তখন ফালা ফালা ফরাসি ডিফেন্স দেখে মনে হয়েছিল ফাইনালটা বুঝি একতরফাই হবে। সেই আশংকা আরও দৃঢ় হল আর্জেন্টিনা দু গোলে এগিয়ে যাবার পর। ঠিক এইখান থেকে মেসির ভাগ্যদেবীর খেলা দেখানো শুরু।

২৩, ৩৬, ১০৮। আর্জেন্টিনার গোলের মিনিট গ্রাফটা বলে দেয় মাঝখানের একটা দীর্ঘ সময় দাদাগিরি করেছে ফ্রান্স। দ্বিতীয়ার্ধের মিনিট ১৫ পর থেকে ৯০ মিনিট পর্যন্ত এমবাপের দৌড় আর প্লেসমেন্ট মুগ্ধ হয়ে দেখেছে সারা বিশ্বের ফুটবলপ্রেমী। এই সময় পেনাল্টি ও একটা অনবদ্য ভলিতে ২-২ করে এমবাপে প্রায় কেড়ে নিয়েছিলেন মেসির মুখের গ্রাস। অতিরিক্ত সময়ে চললো মেসি এমবাপে টক্কর। গত সংখ্যায় আমরা লিখেছিলাম 'মেসির ইচ্ছাপূরণে কাঁটা এমবাপে'। সেটাই প্রমাণিত হল শেষ পর্যন্ত। লিওনেল মেসির ভাগ্যদেবী শেষ খেলা দেখালেন টাইব্রেকারে এসে। তার আগে পর্যন্ত একটা দুর্দান্ত ফাইনাল উপহার দিল দুটো দল। অনেকে দুই দেশ, দুই মহাদেশের মধ্যে তুলনা টানছেন। কিন্তু সত্যি কি ফুটবলে কোনো ভেদাভেদ আছে। ফুটবল সব বেড়া ভেঙে মিলিয়ে দেয় সকলকে। যে ফুটবল প্রেমীরা এই মেগা ফাইনালে উদ্বেলিত হলেন তারা ঠিক এইভাবেই মেতে

ওঠেন নিজের দেশের ছোট বড় সব খেলাতেই। এটাই ফুটবলের মহিমা। আর এই সব প্রতিযোগিতায় প্রতিভার সঙ্গে টক্কর দেয় ভাগ্য আর স্নায়ুর চাপ। শেষ পর্যন্ত যারা ভাগ্যের সাহায্য পায় এবং স্নায়ুর চাপ জয় করতে পারে তারাই বাজিমাত করে। নির্ধারিত সময়ে মেসির আর্জেন্টিনা ও এমবাপের ফ্রান্স এসব জয় করলেও টাই ব্রেকারে মানসিক চাপে পিছিয়ে পড়ল ফ্রান্স, আর তাতেই হয়ে গেল তফাৎটা।

তুল্য মূল্য বিচারে আর্জেন্টিনা জিতেছে বলে আজ মেসিকে নিয়ে এতো নাচানাচি। সামান্য ভুলচুক হলে একইভাবে হিরো হয়ে যেতে পারতেন কিলিয়ান এমবাপে। আর্জেন্টিনা জিতেছে বলে কোনো মতেই এতটুকুও ছোট করা যাবে না ফ্রান্সের খেলোয়াড়দের পারফরমেন্সকে। আর এই জন্যেই বহুদিন পর্যন্ত কাতার বিশ্বকাপকে মনে রাখবে ফুটবলবিশ্ব।

তবে প্রথম ম্যাচে সৌদি আরবের কাছে হেরে গিয়েও মাথা ঠান্ডা রেখে মেসি যেভাবে লক্ষ্যে পৌঁছেছে তার প্রশংসা না করে পারা যায়না। ফাইনালের ৬০ মিনিটে স্কালোনি দি মারিয়াকে তুলে নিতেই ফ্রান্স ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণে। সকলে যখন এই সিদ্ধান্তের জন্য স্কালোনিকে দুষছে তখনও মেজাজ না হারিয়ে নিজের খেলাটা খেলে গেলেন মেসি। বার বার কাট করে মাঝখানে ঢুকে এসে বল বাড়ালেন স্বতীর্থদের। লড়ে গেলেন ফরাসি কোচ দেশয়ের মস্তিষ্কের সঙ্গে। এটাই হল বড় খেলোয়াড়ের নমুনা। যারা আজ ফুটবল শিখছে তাদের এটাই শিখতে হবে মেসিকে দেখে। নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস ও লক্ষ্য স্থির থাকলে সফলতা আসবেই, এটাই তার প্রমান।

যাই হোক নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে দুটি যোগ্য দল যে ফাইনালে উঠেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এদের মধ্যে যে কেউ চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। ফ্রান্সের একটাই দুঃখ পর পর দুবারের কৃতিত্বটা অর্জন করা হল না। তবে যেই জিতুক না কেন আসল জয় হয়েছে ফুটবলের।

ফুটবল টুর্ণামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফুটবল জ্বরে কাঁপছে সুন্দরবনের গেটওয়ে ক্যানিং শহর। শুক্রবার থেকে শুরু হল আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল টুর্ণামেন্ট যেখানে অংশগ্রহণ বাংলাদেশের একটি ফুটবল দল। টুর্ণামেন্ট শুরু আগে ক্যানিং স্পোর্টস্ কমপ্লেক্স

(ক্যানিং ক্রীড়াঙ্গন) মাঠের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক তথা টুর্ণামেন্টের অন্যতম কর্তা পরেশরাম দাস। দর্শকাসন, খেলোয়াড়দের বসার জায়গা সহ বিভিন্ন বিষয়ও খতিয়ে দেখেন তিনি।

বিধায়ক পরেশরাম দাসের উদ্যোগে ক্যানিং স্পোর্টস্ কমপ্লেক্স ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে সপ্তম বর্ষের 'চাঁদমুনি দাস ও বিহারীলাল দাস' স্মৃতি ফুটবল টুর্ণামেন্ট। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ৭ টি ফুটবল দল সহ বাংলাদেশের 'চিতুরী বাণ্টি যুব সীমান্ত সংঘ' অংশগ্রহণ করবে।

বিধায়ক পরেশরাম দাস বলেন, 'আগামী দিনে যাতে করে অন্যান্য দেশ ফুটবল টুর্ণামেন্টে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে সেই উদ্যোগ নেবো। পাশাপাশি আমাদের এখান থেকে প্রতিভাববান ফুটবলার যাতে উঠে আসে এবং আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল টুর্ণামেন্ট অংশ গ্রহণ করতে পারে সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো।'

শীতের রাতে গা'ঘামানো খেলার ধুম

নিজস্ব প্রতিনিধি : শীত মানেই উড়ু উড়ু মনে এদিক সেদিক। আর শীতের রাত মানেই পাড়ায় পাড়ায় পিকনিকের মজার সাথে গা'ঘামানো খেলার ধুম পড়ে। তাই সন্ধ্যা হতে না হতেই চারিদিকে ব্যাডমিন্টন খেলার তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই প্রায় এই একই ছবি। এদিকে সর্বত্র তালমিলিয়ে বাড়তে থাকে ব্যাডমিন্টন খেলার সরঞ্জামেরও চাহিদা। এই সময় কলকাতার পাশাপাশি মফস্বল সহ গ্রামবাংলার বিভিন্ন দোকানে ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য র‍্যাকেট, শাটল কর্ক, নেট, স্পোর্টস সু প্রভৃতির বিপুল স্টক নজর কাড়ে। ফলে একধাক্কায় লাভের অঙ্কটা কিছুটা মোটা হওয়ায় ক্রীড়া সরঞ্জাম বিক্রেতাদের মুখেও চওড়া হাসিটা খেলে যাচ্ছে। শীতকালে পাড়ার একচিলতে মাঠে কিংবা বাড়ির ছাদে ঘেরাটোপে ব্যাডমিন্টন খেলার প্রতি নানা বয়সীদের মধ্যে যে পরিমাণ আগ্রহ দেখা যায় এমন দৃশ্য বছরভর অন্য কোনও খেলায় স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না। বিশেষ করে সাঁঝের বেলায় পাড়ার ছেলেছোকরার দলের মধ্যে র‍্যাকেট ও শাটল কর্ক হাতে নিয়ে ব্যাডমিন্টন কোর্টে নামার জোরদার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। ইলেকট্রিক আলোর যথাযথ ব্যবস্থায় সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত দফায় দফায় চলতে থাকে ব্যাডমিন্টন খেলা। একটা সময় ব্যাডমিন্টনকে অত্যন্ত ব্যয়বহুল খেলা বলে অনেকের কাছেই মনে হত। এই খেলার জন্য ব্যবহৃত র‍্যাকেট, শাটল কর্ক প্রভৃতি সরঞ্জামের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে থাকায় এমনটাই মনে করা হত। এই সকল ক্রীড়া সরঞ্জাম একটা সময় বিদেশ থেকে আমাদের দেশে আমদানি করার কারণে এমনতর চড়া দাম থাকাটাই স্বাভাবিক। বর্তমানে আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই ক্রীড়া সরঞ্জামগুলি কিছু কিছু তৈরি হওয়ায় সেগুলি অধিকতর সস্তায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। তবুও এখনকার বাজারে একটা সাদা হাঁসের পালকের তৈরি শাটল কর্কের জন্য কমপক্ষে ৩৫-৪০ টাকা খরচ করতে হয়। যে শাটল কর্ক একটি অতি সাধারণ গেমের পর আর খেলার উপযুক্ত থাকে না বললেই চলে। যদি সন্ধ্যাবেলা থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত ব্যাডমিন্টন খেলায় গা'ঘামানোর জন্য কতগুলি গেমে মোট কতগুলি সাধারণ শাটল কর্কের জন্য গ্যাঁটের কড়ি খরচ করতে হয় তা সহজেই অনুমেয়। এই অভিজাত খেলার জন্য যে ধরনের স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটির র‍্যাকেট এবং বিশাল পরিমাণ শাটল কর্কের স্টক প্রয়োজন হয় তা সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। চিন, কোরিয়া, জাপান সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এধরনের ক্রীড়া সরঞ্জাম তৈরি হয়। আমাদের রাজ্যে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার যদুবেড়িয়া গ্রাম সহ সন্নিহিত বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য বাড়িতে সাদা হাঁসের পালক দিয়ে উন্নত কোয়ালিটির শাটল কর্ক তৈরি হচ্ছে। এই কুটির শিল্পই কয়েক হাজার মানুষ জীবিকা অর্জনের একমাত্র অবলম্বন। যদিও ব্যাডমিন্টন খেলার উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির দিকে খেয়াল রেখে নানান জায়গায় বিকল্প উপাদানে অধিকতর সস্তার সরঞ্জাম তৈরিও শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে একাধিক সংস্থা অধিক মুনাফা লাভের আশায় এধরনের সস্তার ক্রীড়া সরঞ্জাম তৈরির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ফলে এখন শিশুদের ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য একটা চলনসই র‍্যাকেট ৪৫-৫০ টাকা এবং একটা শাটল কর্ক মাত্র ৫ টাকাতেও পাওয়া যায়। শিশুদের পাশাপাশি উঠতি বয়সীদেরও খেলার উপযোগী ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট এবং শাটল কর্ক ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে মিলে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের উৎসাহ তুঙ্গে। ফলে এইসময়ে প্রতিটি এলাকায় ব্যাপক পরিমাণে ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট, শাটল কর্ক, নেট প্রভৃতি বিক্রি হওয়ায় শীতের রাতে গা'ঘামানো খেলার আলো ঝলমলে কোর্টগুলি বেশ সরগরম।

রেফারি ব্লেজার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি রেফারিস অ্যান্ড আম্পায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৩৮ জন রেফারি এবং আম্পায়ারদের মধ্যে ব্লেজার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে।

এদিন মেয়র গৌতম দেব জানান আমাদের লক্ষ্য খেলোয়াড়দের দিকেই থাকে, কিন্তু যারা খেলা পরিচালনা করেন তারা আড়ালেই থেকে যান। তারা যাতে খেলা পরিচালনায় উৎসাহ পান সেকারনেই আজ তাদের জন্য আজ এই ব্লেজার বিতরনী অনুষ্ঠান। আজ কেন আগামী দিনেও শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশন এই রেফারি এবং আম্পায়ারদের সাথে থাকবে। মেয়র জানান আমরা শুধুমাত্র ওদের পাশেই থাকবো না ভবিষ্যতে যাতে আরো রেফারি এবং আম্পায়ার উঠে আসে সেটাও দেখব।

প্রবীনদের ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা বিশ্বের সঙ্গে ফুটবল জ্বরে কাঁপছে শিলিগুড়ি। আজ শিলিগুড়িতে ভেটারেন্সদের নিয়ে একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। এই

প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন শিলিগুড়ির বেশ কয়েকজন নামকরা প্রাক্তণ খেলোয়াড়। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি পাপিয়া ঘোষ এবং চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তী। খেলোয়ারদের সাথে পরিচয় করবার পরে তারা বেশ কয়েকটি খেলাও দেখেন। শিলিগুড়ি ছাড়াও বাইরের বেশ কয়েকটি দলও এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতিযোগিতার বিজয়ী খেলোয়াড়দের জন্য থাকছে মোটা অঙ্কের নগদ আর্থিক পুরস্কার। জেলা সভাপতি জানালেন বিশ্বকাপের সময় সবাই ফুটবল জ্বরে আক্রান্ত। তাই ফুটবলের আকর্ষন বাড়িয়ে তুলতেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন। আমাদের আবেদন আপনারা আসুন এবং খেলা দেখুন এবং খেলাকে উপভোগ করুন।

জানা-অজানা সফরে

বাওয়ালী-বজবজে ইতিহাস প্রকৃতি একসাথে কথা বলে

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার নোদাখালী থানা এলাকার প্রাচীন বর্ধিষ্ণু মন্দিরনগরী বাওয়ালীকে কেন্দ্র করে পর্যটন হাব গড়ে উঠছে। শীতের মরশুমে সপরিবারে চলে আসুন মণ্ডল জমিদারদের ঐতিহ্যপূর্ণ বাওয়ালীতে। বাওয়ালীতে আছে প্রায় ২৫০ বছরের পুরনো প্রাচীন সব মন্দির। অনেক মন্দির ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো আবার নবরূপে সংস্কার হচ্ছে বাওয়ালী মন্দির উন্নয়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে। রাধা বল্লভজীর মন্দিরে প্রাচীন সব বিগ্রহগুলির নিত্যপূজা হয়। একদা বাওয়ালীকে বলা হত গুপ্ত বৃন্দাবন। সেই গুপ্ত বৃন্দাবন ফের গড়ে উঠছে। প্রতি বছর এখানে ধুমধাম করে দোল উৎসব উদযাপিত হয়। মণ্ডল জমিদারদের জলটুঙ্গী আজও বিরাজ করছে। এখানেই ঋতুপর্ণ ঘোষ চোখের বালি ছবির স্যুটিং করেছিলেন ঐশ্বর্য রাইকে নিয়ে। বাওয়ালী রাজবাড়ী এখন বিলাসবহুল রিসর্ট। এখানে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তবে বুকিং করে আসতে হবে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯০৭৩৩১২০০।।

এছাড়াও রাজবাড়ীর পাশেই আছে মধ্যবিত্তের জন্য বিজয় গেস্ট হাউস। এদের ফোন নম্বর ৬২৯০৬৫৭১৮৭, বাওয়ালী থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে ঘুরে আসতে পারেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম তীর্থক্ষেত্র শৈবতীর্থ

মণ্ডল জমিদারদের প্রাচীন মন্দির

বাবা বড় কাছারি ধামে। খুবই জাগ্রত এই তীর্থস্থান। বাওয়ালীর কাছেই ফকির হাট খোলার কাছে গড়ে উঠছে আরশিনগর পর্যটন কেন্দ্র। এখানে আসতে হলে আগে বুকিং করবেন। বুকিং করার নম্বর ৮২৪০১০৪১০২। বাওয়ালীর ৬ কিলোমিটারের মধ্যে আছে মুচিশা নার্সারি শিল্প। শীতের মরশুমে মরশুমী ফুলের বাহার দেখে অবাক হবেন। সেই সঙ্গে ফুল ও ফলের গাছ কিনতেও পারেন। বাওয়ালী বড় পুলের কাছে আছে বাওয়ালী ফার্ম হাউস হোম স্টে। এখানেও থাকতে পারেন। এছাড়া বাওয়ালী

বুড়ুল

থেকে কিছুটা দূরে আছে বুড়ুল পর্যটন কেন্দ্র। পৈতার কাছে আছে প্রকৃতির পাঠশালা। এখানেও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। বাওয়ালী থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে আছে পূজালীর কাছে আছিপুর। যেখানে আছে প্রাচীন চাইনিজ মন্দির। টং অঙ্ক ১৭১৮ সাল এই মন্দির নির্মান করেন। আছে টং অঙ্কর সমাধিও।

বাওয়ালী এসে আপনি বজবজের কোমাগাটামারু স্মারক দর্শন করতে পারেন। ১৯১৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর যেখানে শিখ ও ইংরেজদের লড়াই হয়েছিল। পাশেই বজবজ পুরনো রেল স্টেশন। এখানে ১৮৯৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী চিকাগো থেকে ফিরে স্বামী বিবেকানন্দ রাত্রি যাপন করেন। পরের দিন এখান থেকে শিয়ালদহ যান। বজবজে আছে প্রাচীন দূর্গ। ইতিহাস বলে সিরাজের তাড়া খেয়ে এখানেই লুকিয়ে ছিলেন ক্লাইভ।

এছাড়াও বুড়ুলে আছে বুড়ুল পার্ক অ্যান্ড রিসর্ট। বুড়ুল থেকে রায়পুর অর্থাৎ হুগলি নদীর তীরে একাধিক রিসর্ট ও পিকনিক গার্ডেন আছে। শীতকালে প্রতিদিনই জমজমাট থাকে এই অঞ্চল গুলো।

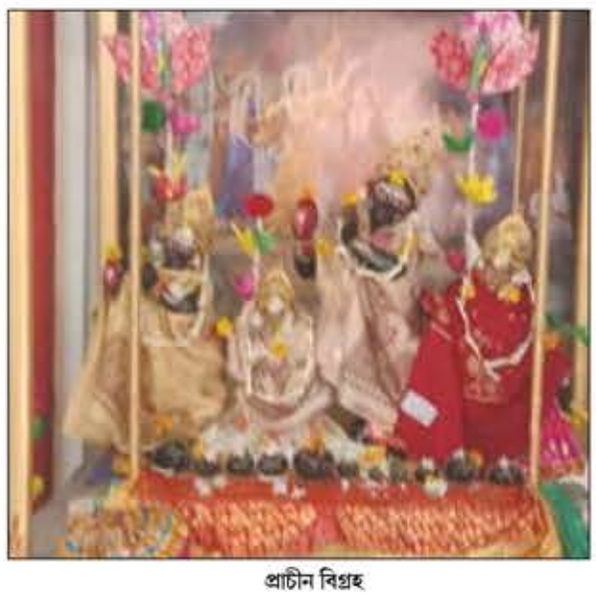

প্রাচীন বিগ্রহ

আরশিনগর শিল্প গ্রাম

আছে রায়পুর স্বদেশী মেলা খ্যাত প্রাচীন মন্দির। আছে পাগলাবাবার আশ্রম। শহিদ অনুরূপ চন্দ্র সেন পদধূলিধন্য নলদাঁড়ি ঘাট। অদূরে বিড়লাপুরের কাছে আছে ইংরেজদের বারুদ ঘর ম্যাগাজিন লাইন। সকালে এসে সারাদিন ঘুরে এক রাত থেকে প্রাচীন বাওয়ালী গ্রামকে উপভোগ করে যেতে পারেন।

প্রসঙ্গতঃ জানুয়ারি থেকে বাওয়ালী তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঐতিহ্যবাহী সঞ্চিতা মেলায় বাওয়ালীর পর্যটন ক্ষেত্র নিয়ে একটি প্যাভিলিয়ন থাকছে। মেলা কমিটির কর্ণধার স্বপন রায় জানালেন, মেলা শুরু হবে আগামী ১২ জানুয়ারি চলবে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত। বজবজের পর্যটন হাব নিয়ে একটি স্টল করা হচ্ছে। এই স্টলে এলাকার পর্যটন ও হোম স্টের মালিকদের আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। প্রয়োজনে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন – ৯১৪৩১৬১০৩৯।

কীভাবে যাবেন

বাওয়ালীতে আসতে গেলে আপনাকে কোমাগাটামারু বজবজ স্টেশনে নেমে অটো বা ম্যাজিক গাড়িতে আসতে হবে। কলকাতা থেকে দূরত্ব মাত্র ত্রিশ কিলোমিটার। সড়ক পথেও আসা যায়। তারাতলা থেকে পশ্চিমদিকে বজবজ ট্রাঙ্ক রোড অথবা ঠাকুরপুকুর থেকে ডান দিকে বাখরাহাট রোড দিয়ে রায়পুর মোড় হয়ে পৌঁছানো যায় বাওয়ালীতে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com